উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৭৫,৭৩৫.৯৬ (-২০৩.২২)
নিফটি : ২২,৯১৩.১৫ (-১৯.৭৫)

মাস্কের বিনিয়োগে ট্রাম্পের আপত্তি
ভারতে গাড়ি তৈরির কারখানা গড়তে চেয়েছেন টেসলা কর্তা এলন মাস্ক। তাঁর এই সিদ্ধান্তে চরম আপত্তি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। তাঁর মন্তব্য, 'এটা খুবই অন্যায় হচ্ছে।' » ৭

যাত্রা শুরু রেখার
২৭ বছর আগে সুষমা স্বরাজের ছেড়ে যাওয়া জুতোয় আনুষ্ঠানিকভাবে বৃহস্পতিবার পা গলালেন রেখা গুপ্তা। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন তিনি। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৯°	৩১°	৩১°	৩১°
সর্বনিম্ন	১৫°	১৪°	১৬°	১৬°

নাম না করে ভারতকে হুঁশিয়ারি » ৭

৮ ফাল্গুন ১৪৩১ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 21 February 2025 Friday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 273

সামিয়ানা

সেঞ্চুরিতে দিল জিতলেন গিল

নীল সমুদ্রে ডুবল বাংলাদেশ

বাংলাদেশ-২২৮
ভারত-২৩১/৪ (৪৬.৩ ওভারে)

দুবাই, ২০ ফেব্রুয়ারি : চলুন আরও একবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে দেখাই।

দল প্রস্তুত। সর্বশক্তি নিয়ে এবার ঝাঁপানোর পালা। সমর্থকরাও এগিয়ে আসুন দলের হয়ে গলা ফাটাতে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি অভিযানের নামার আগে এমনই আবেগঘন ডাক স্বয়ং রোহিত শর্মার।

বাংলাদেশ-বধ দিয়ে যে লক্ষ্যে শুভসূচনা। রিংটোন সেট করে দেন মহম্মদ সামি। চাপের মুখে যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে পরিণত, লড়াকু ইনিংসে ভারতকে বৈতরণি পার করে নায়ক শুভমান গিল। ক্রিজ আঁকড়ে পড়ে থাকা শুভমানের সঙ্গে লোকেশ রাহুলের যুগলবন্দির কাছে হার মানল বাংলাদেশ বোলারদের সম্মিলিত প্রয়াস।

২২৯ রানের লক্ষ্যে রোহিত শর্মার (৩৬ বলে ৪১) ঝোড়ো শুরুর পরও মাঝে কিছুটা বেলাইন হয়ে যায় ভারত। বিরাট কোহলি (২২), শ্রেয়স আইয়ার (১৫), অক্ষর প্যাটেলদের (৮) দ্রুত আউটে আশঙ্কার মেঘ ক্রমশ ঘন হচ্ছিল।

অক্ষর যখন আউট হন ভারতের স্কোর ১৪৪/৪। তখনও দরকার ৮৫ রান। স্পিন-পেসের ককটেলে ভারতীয় ইনিংসে কার্যত ব্রেক লাগিয়ে দিয়েছেন তাসকিন আহমেদ-রিশাদ হোসেনরা। কিন্তু টলানো যায়নি শুভমানদের। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে লোকেশের (১০ রানের মাথায়) ক্যাচ ফেলে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেন জাকের আলি।

ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট বলা যেতেই পারে। শেষপর্যন্ত শুভমানের (অপরাজিত ১০১) দুরন্ত ব্যাটিংয়ের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন পঞ্চম উইকেটে লোকেশের (অপরাজিত ৪১) যুগলবন্দিতে আশঙ্কার মেঘ কেটে উজ্জ্বল মেন ইন ব্লু। ৪৭তম ওভারের তৃতীয় বলে তানজিম হাসান সাকিবকে ছক্কা হাঁকিয়ে ম্যাচে ইতি টানেন লোকেশই।

অথচ, শুরুতে একপেশে ম্যাচের স্ক্রিপ্ট তৈরি ছিল। ৮.৩ ওভারে বাংলাদেশ ৩৫/৫। হ্যাটট্রিকের মুখে অক্ষর। কিন্তু জাকেরের (তখন রানের খাতা খোলেননি) সহজ ক্যাচ স্লিপে ফেলে দেন রোহিত। হতাশায় বারবার মাটিতে চাপ্পড় মারলেন। হাতজোড় করে ক্ষমাও চেয়ে নিলেন।

রোহিতের যে ভুলের খেসারত ভালোমতো চোকাতে হয়। ভুলের শুরু মাত্র। পরবর্তী সময়ে এক ঝাঁক সুযোগ হাতছাড়া করে বাংলাদেশকে ম্যাচে ফেরার রাস্তা করে দেয় ভারতীয় ফিল্ডাররা। হার্দিক, লোকেশদের যে ভুল কাজে লাগিয়ে ৩৫/৫ থেকে বাংলাদেশ পৌঁছে যায় ২২৮-এ।

ম্যাচ শুরুর আগে কয়েন যুদ্ধ থেকেই রেকর্ডের শুরু। ২০২৩ বিশ্বকাপ ফাইনাল থেকে টানা ১১টি ওডিআইয়ে টসে হারল ভারত। অবশ্য রোহিতের প্রথমে ফিল্ডিংয়ের ইচ্ছেপূরণ বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুলের সৌজন্যে। প্রথম থেকেই ভারতীয় বোলারদের দাপট। গ্যালারিতে 'বুমরাহ মিস ইউ' ব্যানারের দেখা মিললেও এদিন অভাব বুঝতে দেননি সামি (৫/৫৩)।

প্রথম স্পেলে সৌম্য সরকার (০), মেহেদি হাসান মিরাজকে (৫) ফেরান। হর্ষিতের বলে নাজমুল (০) ক্যাচ প্র্যাকটিস দেন বিরাটকে। এরপর নবম ওভারে বল করতে এসে অক্ষরের জোড়া ধাক্কায় আউট তানজিদ হাসান (২৫) ও মুশফিকুর রহিম (০)।

৩৫/৫ রানে হাঁসফাঁস হাল টাইগারদের। বাকি সময়ে এক ঝাঁক ক্যাচ, এরপর বারোর পাতায়

এবার তবে আসি। পাঁচ উইকেট নিয়ে ফেরার পথে মহম্মদ সামি। দুবাইয়ে।

স্মৃতির পাতায়

ইউনিফর্মে 'বন্ধুত্বের নাম'। মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষে উল্লাস ছাত্রীদের। কোচবিহারে। ছবি : জয়দেব দাস

উত্তরবঙ্গ পদ্মের 'ঘন বন'। তাই এখানকার ভোটব্যাংক বাঁচিয়ে রাখতে ছাব্বিশের আগে যেমন সুড়সুড়ি দেওয়া হচ্ছে পৃথক রাজ্যের আবেগে, তেমনই সামনে আনা হচ্ছে রাজবংশী-কামতাপুরি ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি।

ফের পৃথক রাজ্যের জিগির শিখার

রাজভবন থেকে বেরিয়ে আসছেন বিজেপি বিধায়করা। বৃহস্পতিবার।

অরূপ দত্ত ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভায় বাংলাভাগের সওয়াল। নতুন করে পৃথক উত্তরবঙ্গ রাজ্য গঠনের দাবি উঠল। উত্তরবঙ্গের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় জোর গলায় এই দাবির কারণও ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু এ নিয়ে বিজেপির অন্দরের মতভেদ বেআব্রু হয়ে গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। বিধানসভায় তখন উপস্থিত অন্য বিজেপি বিধায়করা তো বটেই, উত্তরবঙ্গে শিখার দলীয় সতীর্থরা রা কাড়লেন না।

তৃণমূল সঙ্গে সঙ্গে বিধানসভায় ওই সওয়ালের প্রতিবাদ জানালেও বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ সহ উত্তরবঙ্গের অন্য বিধায়করা চুপ করেই বসেছিলেন। রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যও পরে বলে দেন, 'বিধানসভায় কেউ যদি এরকম কথা বলে থাকেন, তবে সেটা তাঁর ব্যক্তিগত মত বলে ধরতে হবে।' শমীকের স্পষ্ট কথা, 'বিজেপি রাজ্যভাগের বিরোধী। এই অবস্থানের কোনও পরিবর্তন হয়নি।'

এর আগেও অনেক সময় উত্তরবঙ্গের বিজেপি সাংসদ ও বিধায়কদের কেউ কেউ উত্তরবঙ্গ রাজ্যের দাবি তুলেছিলেন। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ওই দাবিতে না বলে দিলেও বিভিন্ন সময় রাজ্যের কোনও কোনও নেতাও রাজ্যভাগের পক্ষে সওয়াল করেছেন। মনে করা হচ্ছে, ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের লক্ষ্যে উত্তরবঙ্গ রাজ্যের দাবিটি উসকে দিলেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক।

নিন্দা তৃণমূলের, বিরোধ বিজেপিতেও

গত কয়েকটি নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে বিজেপির সমর্থনে ধীরে ধীরে ধস নামার প্রবণতা স্পষ্ট। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের দাবি উসকানোর চেষ্টা বলে মনে করছেন কেউ কেউ। বুধবার বিধানসভার অধিবেশনের প্রথমার্ধে বাজেট নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে শিখা রাজ্য সরকারের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'আপনাদের ১৪ বছরের শাসনকালে উত্তরবঙ্গ বঞ্চিতই রয়ে গিয়েছে। উত্তরবঙ্গের সার্বিক উন্নয়ন আপনারা করতে পারেননি। আপনারা না পারলে ছেড়ে দিন।'

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক দাবি তোলেন, 'উত্তরবঙ্গের এরপর বারোর পাতায়

ছাব্বিশের লক্ষ্যে রাজবংশী তাস পদ্মের

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : এবার পদ্মবনে 'ভাষার বীজ' পোঁতা হচ্ছে। সরাসরি উত্তরবঙ্গকে পৃথক রাজ্য করার দাবি নয়, তার বদলে কেন অষ্টম তফশিলে রাজবংশী-কামতাপুরি ভাষা অন্তর্ভুক্ত হবে না, সেই প্রশ্ন তুলে দিল বিজেপি। পৃথক রাজ্যের দাবি নিয়ে বিজেপির মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও ভাষার দাবি নিয়ে কিন্তু কোনও দ্বিমত নেই। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে পাঠানো চিঠিতে উত্তরবঙ্গের সমস্ত বিধায়কের স্বাক্ষরে তা স্পষ্ট। দাবিকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে দাবিপত্রে সই করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার রাজভবনে থাকাকালীন তিনি বিষয়টি আলাদাভাবে তুলে ধরেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের কাছে। '২৬-

ভাষার স্বীকৃতি চেয়ে শা-কে চিঠি

এর ভোটের নকশা তৈরিতে যে বিজেপি উত্তরবঙ্গে রাজবংশী-কামতাপুরি ভাষাকে সামনে নিয়ে আসতে চাইছে, তা পরিষ্কার।

নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিজেপি অঙ্ক কষে পা ফেলে। ভোট এলেই পৃথক রাজ্যের দাবিকে সামনে নিয়ে আসা হয়। এবার ধর্মীয় মেরুকরণে বেশি নজর দিচ্ছে বিজেপি। কিন্তু উত্তরবঙ্গে ধর্মীয় তাস ফেলে বাজিমাত করা অসম্ভব। পৃথক রাজ্যের দাবিতেও নতুন করে চিঁড়ে ভিজবে না, তা বুঝতে পারছে গেরুয়া শিবির। যে কারণে, রাজবংশী-কামতাপুরি ভাষার স্বীকৃতি বা অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করার দীর্ঘদিনের দাবিকে সামনে নিয়ে আসার কৌশল।

পৃথক রাজ্যের দাবির সপক্ষে থাকা মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মনও এই ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। মূলত তাঁর প্রস্তাবে সহমত হয়ে এরপর বারোর পাতায়

বই ছিঁড়ে পরীক্ষা শেষের উল্লাস

গৌরহরি দাস ও প্রসেনজিৎ সাহা

কোচবিহার ও দিনহাটা, ২০ ফেব্রুয়ারি : ঠিক যেন যুদ্ধজয়। বৃহস্পতিবার মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষদিনে রাস্তায় রাস্তায় উড়ল পড়ার বইয়ের পাতার ছেঁড়া টুকরো, নকলের কুচি। নকলের স্তূপে দিনহাটার এক জায়গায় রাস্তার একাংশ কার্যত ভরে ওঠে। আবার কোথাও পরীক্ষা শেষের উল্লাসে পরীক্ষার্থীদের ডিজে বাজিয়ে ফিরতে দেখা গিয়েছে। পরীক্ষার্থীদের কোথাও কোথাও আবার আনন্দে জামা খুলেও ঘোরাতে দেখা যায়। স্মৃতি ধরে রাখতে পরীক্ষা শেষে পরীক্ষার্থীরা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে জামায় নিজেদের নাম লিখে দেয়।

এদিন পরীক্ষা শেষ হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই পরীক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস বাঁধনছাড়া ছিল। তবে দিনহাটা শহরের স্কুলগুলিতে উল্লাসের ছবিটা যেন একটু অন্যরকমই ছিল। পরীক্ষা শেষ হতেই টোটো চড়ে যাওয়া পড়ুয়াদের একাংশ তাদের পড়ার বইয়ের পাতা ও সঙ্গে নিয়ে যাওয়া নকল টুকরো টুকরো করে বাতাসে উড়িয়ে দেয়। টোটোয় সাউন্ড সিস্টেম বাজিয়ে উদযাপন তো ছিলই, অনেকে গায়ের জামা খুলেও আনন্দ উদযাপনে মাতে। তবে শিক্ষক-শিক্ষিকদের পাশাপাশি সচেতন নাগরিকদের একাংশ পড়ুয়াদের এভাবে আনন্দ উদযাপনকে খোলা মনে মেনে নিতে পারেননি। শিক্ষক অনির্বাণ নাগের কথায়, 'রংপুর রোডজুড়ে ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা কাগজের টুকরো দেখে অন্য ধরনের চিন্তা হচ্ছে।'

কোচবিহারের মহারানি ইন্দিরা দেবী বালিকা বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে আসা নিউটাউন গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রীদের এদিন একে অপরের জামায় নিজেদের নাম লিখতে দেখা গিয়েছে। নিউটাউন গার্লসের ছাত্রী পৃথা রায় ও সুরশ্রী সরকার বলল, 'আজ পরীক্ষা শেষ হল। এরপর আমরা কোথায় ভর্তি হব, কবে আবার কার সঙ্গে দেখা হবে কে জানে। একারণেই এদিন সবাই সবার জামায় এভাবে নাম লিখে দিলাম। গোটা জীবন ধরে এই জামা আলমারিতে তুলে রাখব।' ২২ ফেব্রুয়ারি মাধ্যমিকের ঐচ্ছিক বিষয়ের পরীক্ষা হবে।

এদিন পরীক্ষা চলাকালীন দিনহাটায় অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এরপর বারোর পাতায়

উদ্বিগ্ন শিক্ষকরা

- বৃহস্পতিবার মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হল, পরীক্ষার্থীরা উল্লাসে মাতল
- রাস্তায় রাস্তায় উড়ল পড়ার বইয়ের পাতার ছেঁড়া টুকরো, নকলের কুচি
- এভাবে আনন্দ উদযাপনের ঘটনায় শিক্ষকদের অনেকে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন
- পরীক্ষার্থীদের অনেকে এদিন অসুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে পরীক্ষা দেয়

মন্ত্রীর আশ্বাসের পরও অব্যাহত আন্দোলন

এমজেএন মেডিকেল কলেজে আন্দোলন পড়ুয়াদের।

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২০ ফেব্রুয়ারি : স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী শশী পাঁজা ও রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্য অভিজিৎ দে ভৌমিকের আশ্বাসেও চিঁড়ে ভিজল না। অধ্যক্ষের পদত্যাগের দাবিতে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ডাক্তারি পড়ুয়াদের একাংশের অবস্থান আন্দোলন চলছেই। মঙ্গলবার সকাল থেকে তাঁরা একটানা আন্দোলনে শামিল হন। অভিজিৎ বৃহস্পতিবার দুপুরে চার ঘণ্টা ধরে আন্দোলনকারী ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেন। মোবাইল ফোন মারফত মন্ত্রী শশী পাঁজার সঙ্গেও আন্দোলনকারীদের কথা বলিয়ে দেওয়া হয়। পড়ুয়াদের সমস্যা মেটানোর আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।

শেষপর্যন্ত সন্ধ্যায় অভিজিৎ ও অধ্যক্ষ নির্মলকুমার মণ্ডল মেডিকেল চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে যান। পড়ুয়াদের আন্দোলনের ঘটনায় ফের পেছন থেকে উসকানির বিষয়টি উঠে এসেছে। কার মদতে এই আন্দোলন চলছে তা নিয়ে কেউ মুখ খোলেননি। সূত্রের খবর, হাসপাতালেরই এক প্রাক্তন আধিকারিকের দিকে কেউ কেউ অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। অভিজিৎ বলেন, 'সমস্যা তো আর একবারে মেটে না। ধীরে ধীরে মেডিকেলের এই সমস্যা মিটে যাবে। তবে কোনওভাবেই মেডিকেল কলেজকে কালিমালিপ্ত হতে দেব না। কেউ যদি উসকানি দিয়ে থাকে তা খোঁজ নিয়ে দেখব।' এরপর বারোর পাতায়

অনড় পড়ুয়ারা

- চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি, দুজন ডাক্তারি পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনায় সঠিক তদন্ত সহ বেশ কিছু দাবি
- বারবার অধ্যক্ষকে বলা হলেও তিনি কোনও ব্যবস্থা নেননি বলে অভিযোগ
- মঙ্গলবার সকাল থেকে বেশকিছু প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে পড়ুয়ারা আন্দোলন শুরু করেন

উত্তরের খোঁজে

দুই নেতার মুখে ধর্ম, বিচারপতির মুখে জনতা

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

দৃশ্যটা বাস্তব। তবে কল্পনা করলে মজাই লাগবে। মাথায় তাঁর গেরুয়া রঙের পাগড়ি। একটু অবাঙালি ঘেঁষা উচ্চারণ। মনে হতে পারে, উত্তর ভারতের কোনও নেতা। তাই স্তোত্রপাঠ শুরুর সময় মুখ খুললে চেনা শব্দগুলো চিংড়ির মতো তিড়িংবিড়িং লাফাতে থাকে।

সব সময় উত্তেজনা তাঁর গলায়। সাধারণ কথাও চিৎকার করে না বললে মান যায়। যেমন বুধবার বলে উঠলেন, 'আমরা গর্বিত। কারণ আমরা সনাতনী। আমরা হিন্দু। উনি তোষণের নামে হিন্দুসমাজকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাচ্ছেন।'

ও স্যর, বাঙালির সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খায়, এমন কোনও টুপি বিধায়কদের জন্য পাওয়া যায়নি?

দ্বিতীয় জন অবশ্য এমন উত্তেজক কথার পাশাপাশি রসিকতাও করেন। অনেক বেশি আন্তরিকতা তাঁর অভিব্যক্তিতে। অথচ বুধবার বিধানসভায় তিনি এ কী বললেন? এ যে স্পষ্ট ফাঁদে পা দেওয়া 'জেনে রাখুন, আমিও কিন্তু ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে। আমার বাবা স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন।'

কী দিনকাল পড়ল বাংলায়, এখন বহু পার্টির নেতাদের স্তোত্র পাঠ করে বোঝাতে হচ্ছে, আমি কত বড় ধার্মিক! বলতে হচ্ছে, আমি ব্রাহ্মণকন্যা।

ওপার বাংলার মতো এপারেও সনাতনী শব্দটা বেশি চলছে এখন। ব্যাপকহারে কে এটা শুরু করেছেন বলুন তো? মনুস্মৃতি ও ভাগবত পুরাণে সনাতন ধর্ম শব্দগুচ্ছ মেলে। এরপর বারোর পাতায়

বাংলা ভাষাচর্চায় গুরুত্বহীন কোচবিহার

আমরি মাতৃভাষা

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২০ ফেব্রুয়ারি : যে কোচবিহার বাংলা গদ্য ভাষাকে পথ দেখিয়েছিল বর্তমানে সেই কোচবিহারেই এখন বাংলা ভাষাচর্চায় পেছনের সারিতে। সময়টা ১৫৫৫ সাল। অহোমরাজ স্বর্গনারায়ণকে একটি চিঠি লিখেছিলেন কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ। সেই চিঠিকে বাংলা গদ্যের আদি নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে সাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদার, কবি অরুণেশ ঘোষদের হাত ধরে কোচবিহারের সাহিত্যচর্চা এগিয়ে গেলেও বর্তমানে এখানকার বাংলা ভাষাচর্চার জন্য রাজধানী কলকাতার মুখাপেক্ষী হয়েই থাকতে হয় বলে মনে করেন গবেষকরা। যেখানে বাংলা ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে কোচবিহারের গুরুত্ব অনেক, সেখানে সাহিত্যচর্চার অন্যতম পীঠস্থান উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, সাহিত্যসভার পরিকাঠামো ভালো নয়। একদিকে যেমন সরকারি উদাসীনতা আরেকদিকে লেখালিখি ও সাহিত্যচর্চার সুযোগেরও অভাব রয়েছে। এমনটাই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

বাংলা ভাষা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই গবেষণা করছেন দেবায়ণ চৌধুরী। একসময় কোচবিহারেই যে বাংলা গদ্যের একটি নিদর্শন তৈরি হয়েছিল তাও গর্বের সঙ্গে জানিয়েছেন তিনি। তবে তাঁর আক্ষেপ, পৃষ্ঠপোষকতার অভাব থাকায় বর্তমানে সাহিত্যচর্চা বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দেবায়ণবাবু বলেছেন, 'রাজ্য থেকে জেলা হিসেবে অন্তর্ভুক্তির পর কোচবিহারের কলকাতামুখী হওয়া স্বাভাবিক এবং অনিবার্যও বটে। কিন্তু কলকাতাকে অনুকরণ করে নিজস্বতাকে বিসর্জন দেওয়া উচিত নয়। অমিয়ভূষণ যেমন রাজনগরের কথাকার, একইসঙ্গে সারা পৃথিবীরও। একটি স্থানকে লেখায় এমনভাবে তুলে আনতে হবে, যা সেই অঞ্চলের বৈশিষ্টকে তুলে ধরেও দেশ-কালের সীমানা পেরিয়ে যাবে।' তাঁর আরও সংযোজন, 'সঠিক পৃষ্ঠপোষকতা থাকলে কোচবিহারে যে সাহিত্যচর্চা বাড়বে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেইসঙ্গে সাহিত্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত সামগ্রিক বিষয়ের পরিকাঠামো বৃদ্ধির সরকারি উদ্যোগ নেওয়াও জরুরি।'

বর্তমানে বাংলা ভাষা সংকটে রয়েছে নাকি আরও বেশি উদার, তা নিয়ে বিতর্ক চলতেই পারে। তবে বাংলা ভাষাকে ভালোবেসে রোগীর প্রেসক্রিপশনও বাংলায় লেখেন কোচবিহারের এক চিকিৎসক অভিজিৎ রায়। তিনিও লেখালিখির সঙ্গে যুক্ত। বেশকিছু কবিতার বই রয়েছে এই চিকিৎসকের। তিনি বলছেন, 'সাহিত্যচর্চার জন্য নতুন প্রতিভা উঠে আসা ভীষণ জরুরি। কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের সাহিত্যচর্চা তুলনামূলকভাবে কোণঠাসা অবস্থায় রয়েছে বলেই মনে হয়। সেজন্য আঞ্চলিকভাবে যত বেশি ম্যাগাজিন, ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশিত হবে ততই লেখকরা তাঁদের প্রতিভা তুলে ধরার সুযোগ পাবেন। সেই সুযোগটিই বেশি প্রয়োজন।'

তবে প্রতিবন্ধকতা যাই থাকুক না কেন কোচবিহারে সাহিত্যচর্চা বেড়েছে বলেই মনে করেন শিক্ষাবিদ ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার। তাঁর কথায়, 'ইতিহাস ঘাঁটলেই দেখা যাবে কোচবিহার সাহিত্যের দিক থেকে বরাবরই এগিয়ে। এখন যে সাহিত্যচর্চা হচ্ছে না তা নয়। এরপর বারোর পাতায়

বাড়ছে মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাতের আশঙ্কা

পর্যটক নিয়ে দেদার নাইট সাফারি

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : নিয়মকে তোয়াক্কা না করে জঙ্গলের পথে পর্যটক নিয়ে দেদারে চলছে নাইট সাফারি। অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে একশ্রেণির গাড়িচালক লাটাগুড়ি ও গরুমারার জঙ্গলের মাঝে, জাতীয় সড়ক ও চাপড়ামারির জঙ্গলের মাঝের সড়কে পর্যটকদের নিয়ে রাতের অন্ধকারে সাফারি করাচ্ছেন। এতেই বাড়ছে মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাতের আশঙ্কা। পাশাপাশি বন্যপ্রাণীদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাতেও এর প্রভাব পড়ছে।

বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন পরিবেশপ্রেমীরা। তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন বন দপ্তরের আধিকারিকরা।

পরিবেশপ্রেমী সংগঠন গ্রিন লেভেল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক অনির্বাণ মজুমদারের কথায়, 'দীর্ঘদিন ধরেই জঙ্গলের পথে এই সাফারি চলছে। এর ফলে বন্যপ্রাণীদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত ঘটছে।'

বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন মূর্তি জিপসি ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালক মজিদুল আলমও। তিনি জানালেন, একশ্রেণির গাড়িচালকদের বদান্যতায় দিনের পর দিন এই কাজ চলছে। এমনকি এর জন্য পর্যটকদের কাছ থেকে ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত নেওয়া হচ্ছে। শুধু গাড়ির চালকরাই নয়, এর সঙ্গে কয়েকজন রিসর্ট ব্যবসায়ী ও ট্যুর অপারেটররাও জড়িত বলে সূত্রের খবর।

রাতের অন্ধকারে বন্যপ্রাণীদের ওপর এভাবেই আলো ফেলা হচ্ছে।

লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেবের বক্তব্য, 'রাতের বেলায় গাড়ি নিয়ে পর্যটকদের ঘোরানোর ফলে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। অবিলম্বে এই ধরনের কাজ বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।' বন দপ্তরের জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি বলেন, 'এই ধরনের ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না। কেউ এই ধরনের ঘটনায় জড়িত থাকলে তাঁদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

> এই ধরনের ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না। কেউ এই ধরনের ঘটনায় জড়িত থাকলে তাঁদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
>
> **বিকাশ ভি,** *ডিএফও*
> *জলপাইগুড়ি বন বিভাগ*

রাতের অন্ধকারে জঙ্গলের মাঝে থাকা বিভিন্ন রাস্তার পাশে বেশিরভাগ সময় হাতি, বাইসন, হরিণ সহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণীদের দেখা মেলে। তাছাড়া রাতে জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে ঘোরার আলাদা রোমাঞ্চ রয়েছে এক শ্রেণির পর্যটকদের কাছে।

সেটাকেই সুযোগ করে ডুয়ার্সের লাটাগুড়ি ও গরুমারার জঙ্গলের মাঝে লাটাগুড়ি-চালসা জাতীয় সড়ক ছাড়াও চাপড়ামারির জঙ্গলের মাঝ বরাবর থাকা শিবচু যাওয়ার রাস্তায় পর্যটকদের নিয়ে ছুটছেন একদল গাড়িচালক। এমনকি বন্যপ্রাণীদের দেখতে পাওয়ার জন্য অনেক ক্ষেত্রে এই সমস্ত গাড়ির চালকরা লাইট অফ করে জঙ্গলের মাঝে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকছেন। রাস্তার পাশে বন্যপ্রাণী দেখলেই তাদের দিকে টর্চলাইট মারা হচ্ছে। আর এতেই বিপদের আশঙ্কা দেখছেন পশুপ্রেমীরা।

বিক্রয়

ফার্স্ট ফ্লোর, 2 BHK ফ্ল্যাট কিনতে ইচ্ছুক ব্যক্তি সরাসরি যোগাযোগ করুন 8486492373 এই নম্বরে, দালালের প্রয়োজন নেই। ঠিকানা : শিবমন্দির, মেডিকেল মোড়, শিলিগুড়ি। (C/115073)

•

Flat for Sale. A 3BHK Flat (1350 Sq.Ft.) with Parking Space Opposite of Auxilium School, Siliguri is on Sale. Price Negotiable. Contact : 7384380714, 9434153500.

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে সাংসারিক কাজে 40 উর্ধ্বে মহিলা প্রয়োজন (9 A.M. - 1 P.M.)। বেতন - ৫০০০/-। (M) 8967966908. (C/114873)

জ্যোতিষ

সব তান্ত্রিক বারবার, সুলেমানি তান্ত্রিক কেবলই একবার। 'সেখ নঈম'- প্রেম, বিদ্যা, শিক্ষা, ব্যবসা, বাস্তু, বশীকরণে স্থায়ী সমাধান। শিলিগুড়ি- 23/2, 24/2. M : 9007753711. (K)

অ্যাফিডেভিট

আমি Jahara Beowa, গ্রাম- লছমনডাবরি, পোস্ট- ময়রাডাঙ্গা, P.S.- Falakata, Dist- Alipurduar, Bank-এর কাগজে ভুল থাকায় 20.02.2025 আলিপুরদুয়ার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে Jahara Beowa এবং Jahara Bibi একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (B/S)

•

আমার L.R. খতিয়ান নং- 2932, J.L. নং 016, মৌজা- গোপালপুর, আমার এবং স্বামীর নাম ভুল থাকায় গত 20-3-24, সদর, কোচবিহার J.M. 1st Court-এ অ্যাফিডেভিট বলে আমি Jharna Barman, W/o. Shiben Barman এবং Minati Barman, W/o Shiben এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। বার কোদালী, কোতোয়ালি, কোচবিহার, W.B. (C/114625)

সভা/সমিতি

আগামী 28/02/25 (শুক্রবার) সকাল 10টায় স্থানীয় 'দেশবন্ধুপাড়া আর্য্য সমিতি'-র (বুট পার্ক) হল ঘরে আমাদের প্রিয় সংগঠনের ত্রি-বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় সকল সদস্য/সদস্যাকে উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। আপনাদের মুল্যবান উপস্থিতি একান্তই কাম্য। ধন্যবাদান্তে, বিনীত- সাধারণ যুগ্ম সম্পাদক, Siliguri Municipal Corporation Contractor Welfare Association. (C/114871)

জাতীয় উপদেষ্টা কৃষ্ণপ্রিয়

শিলিগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গের মুকুটে নয়া পালক। কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতিরাজমন্ত্রক এখানকার ভূমিপুত্র কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্যকে একটি প্রোগ্রাম উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য মনোনীত করেছে। জাতীয় স্তরের ওই বোর্ডটি ভারতের পঞ্চম তফশিলভুক্ত ১০টি রাজ্যের প্রশাসনকে জনজাতির বৈশিষ্ট্যে ভরিয়ে তুলতে কাজ করবে। মধ্যপ্রদেশের অমরকন্টকে ইন্দিরা গান্ধি জাতীয় জনজাতি বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্যগঠিত জনজাতি বিষয়ক সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের মাধ্যমে এই বোর্ড কাজ করবে।

১০ সদস্যের ওই উপদেষ্টা বোর্ডে বাকি ৯ জনই কোনও না কোনও

সরকারি দপ্তর কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পদাধিকারী। একমাত্র কৃষ্ণপ্রিয় কোনও সরকারি দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত নন। তিনি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন লোকভাষা, সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের গবেষণায় এককভাবে প্রায় চার দশক যুক্ত। কৃষ্ণপ্রিয়র গবেষণামূলক বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তরাই-ডুয়ার্সের লোকায়ত শব্দকোষ, সাইলেন্ট ডিপার্চার, ট্রাইবাল বেঙ্গল, দি টোটোস ইত্যাদি। উপদেষ্টা বোর্ডটি কাজ করবে অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, হিমাচলপ্রদেশ, রাজস্থান ও তেলেঙ্গানায়। কৃষ্ণপ্রিয় জানিয়েছেন, খুব তাড়াতাড়ি এই বোর্ড কাজ শুরু করবে। দিল্লি সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই বোর্ড বছরে ৪-৬ বার বৈঠক করবে এবং জনজাতি বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যুতে ভারত সরকারকে পরামর্শ দেবে।

সোচ্চার দুর্গা

ফাঁসিদেওয়া, ২০ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভায় রাজ্য বাজেট নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু। বুধবার তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে চা শ্রমিকদের সমস্যা, অভাব ও অভিযোগের কথা তুলে ধরেন। তাঁর অভিযোগ, চা বাগানের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি দেওয়া হচ্ছে না। এই চাষ করতে গিয়ে নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হন শ্রমিকরা। অথচ চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত ওঁরা।

একইসঙ্গে দুর্গার দাবি, শিলিগুড়ি গ্রামীণ এলাকায় চা বাগানের জমি প্লটিংয়ের পর বিক্রি করে দেওয়া হয়। অথচ চা শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকার মাত্র ৫ ডেসিমাল করে জমির পাট্টা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL OFFICER, SILIGURI

Advt. No. 95/ASHA/2025/SDO/SLG. *Date : 20-02-2025*

NOTICE

[For temporary engagement as Accredited Social Health Activist (ASHA) in the blocks of Siliguri Sub-Divison (SMP area)]

Required eligible Candidate for 11 no of posts of ASHA under Siliguri Sub-Division (SMP area) Detail information about No. of vacancy, Application forms, Eligibility criteria, Mode of application, documents to be attached etc. have been published in the District Website of Darjeeling (www.darjeeling.gov.in), Office notice boards of District Magistrate/SDO Office/BDO Office/CMOH Office/BMOH Office/GP Office/Health Sub-Centre.
Please contact : SDO Office, Siliguri / respective BDO Office and respective BMOH Office for any clarification.

Last date of Application : 13.03.2025
Place : Respective BDO Office
Time : Upto 5.00 pm

Sd/-
Sub-Divisional Officer
Siliguri

WEST BENGAL STATE RURAL DEVELOPMENT AGENCY
Cooch Behar-II Division
Cooch Behar

The Executive Engineer (PIU-Head), WBSRDA Cooch Behar-II Division, invites E-tenders through E-Tendering Vide e-NIT No: 13/COB-II/WBSRDA/MISC/2024-25, Details may be seen in **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer
HPIU, WBSRDA, Cooch Behar-II Division
Cooch Behar

নিউ বানেশ্বর-গোসাইগাঁও হাট-লুপ লাইনের ৬.১৪৫ টিকেএমের আইএসডি

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১২১/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১৮-০২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার সংখ্যা.** ৫২-এপি-I-২০২৪। **কাজের নামঃ** নিউ বানেশ্বর-গোসাইগাঁও হাট-লুপ লাইনের ৬.১৪৫ টিকেএমের আইএসডি। **টেন্ডার রাশিঃ** ১,৬৮,৯৩,০৫৮.১৯/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৩৪,৫০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১১-০৩-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১১-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সংলগ্ন ভবনে ২ টি যাত্রী এলিভেটরের রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিওয়াই.সিইই/সিওএন/আরই-II/এমএলজি/০৩/২০২৫ তারিখঃ ১৪-০২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের হেতু অভিজ্ঞ এবং খ্যাতিপ্রাপ্ত ঠিকাদার (গণ)/ফার্ম (সমূহ) থেকে ই-টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আমন্ত্রণ করা হয়েছে: **টেন্ডার নং.** ইএল-সি-ডিওয়াই-সিইই-I-এমএলজি-৮-২৪-২৫। **কাজের নামঃ** জিএম/সিওএন/এনএফআর পরিসরের সংলগ্ন ভবনে (তিন) (৩) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে ২ টি যাত্রী এলিভেটরের রক্ষণাবেক্ষণ (আনুমানিক ১০৯৫ দিন)। **টেন্ডার রাশিঃ** ১৩,৩০,৬৮৯.৫৪/-টাকা। **ডাক সুরক্ষা রাশিঃ** ২৬,৬০০/- টাকা। **টেন্ডার জমা করার তারিখ এবং সময়ঃ** ১২-০৩-২০২৫ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১২-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্রপত্র সহিত সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিইই/সিওএন/এইচকিউ/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সিঅ্যান্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপে ২৫টি এলএইচবি এসি কোচের মিড-লাইফ রিহ্যাবিলিটেশন

টেন্ডার নং. ঃ এম-২৪৯-আরএসপি-২০২৪-২৫-ডিআরজি-০৫৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নামঃ** সিঅ্যান্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপ, এন. এফ. রেলওয়ে, নিউ বঙ্গাইগাওয়ে ২৫টি এলএইচবি এসি কোচের মিড-লাইফ রিহ্যাবিলিটেশন। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ১৮,৫৭,৫৪,৮২১.৬৫ টাকা, **বায়নার ধনঃ** ১০,৭৮,৮০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১০-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিডব্লিউএম/এনবিকিউএস
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আজ টিভিতে

সাহিত্যের সেরা সময় পর্বে **প্রথম কদম ফুল** সন্ধে ৭.৩০ **আকাশ আট**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ সংসার সংগ্রাম, ১০.০০ শত্রু, দুপুর ১.০০ শত্রুর মোকাবিলা, বিকেল ৪.০০ লভ ম্যারেজ, সন্ধে ৭.৩০ জোশ, রাত ১০.৩০ বাজি-দ্য চ্যালেঞ্জ, ১.০০ রয়েল বেঙ্গল রহস্য
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ জীবন যুদ্ধ, দুপুর ২.০০ মহাজন, বিকেল ৫.০০ দান প্রতিদান, রাত ১০.০০ পুতুলের প্রতিশোধ, রাত ১২.৩০ সেভিংস অ্যাকাউন্ট
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ রূপসী
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ শুভ দৃষ্টি, রাত ৯.০০ গল্প হলেও সত্যি
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জ্যোতি
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.১৮ আই, দুপুর ২.২৩ সূর্যা-এস থ্রি, বিকেল ৫.০৬ মক্ষী, সন্ধে ৭.৩০ রাধে, রাত ৯.৩০ মার্ডার মুবারক
জি সিনেমা : বিকেল ৩.১০ মঙ্গলাভরম, বিকেল ৫.৫৫ যুবরত্ন, রাত ১১.৩৪ তিস মার খান
সোনি ম্যাক্স : বেলা ১১.৩০ ডর @ দ্য মল, দুপুর ২.৩০ নো পার্কিং, বিকেল ৫.০০ চার্মস বন্ড, সন্ধে ৭.১৫ লুসিফার, রাত ৯.৪৫ বাদশা রাসকাল
মুভিজ নাউ : দুপুর ১.৫৮ এলিয়েন ভার্সেস প্রিডেটর, বিকেল ৩.৩১ দ্য ট্রান্সপোর্টার, ৫.০২ ক্রিড-টু, সন্ধে ৭.০৯ হিটম্যান : এজেন্ট ৪৭, রাত ৮.৪৫ নো টাইম টু ডাই

গল্প হলেও সত্যি রাত ৯.০০ **কালার্স বাংলা**

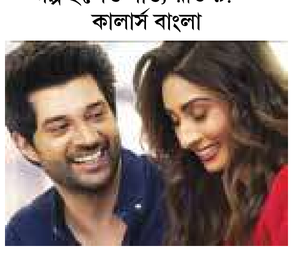

দোনো সন্ধে ৬.২২ **অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি**

মার্লে অ্যান্ড মি দুপুর ২.০৫ **রমেডি নাউ**

রমেডি নাউ : দুপুর ১২.২০ ফর্দিনান্দ, ২.০৫ মার্লে অ্যান্ড মি, বিকেল ৪.০০ হোয়াটস ইয়োর নম্বর?, সন্ধে ৭.১৫ গেস হু, রাত ১০.২৫ কারপুল, ১১.৫৫ দ্য ওয়ে ওয়ে ব্যাক

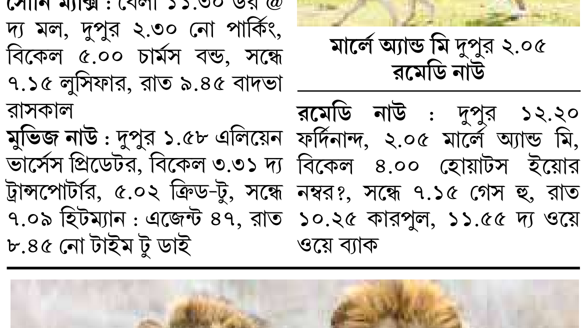

বিগ ক্যাট কান্ট্রি রাত ৮.০০ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি**

শিলিগুড়ি ইসকন মন্দিরে শুরু হল কীর্তনমেলা। বৃহস্পতিবার। -সূত্রধর

কীর্তন মেলাবে রাশিয়া, ইউক্রেনকে

শিলিগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : তিন বছর ধরে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে চলা যুদ্ধের কথা কারও অজানা নয়। যুদ্ধের ময়দানে দু'দেশেরই বহু মানুষ মারা গেলেও কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমিও ছেড়ে দেননি। এই পরিস্থিতিতে প্রায় পাঁচ হাজার কিলোমিটার দূরে শিলিগুড়িতে একসঙ্গে গান গাইতে চলেছেন দু'দেশের কীর্তনিয়ারা।

বৃহস্পতিবার থেকে শিলিগুড়ি ইসকন মন্দিরে শুরু হয়েছে এবছরের কীর্তনমেলা। চলবে ২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা কীর্তনিয়ারা এই কীর্তন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। বৃহস্পতিবার প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে কীর্তন করেন মায়াপুর ও বৃন্দাবনের কীর্তনিয়ারা। শুক্রবার রাশিয়া ও ইউক্রেন এই দুই দেশের কীর্তনিয়ারা একইসঙ্গে সুর মেলাতে চলেছেন।

রাশিয়া থেকে এসেছেন রাধারমণ দাস, ইউক্রেন থেকে এসেছেন দয়াল গৌরাঙ্গ দাস। ইসকনের জনসংযোগ অধিকর্তা নামকৃষ্ণ দাস বলেন, 'যুদ্ধ ভুলে একই মঞ্চে কীর্তন গাইবে ওঁরা।' নামকৃষ্ণ জানালেন, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, মায়াপুর, বৃন্দাবন থেকে প্রায় ৪০ জন কীর্তনিয়া এসেছেন। ২৩ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এই কীর্তন চলবে।

কীর্তন মেলা উপলক্ষ্যে কয়েকদিন ধরেই মন্দির চত্বরকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। চম্পাসারি থেকে আসা ভারতী প্রধান বললেন, 'আগের বছরও এসেছিলাম, মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তাই এবছরও আর না এসে পারলাম না।' আশিঘরের বাসিন্দা রত্না বণিকের কথায়, 'মন শান্ত হয়ে গেল। প্রতিবছরই যেন এই মেলা হয়।'

TENDER NOTICE

Notice inviting Tender by the undersigned vide NIT No - 10,11,12 & 13 Memo no - 81, 82, 83 & 84/EGP/25, Date - 20/02/25 of Enayetpur Gram Panchayat. For details Visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Enayetpur Gram Panchayat
Manikchak Dev. Block, Malda

পূর্ব রেলওয়ে

২০২৫ সালের মার্চ মাসের পূর্ব রেলওয়ের ই-অকশন কর্মসূচী

নং ঃ এস.৪/এস/ডিএপি/২০২৪-২৫, তারিখ ১৯.০২.২০২৫। চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/অ্যাডমিন, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১, ২০২৫ সালের মার্চ মাসের জন্য নিম্নলিখিত ই-অকশন কর্মসূচী আহ্বান করছেন ঃ

ক্রঃ	ডিপো/ডিভিশন	অধিক্ষেত্র	তারিখ			
১.	বেলুড় ডিপো	বেলুড় ডিপো, হাওড়া এবং আসানসোল ডিভিশন	০৫.০৩.২০২৫	১১.০৩.২০২৫	১৯.০৩.২০২৫	২৬.০৩.২০২৫
২.	হালিসহর ডিপো	হালিসহর ডিপো এবং শিয়ালদহ ডিভিশন	০৪.০৩.২০২৫	১০.০৩.২০২৫	১৮.০৩.২০২৫	২৫.০৩.২০২৫
৩.	জামালপুর ডিপো	জামালপুর ডিপো এবং মালদা ডিভিশন	০৬.০৩.২০২৫	১২.০৩.২০২৫	২০.০৩.২০২৫	২৭.০৩.২০২৫
৪.	হাওড়া ডিভিশন	হাওড়া ডিভিশন	১২.০৩.২০২৫	১৯.০৩.২০২৫	২৪.০৩.২০২৫	২৭.০৩.২০২৫
৫.	আসানসোল ডিভিশন	আসানসোল ডিভিশন	০৬.০৩.২০২৫	১১.০৩.২০২৫	১৮.০৩.২০২৫	২৫.০৩.২০২৫
৬.	শিয়ালদহ ডিভিশন	শিয়ালদহ ডিভিশন	০৪.০৩.২০২৫	১০.০৩.২০২৫	১৭.০৩.২০২৫	২৬.০৩.২০২৫
৭.	মালদা ডিভিশন	মালদা ডিভিশন	০৫.০৩.২০২৫	১২.০৩.২০২৫	১৯.০৩.২০২৫	২৬.০৩.২০২৫

(STORES-79/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৭২৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮২৯০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭৯৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
BISWADEEP
CHHAAVA
Time : 1.15, 7.15 (2 shows)
SANAM TERI KASAM
Time : 4.15 (one show)

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881

রাষ্ট্রীয় পরীক্ষা এজেন্সী
National Testing Agency
Excellane in Assessment

(উচ্চতর শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ভারত সরকারের অধীনে এক স্বায়ত্ত সংস্থা)
(An Autonomous Organization under the Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India)

IIM BODH GAYA — IIM JAMMU

অনলাইন দরখাস্ত ফর্ম জয়েন্ট ইন্টিগ্রেটেড -এতে ম্যানেজমেন্ট অ্যাডমিশন টেস্ট ২০২৫

দ্য ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) নিম্নোক্ত বিবরণ অনুযায়ী শিক্ষাবর্ষ ২০২৫-২৬'এর জন্য আইআইএম বোধ গয়া এবং আইআইএম জম্মুতে ৫ বছরের ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্টে ভর্তির জন্য জেআইপিএমএটি ২০২৫ পরিচালনা করবে।

অনলাইন দরখাস্ত ফর্ম দাখিল	১১ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ থেকে ১০ই মার্চ, ২০২৫ (রাত্রি ১১:৫০ টা পর্যন্ত)
অনলাইন দরখাস্ত শুল্ক দাখিল	১১ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ থেকে ১১ই মার্চ, ২০২৫ (রাত্রি ১১:৫০ টা পর্যন্ত)
বিবরণে সংশোধন	১৩ই মার্চ, ২০২৫ থেকে ১৫ই মার্চ, ২০২৫
পরীক্ষার তারিখ	২৬শে এপ্রিল, ২০২৫ (শনিবার)
পরীক্ষার সময়	দুপুর ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৫.৩০টা পর্যন্ত
পরীক্ষার পদ্ধতি	কম্পিউটার ভিত্তিক টেস্ট (সিবিটি)
পত্র বিন্যাস	মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন

পরীক্ষার সিলেবাস পরিকল্পনা/মেয়াদ/মাধ্যম/পরীক্ষার পাঠ্যসূচি/যোগ্যতার মান, সাময়িক প্রয়োজনে সংস্থার মধ্যে গৃহীত লোকের সংস্থা, আসন সংরক্ষণ, পরীক্ষার শহর, প্রয়োজনীয় তারিখ সমূহ ইত্যাদি ইনফরমেশন বুলেটিনে উল্লেখিত আছে যা https://exams.nta.ac.in/JIPMAT/ এতে দেওয়া আছে। পরীক্ষার শুল্ক অনলাইনে দিতে হবে SBI ও HDFC ব্যাংক Payment Gateway Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI 'এর মাধ্যমে। আবেদনকারীদের সংশ্লিষ্ট IIM সমূহের যোগ্যতার মান পরীক্ষা করে নিতে হবে। প্রার্থীদেরকে এনটিএ ওয়েবসাইট https://exams.nta.ac.in/JIPMAT/ এর সংস্পর্শে থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রার্থীরা jipmat@nta.ac.in 'এতে লিখতে পারবেন বা NTA 'এতে 011-40759000 'এ ফোন করতে পারবেন।

স্বা/-
ডিরেক্টর (পরীক্ষাসমূহ)

CBC 21354/12/0007/2425

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাড়িতে সামান্য কারণে অশান্তি হতে পারে। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। **বৃষ :** সমাজে বিশেষভাবে সম্মানিত হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সুনাম বজায় থাকবে। **মিথুন :** বেড়াতে গিয়ে আর্থিক সমস্যায় পড়তে হতে পারে। ব্যবসায় গুপ্তশত্রুর কারণে ক্ষতির আশঙ্কা। **কর্কট :** নায্য পাওনা আদায় করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। চোখের সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে। **সিংহ :** বেসরকারি কোনও সংস্থায় উচ্চপদের চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। **কন্যা :** বন্ধুদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। বাড়িতে অপনার কথার ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে। **তুলা :** উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশযাত্রার বাধা কাটবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির খবর পেতে পারেন। **বৃশ্চিক :** কর্মক্ষেত্রে কোনও জটিল কাজের সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত হবেন। ব্যবসায় মন্দা কেটে যাবে। **ধনু :** ব্যবসায় টাকা লগ্নি নিয়ে বাবার সঙ্গে মতবিরোধ। পড়াশোনার ক্ষেত্রে শুভ ভাব বজায় থাকবে। **মকর :** পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা বিবাদ আলোচনার মাধ্যমে কেটে যাবে। সন্ধের পর ভালো খবর পেতে পারেন। **কুম্ভ :** লটারি বা ফাটকায় আজ প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির যোগ। লোহা, পিতল ব্যবসায়ীদের উল্লেখযোগ্য দিন। **মীন :** প্রিয়জনদের সঙ্গে সারাদিন খুব আনন্দে কাটবে। মশলাদার খাবার এড়িয়ে চলুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৮ ফাল্গুন ১৪৩১, ভাঃ ২ ফাল্গুন, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, ৮ ফাগুন, সংবৎ ৮ ফাল্গুন, বদি, ২২ শাবান। সূঃ উঃ ৬।১১, অঃ ৫।৩১। শুক্রবার, অষ্টমী দিবা ৮।২৮। অনুরাধানক্ষত্র দিবা ১।০। ব্যাঘাতযোগ দিবা ৯।৩৬। কৌলবকরণ দিবা ৮।২৮ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৯।৬ গতে গরকরণ। বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- ঈশানে, দিবা ৮।২৮ গতে পূর্বে। বারবেলাদি ৯।১ গতে ১১।৫১ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৪১ গতে ১০।১৬ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে ঈশানেও বায়ুকোণে নিষেধ, দিবা ৮।২৮ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ১।০ গতে যাত্রা নাই, দিবা ১।১২ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ পূর্বে ও পশ্চিমে নিষেধ, শেষরাত্রি ৬।৭ গতে উত্তরেও নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ৮।২৮ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ শঙ্খরত্নধারণ, দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ৮।২৮ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষ দিবস (২১ ফেব্রুয়ারি)। অমৃতযোগ- দিবা ৭।২৯ মধ্যে ও ৮।১৬ গতে ১০।৩৭ মধ্যে ও ১২।৫৮ গতে ২।৩১ মধ্যে ও ৪।৫ গতে ৫।৩১ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।১৭ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ৩।২৮ গতে ৪।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।৩৪ গতে ১১।২৩ মধ্যে ও ৪।১৭ গতে ৬।১০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সংকোশ, রায়ডাকে ভাঙন

ছিট বড়লাউকুঠিতে আতঙ্ক

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২০ ফেব্রুয়ারি : নদীর পাড়ে বাস, চিন্তা বারো মাস- এই কথাটি যে কতটা সত্য তা প্রতিমুহূর্তে অনুভব করছেন তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের ছিট বড়লাউকুঠি গ্রামের বাসিন্দারা। নিস্তার নেই শুখা মরশুমেও। এখন সংকোশ ও রায়ডাক নদীতে ভাঙন শুরু হয়েছে। কিলোমিটারের পর কিলোমিটার এলাকাজুড়ে ভাঙন দেখা দিয়েছে। এর আগে নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে ৫০-৬০টি বাড়ি। অস্তিত্ব সংকটে অসংখ্য কৃষিজীবী পরিবার। ছিট বড়লাউকুঠি গ্রামের প্রচুর আবাদি জমি ও ঘরবাড়ি নিয়েও নদীর খিদে যেন মেটেনি। নদী যেভাবে বসতির দিকে এগিয়ে আসছে, তাতে গ্রামের বাকি বসতভিটেটুকু নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে।

স্থানীয় বাসিন্দা প্রিয়নাথ রায়ের কথায়, 'কৃষিকাজের উপর নির্ভর করে সংসার চালাতে হয়। দেড় বিঘা আবাদি জমির মধ্যে এ বছর এক বিঘা আবাদি জমি ফসল সহ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। পরিবার সারাবছর কী খাবে তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছি। প্রশাসন থেকে এর আগে এসে কয়েকবার দেখে গিয়েছে, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।' একই অভিযোগ এলাকাবাসী আবু সায়েদ শেখেরও।

ভাঙনের অপেক্ষায় ছিট বড়লাউকুঠি গ্রামের বসতভিটে।

তুফানগঞ্জ মহকুমা সেচ দপ্তরের আধিকারিক সৌরভ সেন বলেন, 'স্থায়ী বাঁধের জন্য এস্টিমেট তৈরি করে ওপরমহলে পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন পেলে কাজ শুরু হবে বলে আশা করছি।'

ভানুকুমারী-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অসম সংলগ্ন ছিট বড়লাউকুঠি গ্রাম। সংকোশ এবং রায়ডাক নদী গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে গোটা গ্রামকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে সেচ দপ্তরের উদ্যোগে ৮০০ মিটার বোল্ডারের বাঁধ নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। ভাঙনে গ্রামের এক-তৃতীয়াংশ এলাকাই এর মধ্যে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ধনঞ্জয় বর্মন বলেন, 'ভাঙনে গ্রামের এক-তৃতীয়াংশ এলাকা এর মধ্যে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। ভাঙন রোধে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আটশো মিটার বোল্ডার বাঁধ নির্মাণের কাজ প্রায় শেষের পথে। এই অবস্থায় নতুন করে অন্য অংশে ব্যাপক ভাঙন শুরু হয়েছে। বাঁধের দাবিটি লিখিত আকারে সেচ দপ্তরকে আমরা জানিয়েছি।'

এই অবস্থায় নতুন করে কিলোমিটারের পর কিলোমিটার এলাকাজুড়ে প্রবল ভাঙন শুরু হয়েছে। ভাঙনের জেরে ভিটেমাটি হারানোর আশঙ্কায় রাতের ঘুম উড়েছে ১৩০-১৫০টি পরিবারের। ভাঙন থেকে রক্ষার জন্য অনেকে বাড়িঘর কিছুটা দূরে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছেন। যাঁদের সামর্থ্য নেই, তাঁরা রয়ে গিয়েছেন নদীর পাড়ে। স্থানীয় বাসিন্দা সাহেব আলি শেখ বলেন, 'দু'দিন আগে আমার বসতভিটে নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। এই নিয়ে তিনবার বাড়ি সরিয়েছি। এখন ত্রিপল টাঙিয়ে ফাঁকা মাঠে পরিবার নিয়ে রাত কাটাচ্ছি। দ্রুত বাকি অংশে বাঁধ নির্মাণ করা না হলে গোটা গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।'

বাসিন্দারা জানান, শুধু বর্ষাকালেই নয়, শুখা মরশুমেও ভাঙন অব্যাহত থাকে। এলাকার বেশিরভাগ মানুষই কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। কৃষির ওপর ভরসা করে সংসার চালাতে হয় তাঁদের। কিন্তু এভাবে আবাদি জমি নদীগর্ভে তলিয়ে গেলে পথে বসা ছাড়া উপায় থাকবে না। তুফানগঞ্জ-২ বিডিও দালাকি লামা বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন।

শিমুল ফুলের ক্ষারের গল্প এখন ইতিহাস

শ্রীবাস মণ্ডল

ফুলবাড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : ক্যালেন্ডারের হিসেব বলছে বসন্ত এসেছে। এলাকাজুড়ে বিভিন্ন রাস্তায় শিমুল গাছগুলি লাল ফুলে ভরা। গাছের নীচেও প্রচুর ফুল ঝরে পড়ছে। একসময় মানুষের ঘরে ঘরে যে শিমুল ফুল ছিল অমূল্য সম্পদ, সময়ের নিয়মে তারই এখন কোনও কদর নেই। ওই ফুল দিয়ে জামাকাপড় কাচার ক্ষার তৈরির বিষয়টি এখন ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের দরিবস ফুলবাড়ি মধ্যপাড়া এলাকার এক বধূ কল্যাণী মণ্ডলের কথায় সেই ইতিহাসই খানিক উঠে এল। তাঁর বক্তব্য, 'একসময় আমরাই অনেক শিমুল ফুল কুড়িয়ে নিয়ে সেখান থেকে মোটা কাপড় কাচার ক্ষার বানিয়ে নিতাম। এখন সময় পালটে গিয়েছে তাই সব ফুল এখন গাছতলাতেই মিশে যায়।'

তাঁর কথায়, 'সুতির তৈরি মোটা কাপড়, চাদর, কাঁথা শিমুল ফুলের ক্ষার দিয়ে পরিষ্কার করাই ছিল রেওয়াজ।' একটা সময় মোটা কাপড় বা শীতে গায়ে দেওয়ার কাঁথা ইত্যাদি পরিষ্কার করার জন্য ক্ষার তৈরির প্রধান উপকরণ ছিল শিমুল। জামাকাপড় কাচার ডিটারজেন্ট পাউডার বা সোডা অনেকের বাড়িতেই থাকত না। তাই বসন্তকাল এলেই শিমুল গাছের তলা থেকে অনেকেই ফুল কুড়িয়ে নিতেন। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সেই ফুল সযত্নে শুকিয়ে নিয়ে পরিষ্কার জায়গায় পোড়ানো হত। ফুল পোড়ানোর পর সাদা ছাই থেকে তৈরি হত ক্ষার। ছাই জল দিয়ে মেখে দলা বানিয়ে সারাবছর ব্যবহারের জন্য রাখা থাকত।

লোহার বড় কড়াই বা অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িতে জল দিয়ে ফুলের ক্ষার ও সোডা মেশানো হত। তারপর সেই জলে কাপড়, কাঁথা দিয়ে উনুনে বসিয়ে ফোটানো হত। ফলে সেগুলি সুন্দর পরিষ্কার হয়ে যেত। এছাড়া এভাবে বাসনপত্রও পরিষ্কার হত। আধুনিক সময়ে বিভিন্ন নামীদামি কোম্পানির ডিটারজেন্ট পাউডার, বাসন মাজার সাবানের ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছে শিমুল ফুলের তৈরি সেই ক্ষার। বর্তমান প্রজন্মের কাছে তা গল্পকথা হয়েই থাকবে।

সীমান্তে পাথর রপ্তানি নিয়ে কাটেনি জট

বৈঠকের পরেও অনিশ্চিত ব্যবসা

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ২০ ফেব্রুয়ারি : চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দর থেকে আশঙ্কার মেঘ এখনও কাটল না। সীমান্তে বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকা পাথর রপ্তানি পুনরায় চালু করা নিয়ে বৃহস্পতিবার ভারত ও বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে। বৈঠক শেষে সমস্যার সমাধানের কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও এখনও সম্পূর্ণ মেটেনি। গত ১ ফেব্রুয়ারি থেকে পাথরের দাম টন প্রতি ১০ ডলার বেঁধে দেওয়ার দাবিতে বাংলাদেশ ভারত ও ভুটান থেকে পাথর নেওয়া বন্ধ করেছে। সেই কারণেই সীমান্তে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়। আগে যেখানে রোজ ৩৫০ থেকে ৪০০ ট্রাক পণ্য পরিবহণ হত, সেখানে পাথর ব্যবসা বন্ধের কারণে এখন মাত্র ২০০ ট্রাক পণ্য আমদানি-রপ্তানি করাও মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সীমান্তে বৈঠকে ভারত-বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা। বৃহস্পতিবার।

সমস্যার সমাধানে চ্যাংরাবান্ধা জিরো পয়েন্টে এদিন ভারত ও বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়। এবিষয়ে চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক উত্তম সরকার বলেন, 'সীমান্তে সমস্ত ব্যবসা সচল রাখতে বাংলাদেশের বুড়িমারি ইম্পোর্টার্স ও এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনকে আমাদের পক্ষ থেকে বৈঠক করার জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া সিঅ্যান্ডএফ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। ভারতের পক্ষ থেকে চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, সিঅ্যান্ডএফ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ও চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরাও ছিলেন। উত্তম বলেন, 'সব মিলিয়ে ২১ জন প্রতিনিধি বৈঠকে ছিলেন এবং ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। কিছু ভুল বোঝাবুঝির কারণেই দুই পক্ষের অলিখিত সমস্যা তৈরি হয়েছিল। সীমান্তের পরিবেশ ঠিক রেখে ব্যবসা সচল রাখা এবং পণ্যের খরচ কী করে কমানো যায় সেই নিয়েই আলোচনা হয়েছে।'

উত্তম জানান, পরবর্তীতে যে কোনও সমস্যায় কেউই ব্যবসা বন্ধের পক্ষে নয়। বরং ভারত, বাংলাদেশ এবং ভুটানের প্রতিনিধিরা প্রত্যেক মাসে যেন একটি করে বৈঠক করেন সেই প্রস্তাবও এদিন করা হয়। চ্যাংরাবান্ধা সিঅ্যান্ডএফ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিকাশকুমার সাহার কথায়, 'সীমান্তের নানা ব্যবসার সঙ্গে আনুষঙ্গিক অনেক ব্যবসা চলে। সরকারি রাজস্ব, মানুষের রুজিরুটি বা এলাকার অর্থনৈতিক পরিকাঠামোও যুক্ত থাকে। এতদিন সমস্ত কিছুই চূড়ান্ত ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। আশা রাখি হয়তো এবার ইতিবাচক সাড়া মিলবে।' যদিও চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি মনোজ কানু বলেন, 'মৌখিকভাবে কিছু বিষয় শুনলেও এখনও বাংলাদেশের তরফে কোনও লিখিত আশ্বাস পাওয়া যায়নি। প্রয়োজনে আরও বৈঠকে বসতে হতে পারে। ফলে সব মিলিয়ে জট কাটা নিয়ে এখনও সুনিশ্চিত হল না সীমান্ত।'

এদিন চ্যাংরাবান্ধায় ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে এক গাড়ি রপ্তানি ও ৬৭ গাড়ি পণ্য আমদানি হয়। ভুটান ও বাংলাদেশের মধ্যে ৪১ গাড়ি পণ্য রপ্তানি ও এক গাড়ি পণ্য আমদানি হয়েছে।

বিজ্ঞান বিভাগ চালু হচ্ছে

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২০ ফেব্রুয়ারি : ঢাংটিংগুড়ি কাচুয়া উচ্চবিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগ চালু হতে চলেছে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে এই ক্লাস শুরু হবে। বুধবার রাতে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফে একটি চিঠি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছায়। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সমরচন্দ্র মণ্ডল বলেন, ওঁরা আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে বিজ্ঞান বিভাগ চালু করবে। এলাকার ছেলেমেয়েদের অনেকদিনের দাবি ছিল বিজ্ঞান বিভাগ শুরু করার। এবার তারা উপকৃত হবে।

স্কুল সূত্রে খবর, ২০২৫-'২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে কলা বিভাগের পাশাপাশি বিজ্ঞান বিভাগ চলবে। আপাতত অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীববিদ্যা চালু করা হচ্ছে। আগামীতে আরও বিষয় চালু হবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিষ্ণু রায় কার্জি বলেন, 'বুধবার রাতে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফে একটি চিঠি আমরা পেয়েছি। এতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি গ্রামবাসীরা খুশি।'

ঢাংটিংগুড়ি কাচুয়া উচ্চবিদ্যালয়

কোচবিহার-২ ব্লকের ঢাংটিংগুড়ি বাজারে স্কুলটি অবস্থিত। বিদ্যালয়টিতে সবমিলিয়ে ১৪৫০ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। এতদিন কলা বিভাগে ভূগোল, সংস্কৃত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি সহ বেশ কয়েকটি বিষয় পড়ানো হলেও বিজ্ঞান বিভাগ ছিল না। সেকারণে মাধ্যমিক পাশ করে বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের মণীন্দ্রনাথ উচ্চবিদ্যালয়, হরেন্দ্রনাথ উচ্চবিদ্যালয় ও রামভোলা উচ্চবিদ্যালয়ে যেতে হত। এবার নিজেদের বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগ চালু হওয়ায় পড়ুয়ারা খুশি।

বিদ্যালয় সূত্রে খবর, এর আগে একাধিকবার বিজ্ঞান বিভাগ চালুর জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছিল। পাঁচ মাস আগে শিক্ষা দপ্তরের কর্তারা বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন। এরপর বুধবার বিজ্ঞান বিভাগ খোলার জন্য তাঁরা চিঠি হাতে পায়। চিঠি হাতে পেয়ে বিদ্যালয়ের গেটের সামনে এবিষয়ে পোস্টার লাগানো হয়েছে।

বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি অমিতকুমার দাস জানান, এই এলাকার পড়ুয়াদের বিজ্ঞান বিভাগ চালুর দাবি আগে থেকে ছিল। এবার আমাদের বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগ শুরু হওয়ায় পড়ুয়ারা বিশেষ উপকৃত হবে।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বসন্তের আগমন।। ফালাকাটার দুই মাইলে ছবিটি তুলেছেন শুভঙ্কর পরিড়া।

বুড়া ধরলার পাড় যেন ডাম্পিং গ্রাউন্ড

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২০ ফেব্রুয়ারি : একদিকে সামাজিক মাধ্যমে যখন ত্রিবেণি সংগমের দূষণ নিয়ে চর্চা চলছে তখন খোদ নিজের মহকুমায় নদীর খোঁজ রাখছেন কি বাসিন্দারা? অন্তত দিনহাটা মহকুমার অতিপরিচিত একটি নদী বুড়া ধরলার ছবি দেখলে সেটা বোঝা দায়। বুড়া ধরলার পাড়ে গেলে বোঝার উপায় নেই সেটা নদীর পাড় না ভাগাড়। বৃহস্পতিবার বিসর্জন ঘাটে গিয়ে দেখা গেল পাড়ে জমে রয়েছে পুজোর পরিত্যক্ত সামগ্রী। কোথাও আবার প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ, খালি পানীয় জলের বোতল, নানা সামগ্রী। নদীর পাড় যেন ডাম্পিং গ্রাউন্ড হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় নদীর দূষণ রোধে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন।

যদিও দিনহাটা-১'এর বিডিও গঙ্গা ছেত্রীর কথায়, 'এবিষয়ে খোঁজ নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

তবে সাধারণ বাসিন্দারা প্রশ্ন তুলছেন এতদিন কেন নদীর পাড় নিয়ে খোঁজ নেয়নি প্রশাসন। উল্লেখ্য, বদ্ধ জলাশয়ে প্রতিমা বিসর্জন বন্ধ হওয়ার পর থেকেই দিনহাটা বুড়া ধরলার ঘাটে প্রতিমা বিসর্জন হয়ে থাকে। এবং পুরসভা রীতিমতো সেখানে বিসর্জনঘাটও তৈরি করে। প্রতিবছর দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের আগে ও পরে পুরসভার পক্ষ থেকে ঘাট পরিষ্কার করা হয়। কিন্তু এরপর সেই ঘাটের পরিচ্ছন্নতা নিয়ে খোঁজ নেয় না কেউই। অন্তত সেই কথায় বলছেন স্থানীয়রা। স্থানীয় বাসিন্দা শোভন রায়ের কথায়, 'আগে নদীর একটা প্রাণবন্ত রূপ ছিল। এখন সেই রূপের বড়ই অভাব। এখন নদীর পাড়ে গেলেই দেখা যাবে যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিসর্জনের সামগ্রী। এবং কখনো-কখনো দেখা যাচ্ছে নদীর পাড়ে পড়ে থাকছে বাড়ির বর্জ্যও। তাই নদীটিকে বাঁচাতে প্রশাসনকে আরও কঠোর হতে হবে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও সচেতন হতে হবে। যেন বুড়া ধরলা তার আগের স্রোতস্বিনী রূপ ফিরে পায়।'

দিনহাটা বুড়া ধরলার পাড়ে আবর্জনা।

> এখন নদীর পাড়ে গেলেই দেখা যাবে যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিসর্জনের সামগ্রী। এবং কখনো-কখনো দেখা যাচ্ছে নদীর পাড়ে পড়ে থাকছে বাড়ির বর্জ্যও। তাই নদীটিকে বাঁচাতে প্রশাসনকে আরও কঠোর হতে হবে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও সচেতন হতে হবে।
>
> **শোভন রায়**
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

রোজ ওই এলাকায় প্রাতর্ভ্রমণে যান শুভাশিস দাস। তিনি বলেন, 'বুড়া ধরলাকে ঘিরে দিনহাটাবাসীর অনেক স্মৃতি। তবে বর্তমান অসচেতনতার কারণে বুড়া ধরলা নদীর স্বাভাবিক রূপের ছবি বড়ই অমিল। বর্তমান নদীর রূপ দেখলে বড় দুঃখ হয়। প্রশাসন বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখবে আশা করি। পাশাপাশি যেভাবে নদীর পাড়ে চাষাবাদ চলছে সে বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। নয়তো অচিরেই নদীটি দিনহাটার বুক থেকে হারিয়ে যাবে, আর পাঁচটা নদীর মতোই।'

ধলপলে হেরিটেজ রাস্তা বেহাল

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ২০ ফেব্রুয়ারি : ৫ বছর ধরে বেহাল হয়ে পড়ে আছে হেরিটেজ রাস্তার তিন কিমি অংশ। যার জেরে যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছে বাসিন্দাদের। ধলপল ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা। বিভিন্ন মহলে রাস্তা মেরামতের দাবি জানানো হলেও কোনও লাভ হচ্ছে না বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। তাঁরা দ্রুত পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে পিডব্লিউডির এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (রোড) সুরজিৎ সরকার বলছেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহার থেকে ধলপল পর্যন্ত ২৫ কিমি রাস্তাটি প্রায় এক দশক আগে হেরিটেজ তকমা পায়। এই রাস্তার গদাধর সেতু থেকে ধলপল পর্যন্ত ৩ কিমি রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল এক দশক আগে। ৫ বছর ধরে তা বেহাল হয়ে রয়েছে।

ধলপলের বাসিন্দা বদন দাসের কথায়, 'দু'বছর থেকে রাস্তায় চলাচল করা খুবই মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন তো ধুলোর কারণে হাঁটাই যায় না।' আরেক বাসিন্দা জহিরউদ্দিন মিয়াঁর কথায়, 'বর্ষাকালে রাস্তার গর্তে জল জমে ডোবার আকার নেয়। পড়ুয়াদের সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়তে হয়।'

ধলপল ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সবিতা সরকারের বক্তব্য, 'সংস্কারের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব।'

পিডব্লিউডির তরফে বিষয়টি দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

সেতুতে আলোর দাবি স্থানীয়দের

তুফানগঞ্জ, ২০ ফেব্রুয়ারি : তুফানগঞ্জ-১ ব্লকে ধলপল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে সাহেববাড়ি এলাকায় গদাধর নদীর ওপর থাকা সেতুতে আলোর দাবিতে সরব হলেন স্থানীয়রা। সেতুটির একদিকে বাঁক রয়েছে। ওই জায়গাটিতে যাতায়াতে দিনের বেলা সমস্যা না হলেও রাতের বেলা খুব সমস্যা হচ্ছে বলে জানালেন তাঁরা। এমনকি ছোটখাটো দুর্ঘটনাও হচ্ছে। স্থানীয় বধূ সুচিত্রা সরকার বলেন, 'আমাদের অনেক দিনের দাবি সাহেববাড়ি সেতুতে আলো দিতে হবে। তাড়াতাড়ি এই সমস্যার সমাধান করুক প্রশাসন।' তুফানগঞ্জ থেকে মুগাভোগ হয়ে বিলসির ওই সেতু দিয়ে যেতে হয় নাটাবাড়ি এলাকায়। প্রতিদিন হাজারের বেশি মানুষ ওই রাস্তাটি ব্যবহার করেন। এছাড়াও ওই রাস্তা দিয়ে অনেক পড়ুয়া মুগাভোগ হাইস্কুলে যায়। আবার রাতের বেলা টিউশন পড়তে যেতে হয় তাদের। সেতুটিতে কোনও আলো না থাকায় রাতের বেলা যাতায়াতে সমস্যা হয় সকলের। এমনকি নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন ছাত্রছাত্রী সহ মহিলারা। দশম শ্রেণির পড়ুয়া রত্না সরকার, শেফালি সাহাদের বক্তব্য, ওই এলাকাটিতে সেতু সহ রাস্তায় কিছু লাইট লাগালে ভালো হয়। তাহলে রাতের বেলা যাতায়াত করতে ভয় লাগবে না। ধাপে ধাপে গোটা এলাকায় লাইট বসানো হবে বলে জানালেন ধলপল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতমী দাস।

জাতীয় স্তরে নেটবলে ১০

পলাশবাড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবার মাধ্যমিক শেষ হতেই রাজ্য দলের হয়ে জাতীয় স্তরের নেটবল প্রতিযোগিতায় খেলতে হরিয়ানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিল পলাশবাড়ির দশ পড়ুয়া। তাদের মধ্যে সাতজনই মাধ্যমিকে বসেছিল। জাতীয় স্তরে ফার্স্ট জুনিয়ার ন্যাশনাল মিক্সড নেটবল চ্যাম্পিয়নশিপ, ফার্স্ট ফাইভ জুনিয়ার ন্যাশনাল নেটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ও ৩৭তম জুনিয়ার ন্যাশনাল নেটবল চ্যাম্পিয়নশিপ- এই তিন প্রকারের প্রতিযোগিতায় সুযোগ পেয়েছে দশজন। নেটবল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া আয়োজিত সব স্তরের জাতীয় প্রতিযোগিতা আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে হরিয়ানায় শুরু হচ্ছে।

রাজ্য দলের হয়ে জাতীয় স্তরে খেলার জন্য মিক্সড নেটবলে পলাশবাড়ির রুপালি বর্মন, পায়েল বর্মন ও মৌসুমি বর্মন সুযোগ পেয়েছে। তিনজনই শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। আবার মিক্সড দলে ছেলেদের মধ্যে পলাশবাড়ির সুযোগ পেয়েছে অভীক বর্মন ও পবন বর্মন। শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের অভীক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। আর পবন একই স্কুলের নবম শ্রেণির পড়ুয়া।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন কোচবিহার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার - এর একজন বাসিন্দা আলম হোসেন - কে 17.11.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 99J 43570 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি সম্পূর্ণরূপে ডিয়ার লটারিকে বিশ্বাস করি কারণ এটি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি দ্বারা পরিচালিত হয়, যা কোনও ব্যাতিক্রম ছাড়া সমস্ত নিয়ম কানুন মেনে চলে। লাইভ ড্রও সরাসরি দেখানো হয়। আমরা ডিয়ার লটারির স্বল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে পারি। আমাদের আশেপাশে আমি অনেক ডিয়ার লটারির প্রথম পুরস্কার বিজেতাকে দেখতে পাই । আমি সবাইকে ডিয়ার লটারির টিকিট ক্রয়ের মাধ্যমে তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে বলবো।"
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

মালদা ডিভিসনে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ের ব্যবস্থার জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

মালদা ডিভিসনের ভাগলপুর-জামালপুর শাখায় ০৩টি স্থানে তথা নাথনগর-আকবরনগর শাখায় লেভেল ক্রশিং গেট নং ২এ, আকবরনগর-সুলতানগঞ্জ শাখায় লেভেল ক্রশিং গেট নং ০৭ এবং সুলতানগঞ্জ-কল্যাণপুর রোড শাখায় লেভেল ক্রশিং গেট নং ১১-তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ের ব্যবস্থা করার জন্য, ২৩.০২.২০২৫ তারিখে নাথনগর-আকবরনগর ও আকবরনগর-সুলতানগঞ্জ শাখায় সকাল ৯টা ১৫ থেকে বিকেল ৩টে ১৫ পর্যন্ত এবং সুলতানগঞ্জ-কল্যাণপুর রোড শাখায় সকাল ৯টা ৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত ব্লকের প্রয়োজন হবে। ফলে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি ২৩.০২.২০২৫ তারিখে নিম্নোক্তমতো নিয়ন্ত্রিত হবে ঃ ● বাতিল (২৩.০২.২০২৫) ঃ ৬৩৪২৩ জামালপুর-কিউল প্যাসেঞ্জার এবং ৬৩৪২৪ কিউল-জামালপুর প্যাসেঞ্জার, ৭৩৪৩০ জামালপুর-ভাগলপুর প্যাসেঞ্জার এবং ৭৩৪২৯ ভাগলপুর-জামালপুর প্যাসেঞ্জার। ● পথ পরিবর্তন ঃ ১৩৩৩৪ পাটনা-দুমকা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০২.২০২৫) কিউল-ঝাঝা-জসিডি-দুমকা হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলবে। ● সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু ঃ ১৩৪০৯ মালদা টাউন-কিউল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০২.২০২৫) ভাগলপুরে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং ১৩৪১০ কিউল-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০২.২০২৫) ভাগলপুর থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে, ১৩২৪২ রাজেন্দ্রনগর টার্মিনাল-বাঁকা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২২.০২.২০২৫) কিউল-এ সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং ১৩২৪১ বাঁকা-রাজেন্দ্রনগর টার্মিনাল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০২.২০২৫) কিউল থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে, ৬৩৪৩১/৬৩৪৩২ সাহেবগঞ্জ-জামালপুর-সাহেবগঞ্জ এমইএমইউ (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০২.২০২৫) ভাগলপুরে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/ভাগলপুর থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। ● পুনর্নির্ধারণ ঃ ১২৩৬৭ ভাগলপুর-আনন্দ বিহার এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০২.২০২৫) ভাগলপুর থেকে ৩ ঘন্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে এবং ১৩৪১৯ ভাগলপুর-মুজফফরপুর জনসেবা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০২.২০২৫) ১৫.২০ ঘ.তে পুনর্নির্ধারিত হবে। ● নিয়ন্ত্রণ ঃ ১৩৪২৪ আজমের-ভাগলপুর এক্সপ্রেস যেটি ২৩.০২.২০২৫ তারিখে ভাগলপুরে পৌঁছাবে পথিমধ্যে ৯০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, মালদা
পূর্ব রেলওয়ে
অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মানসাই থেকে ফেরার ব্যস্ততা 'চখাচখি'র

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ২০ ফেব্রুয়ারি : শীত কমতেই এখন মাথাভাঙ্গার মানসাই নদীর বুক থেকে ফিরে যাওয়ার ব্যস্ততা 'চখাচখি'র। মানসাইয়ের বুকে 'চখা'র খোঁজ পেতে এবারও পাখিপ্রেমীরা প্রতিদিন ক্যামেরা হাতে ঘুরে বেড়িয়েছেন। বৃহস্পতিবারও মানসাইয়ের তীরে কয়েকজন তরুণকে পরিযায়ী পাখি 'চখাচখি'-কে মোবাইলে ক্যামেরাবন্দি করতে দেখা গেল। স্থানীয় জেলে তপন বর্মন বলেন, 'ওরা শীতের অতিথি। আমরা বিরক্ত করি না। গরম পড়ছে তাই এবার চলে যাবে নিজের দেশে। আমাদেরও মন খারাপ হয়।'

শীতের শুরুতে মঙ্গোলিয়া, তিব্বত থেকে কয়েকটি পরিযায়ী পাখি উত্তরবঙ্গে পাড়ি দেয়। এবার নিশিগঞ্জের চকিয়ারছড়া, মানসাই নদীতে ওদের দেখা মিলেছে। মাথাভাঙ্গার সুটুঙ্গা নদীতে লেসার হুইসলিং ডাক বা সরালদের দেখা যায়। মাথাভাঙ্গার রেঞ্জ অফিসার সুদীপ দাসের কথায়, 'পরিযায়ী পাখিদের যাতে কেউ বিরক্ত না করে সেবিষয়ে বন দপ্তর সতর্ক থাকে। উত্তরবঙ্গে বসন্তের আগমন হলে পরিযায়ীদের দেশে ফিরে যাওয়ার ব্যস্ততা শুরু হয়।'

ছোট মাছ, প্ল্যাংকটন, মস ও ছোট পোকামাকড়ের বৈচিত্র্য থাকায় পরিযায়ী পাখিরা মাথাভাঙ্গা মহকুমার বিভিন্ন জলাশয়ে আস্তানা গেড়েছে। মাথাভাঙ্গার ফোটোগ্রাফার সুব্রত চৌধুরীর কথায়, 'খুব কম সংখ্যক হলেও এবারও মানসাইয়ে চখাচখির দেখা পাওয়া গিয়েছে। হাঁস যেমন বিভিন্ন রংয়ের হয়, চখাচখি কিন্তু সেরকম নয়। এরা এক রংয়ের। রংটি খুব অনন্য। একদম দারুচিনির মতো। না কমলা না খয়েরি। এই পরিযায়ী পাখির পোশাকি নাম রুডি শেলডাক। শীত পড়লে এরা আমাদের দেশে আসে।' নিশিগঞ্জের ভোজনেরছড়া গ্রামের নিমাই সরকার জানান, এই সময় গুলতি হাতে পাখিশিকারিদের দেখলে তাড়িয়ে দিই। কয়েক বছর ধরে হিন্দুস্থান মোড় সংলগ্ন তেকুনিয়া বনাঞ্চলের উঁচু গাছে শামুকখোল পাখির দেখা মিলছে। মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলের শিক্ষক শেখর সরকারের বক্তব্য, 'একসময় কোচবিহার বিমানবন্দর সংলগ্ন বড় কয়েকটি গাছ কাটা পড়ায় শামুকখোলের নতুন বসতি গড়ে ওঠে মানসাই নদী সংলগ্ন তেকুনিয়া বনাঞ্চলে।'

মানসাইয়ের বুকে শীতের অতিথি চখাচখি।

> হাঁস যেমন বিভিন্ন রংয়ের হয়, চখাচখি কিন্তু সেরকম নয়। এরা এক রংয়ের। রংটি খুব অনন্য। একদম দারুচিনির মতো। না কমলা না খয়েরি। এই পরিযায়ী পাখির পোশাকি নাম রুডি শেলডাক। শীত পড়লে এরা আমাদের দেশে আসে।
>
> **সুব্রত চৌধুরী**
> *ফোটোগ্রাফার*

ছোট্ট তারা

অন্দরান ফুলবাড়ি-১ আরআর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী রাইনা সিদ্দিকী। পড়াশোনার পাশাপাশি ইতিমধ্যেই নাচ ও আবৃত্তিতে সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

সাংসদের দ্বারস্থ

কোচবিহার, ২০ ফেব্রুয়ারি : পড়ুয়াদের সুবিধার্থে অত্যাধুনিক অ্যাম্বুল্যান্সের আবেদন জানিয়ে এবার সাংসদের দ্বারস্থ হল উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি কর্তৃপক্ষের তরফে সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়ার সঙ্গে দেখা করে কাগজপত্র জমা দেওয়া হয়। এবিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ডঃ প্রদ্যুৎ পাল বলেন, 'আমরা ওঁর কাছে সাহায্য চেয়েছি। অ্যাম্বুল্যান্সটি পেলে পড়ুয়াদের পাশাপাশি স্টাফরাও উপকৃত হবে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে একটি অ্যাম্বুল্যান্স রয়েছে। কিন্তু সেটি অনেক পুরোনো। এছাড়া সেটিতে অক্সিজেন সহ অত্যাধুনিক কোনও ব্যবস্থাও নেই। সে কারণে পড়ুয়াদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে নতুন অ্যাম্বুল্যান্স চাইছে কর্তৃপক্ষ। বিষয়টি নিয়ে সাংসদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অ্যাম্বুল্যান্সের জন্য আমার সঙ্গে দেখা করেছে। আমি কাগজপত্র নিয়ে রেখেছি। পরবর্তী সেশনে বিষয়টি উত্থাপন করব।'

কাজের সূচনা

দিনহাটা, ২০ ফেব্রুয়ারি : নিজের বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে পাকা রাস্তার কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী তথা দিনহাটার বিধায়ক উদয়ন গুহ। বৃহস্পতিবার দিনভর দিনহাটা বিধানসভার বামনহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর লাউচাপড়া, গোবড়াছড়া নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের কিশনগঞ্জ ও পুঁটিমারি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের জরাবাড়ি এলাকায় রাস্তাগুলির কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বরাদ্দকৃত অর্থে ও তত্ত্বাবধানে মোট প্রায় ১০ কিমি এই রাস্তাগুলি তৈরি করতে খরচ হবে প্রায় ১০ কোটি টাকা।

দেহ উদ্ধার

দিনহাটা, ২০ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবার বছর চোদ্দোর এক নাবালিকার দেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল দিনহাটা-২ ব্লকের কিশামত দশগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের টিয়াদহ ছড়ারপার এলাকায়। এদিন সকালে সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দা নবম শ্রেণির পড়ুয়া ওই ছাত্রীর শোয়ার ঘরে তার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের চিৎকারে স্থানীয়রা জড়ো হয়ে স্থানীয় সাহেবগঞ্জ থানায় খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পুলিশ ও পরিবারের তরফে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি।

ভাষা দিবস

দিনহাটা, ২০ ফেব্রুয়ারি : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে দিনহাটা শহরের বিভিন্ন জায়গায় বেশ কয়েকটি সংগঠনের পক্ষ থেকে উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারির দিন সকাল আটটায় দিনহাটা শহরের সংগতি ময়দানে ত্রয়ীর ব্যবস্থাপনায় উদযাপিত হবে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। পাশাপাশি হেমন্ত বসু কর্নার মুক্তমঞ্চে উত্তরবঙ্গ সোসাইটির পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত হবে উত্তরবঙ্গ চারুকলা উৎসব।

আটক তরুণ

ঘোকসাডাঙ্গা, ২০ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ঘোকসাডাঙ্গার ছোট শিমুলগুড়ি এলাকায় এক বধূর ঘর থেকে এক তরুণকে আটক করেন স্থানীয়রা। এরপর সকলে মিলে তাকে মারধর করে। খবর পেয়ে পুলিশ আটক তরুণকে উদ্ধার করে ঘোকসাডাঙ্গার থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ জানিয়েছে, এবিষয়ে এখনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি।

বিবাদ রুখতে

সোনাপুর, ২০ ফেব্রুয়ারি : বুধবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে এসে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের তপসিখাতা হাইস্কুলে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়ে সোনাপুর বিকে হাইস্কুল ও রবিকান্ত হাইস্কুলের কিছু ছাত্র। বৃহস্পতিবার শেষ পরীক্ষার দিনও তাদের মধ্যে বিবাদের সম্ভাবনা ছিল। অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে এদিন আলিপুরদুয়ার থানা থেকে একটি পুলিশভ্যান এসেছিল পরীক্ষাকেন্দ্রে।

বিশেষভাবে সক্ষমদের রাইটার হিসেবে পরীক্ষা

নবমেই মাধ্যমিক ওদের

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২০ ফেব্রুয়ারি : ওরা চারজন নবম শ্রেণির পড়ুয়া। তার পরেও বোর্ডের সমস্ত নিয়মবিধি মেনে বাকিদের মতো স্কুলে বসে এবছরের মাধ্যমিক দিয়েছে। বৃহস্পতিবার সকলের মতো ওদেরও পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আশ্চর্যজনক এই খবর শুনে ভ্রূ খানিক কুঁচকে গেলেও এঘটনা একেবারে সত্যি। তবে নবম শ্রেণির পড়ুয়া এই চারজন মাধ্যমিক দিয়েছে বিশেষভাবে সক্ষম চার পরীক্ষার্থীর রাইটার হয়ে। চারজন রাইটারের মধ্যে তিনজন জেনকিন্স স্কুলের এবং একজন সারদা বিদ্যামন্দিরের ছাত্র। নবম শ্রেণিতে পড়েও মাধ্যমিকের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারায় যথেষ্ট খুশি ওরা সকলেই। এই অভিজ্ঞতা নিজেদের মাধ্যমিকের সময়ে বিশেষ কাজে আসবে বলেও মনে করছে তারা। পরীক্ষা শেষে রাইটারদের মধ্যে একজন দেবজিৎ রায় বলে, 'এবার পরীক্ষা দিয়ে আমাদের নিজেদের একটা ধারণা হল কীভাবে সময় মেপে লিখতে হবে। হলঘরের পরিস্থিতি কেমন থাকে। এই অভিজ্ঞতা যখন আমরা মাধ্যমিক দেব তখন কাজে লাগবে।' আরেক রাইটার তানিষ্ক ঘোষ জানান, এবারে পরীক্ষা দেওয়ায় মাধ্যমিক নিয়ে যে ভয় কাজ করে সেটা একেবারে কেটে গিয়েছে।

অপরদিকে, রাইটারদের সাহায্যে ভালো পরীক্ষা দিয়ে খুশি ওই চার বিশেষভাবে সক্ষম পরীক্ষার্থীও। তাদের মধ্যে একজন দুলালচন্দ্র বর্মনের কথায়, 'আমার রাইটার দেবাশিসকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ও না থাকলে এত সুষ্ঠুভাবে সব পরীক্ষা দিতে পারতাম না।' আরেক বিশেষভাবে সক্ষম পরীক্ষার্থী নির্মল কুর্মি নিজের ভালো ফলের ব্যাপারে যথেষ্ট আশাবাদী। আর সেজন্য সিংহভাগ কৃতিত্ব দিচ্ছে নিজের রাইটার তানিষ্ককে।

বৃহস্পতিবার ছিল মাধ্যমিকের ভৌতবিজ্ঞান তথা শেষ পরীক্ষা। যদিও এরপরে একটা ঐচ্ছিক পরীক্ষা রয়েছে। এবছর অন্য পরীক্ষার্থীদের পাশাপাশি কোচবিহারের টাউন হাইস্কুল থেকে চারজন বিশেষভাবে সক্ষম পরীক্ষার্থী মাধ্যমিক দেয়। যারা হল পঙ্কজ বর্মন, নির্মল কুর্মি, দুলালচন্দ্র বর্মন এবং বিক্রমজিৎ রায়। ফলে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নিয়ম মেনে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তারা রাইটার নেওয়ার সুযোগ পায়। এদের মধ্যে পঙ্কজের রাইটার ছিল জেনকিন্সের দেবজিৎ রায়, নির্মল কুর্মির জেনকিন্সের তানিষ্ক ঘোষ, দুলালচন্দ্র বর্মনের জেনকিন্সের দেবাশিস রায় এবং বিক্রমজিৎ রায়ের হয়ে পরীক্ষা দেয় সারদা বিদ্যামন্দিরের তন্ময় রায়। ওই পরীক্ষার্থীদের সিট পড়েছিল কোচবিহার শহরের বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠে।

এদের মধ্যে তন্ময় বেসরকারি স্কুলের ছাত্র। তার কথায়, 'আমাদের পরীক্ষায় মাধ্যমিকের প্রশ্নের সঙ্গে অনেক মিল থাকে। ফলে সেটা কীরকম হতে পারে সেটার ধারণা হল। এছাড়া টাইম ম্যানেজমেন্টটা শেখা হল।' ক্লাসরুমে নিয়মবিধি কীভাবে পালন করতে হয়। কোনও প্রশ্ন লেখার জন্য কত সময় লাগে। সেগুলির সবকিছুর একটা আগাম রিহার্সাল হয়ে গেল বলেই সেও মনে করছে। বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক সৌমেন সাহা জানিয়েছেন এই পরীক্ষার্থীদের জন্য আলাদা ঘর ছিল। সেখানে তারা পরীক্ষা দিয়েছে। তাদের পরীক্ষার সময় অন্য পরীক্ষার্থীদের তুলনায় ৪৫ মিনিট বেশি ছিল।

বিশেষভাবে সক্ষমদের হয়ে মাধ্যমিক দিয়েছে নবম শ্রেণির এই চারজন।

> আমার রাইটার দেবাশিসকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ও না থাকলে এত সুষ্ঠুভাবে সব পরীক্ষা দিতে পারতাম না।
>
> **- দুলালচন্দ্র বর্মন**
> *বিশেষভাবে সক্ষম পরীক্ষার্থী*

> এবার পরীক্ষা দিয়ে আমাদের নিজেদের একটা ধারণা হল কীভাবে সময় মেপে লিখতে হবে। হলঘরের পরিস্থিতি কেমন থাকে। এই অভিজ্ঞতা যখন আমরা মাধ্যমিক দেব তখন কাজে লাগবে।
>
> **- দেবজিৎ রায়**
> *রাইটার*

ওলো সই ওলো সই... বৃহস্পতিবার কোচবিহারে তোর্ষা নদীর পাড়ে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

ট্রান্সপারেন্ট প্রণামি বাক্স তৈরির সিদ্ধান্ত

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২০ ফেব্রুয়ারি : দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের মন্দিরগুলিতে এবার নতুন করে প্রণামি বাক্স তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষের তরফে। খুব শীঘ্রই ট্রাস্টের অধীনে থাকা কোচবিহারের যেসব মন্দিরগুলিতে বেশি পরিমাণে প্রণামি জমা পড়ে, সেখানে এই বাক্স তৈরি করা হবে। বাক্সগুলিতে জমে থাকা টাকা-পয়সা যাতে কোনওভাবেই জং ধরে নষ্ট না হয়, সে কথা বিশেষভাবে মাথায় রেখে বাক্সগুলিকে অত্যাধুনিকভাবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অন্যতম সদস্য তথা কোচবিহার সদর মহকুমা শাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'যে সমস্ত মন্দিরগুলিতে প্রণামি জমা পড়ে এবং নিরাপত্তার সুব্যবস্থা রয়েছে। সেই মন্দিরগুলিতে আমরা প্রণামি বাক্স তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়েছি। খুব শীঘ্রই এই সংক্রান্ত কাজ শুরু করা হবে।' এদিকে, ঘটনার কথা জানাজানি হতে কোচবিহারের বিভিন্ন মহলে বিশেষ করে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের মন্দিরগুলিতে আলোচনা শুরু হয়েছে।

দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অধীনে কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী মদনমোহন মন্দির, রাজমাতা মন্দির, ডাঙ্গরআই মন্দির, হিরণ্যগর্ভ শিব মন্দির, ধলুয়াবাড়ির শিব মন্দির, বাণেশ্বরের শিব মন্দির, সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, গোসানিমারির কামতেশ্বরী মন্দির, ষণ্ডেশ্বর মন্দির সহ জেলায় মোট ২০টি মন্দির রয়েছে।

এছাড়া জেলার বাইরে বেনারসে কালীবাড়ি ও বৃন্দাবনে রাধাগোবিন্দ মন্দির রয়েছে। এই সমস্ত মন্দিরগুলিতে যে প্রণামি বাক্সগুলি রয়েছে, সেগুলির কোনওটি হয় রাজ আমলের, নাহলে বেশ পুরোনো। এর মধ্যে অনেক প্রণামি বাক্স রয়েছে যেগুলি লোহার তৈরি। এগুলির বেশিরভাগ দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহারের ফলে অনেকটাই নষ্ট হয়ে এসেছে। যার জেরে বিশেষ করে লোহার পুরোনো বাক্সগুলিতে টাকাপয়সা বেশিদিন ধরে জমে থাকলে জং ধরে গিয়ে সেগুলির কিছু কিছু নষ্টও হয়ে পড়ছে। যেমন- সম্প্রতি রাস উৎসবের কিছু পরে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষ তাদের মন্দিরগুলির প্রণামি বাক্সগুলি খুলেছিল। দেখা যায় তাতে সবমিলিয়ে ২৭ লক্ষ ২৪ হাজার ৬৩৭ টাকা রয়েছে। কিন্তু বাক্সের মধ্যে থাকা বেশ কিছু টাকা, বিশেষ করে কয়েন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। উত্তরবঙ্গ সংবাদে সেই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর বিষয়টি নিয়ে ট্রাস্টের অন্দরে এবং জনমানসে যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। তারপরেই দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের নতুন করে প্রণামি বাক্স তৈরি করার এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করছেন সকলে।

দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন করে যে প্রণামি বাক্সগুলি তৈরি করা হবে, সেখানে থাকবে ট্রান্সপারেন্ট অ্যাক্রেলিক শিট এবং স্টিলের ফ্রেম। অর্থাৎ ভবিষ্যতে প্রণামি বাক্সগুলিতে জমে থাকা টাকা-পয়সার আর লোহার সংস্পর্শে আসার কোনও সম্ভাবনা থাকছে না।

দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড মন্দিরের প্রণামি বাক্সগুলো নতুন করে তৈরি করবে।

> যে সমস্ত মন্দিরগুলিতে প্রণামি জমা পড়ে এবং নিরাপত্তার সুব্যবস্থা রয়েছে। সেই মন্দিরগুলিতে আমরা প্রণামি বাক্স তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়েছি। খুব শীঘ্রই এই সংক্রান্ত কাজ শুরু করা হবে।
>
> **- কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায়,**
> *মহকুমা শাসক, কোচবিহার সদর*

আশা করছি সমস্যার দ্রুত সমাধান হবে

আমআদমির নিত্যদিনের সমস্যা মেটাতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা ঠিক কতটা তৎপর? তাঁরা কি নিজের কাজটা ঠিক করে করছেন? কী বলছেন নিশিগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান? শুনলেন তাপস মালাকার।

জনতার চার্জশিট

নিশিগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

নীরেন্দ্রনাথ রায় সরকার
প্রধান : নিশিগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

জনতা : কোদালখেতি, কানিবিল কঙ্কণগুড়ি ও ভোগমারা গ্রামের বেশ কয়েকটি রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ। সংস্কার নিয়ে কী ভাবছেন?

প্রধান : বেশ কয়েকটি কংক্রিটের ও পেভার্স ব্লকের নতুন রাস্তার কাজ চলছে। আরও পাঁচটি রাস্তা পাকা করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব ওপর মহলে পাঠানো হয়েছে।

জনতা : ছন্নমাদার গ্রামে পাইপলাইন সংস্কার না হওয়ায় বেশকিছু এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। এছাড়া রুনিবাড়ি বা ভোগমারায় পিএইচই-র পানীয় জলের লাইন বসানোর কাজ কবে শেষ হবে?

প্রধান : নলবাহিত পানীয় জলের কানেকশনের কাজ অনেকটাই বাকি রয়েছে। পাইপলাইনের সমস্যার বিষয়টি পিএইচই কর্তৃপক্ষের নজরে আনব। নতুন রিজার্ভারের কাজ চলছে। চালু হলে পানীয় জলের সমাধান হয়ে যাবে।

জনতা : কয়েকটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চলছে গ্রামের মানুষের দাওয়ায়। নিজস্ব ভবনের সমস্যা নিয়ে কী বলবেন?

প্রধান : বেশ কয়টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নিজস্ব জমি না থাকায় ভবন নির্মাণ করা যাচ্ছে না। জমির খোঁজ চালানো হচ্ছে।

জনতা : নিশিগঞ্জ মদনমোহন মন্দির সংলগ্ন মাঠে বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার জন্য সামান্য বৃষ্টি হলেই জল জমে। কী বলবেন?

প্রধান : ওখানে ঘন বসতিপূর্ণ এলাকার পুরোনো কাঁচা নালা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্যাটি তৈরি হয়েছে। পাকা নিকাশিনালার কাজ শেষ হলে এই সমস্যা আর থাকবে না।

জনতা : কোদালখেতি, রুনিবাড়ি ও ছন্নমাদার গ্রামের ভাঙা কালভার্ট কবে তৈরি হবে?

প্রধান : অর্থের জন্য তদ্বির করছি। আশা করছি বর্ষার আগে সমস্যাটির সমাধান হবে।

জনতা : শালটিয়া নদীর বাঁশের সাঁকো বন্যায় ভেসে গিয়েছে। অপরদিকে ভোগমারায় বুড়া মানসাই নদীতে পাকা সেতুর দাবি দীর্ঘদিনের। কী ভাবছেন?

প্রধান : গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে সেতুর সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। বিষয়টি ইতিমধ্যেই কোচবিহার জেলা পরিষদ ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের নজরে এনেছি।

জনতা : সৌরবিদ্যুৎচালিত বেশ কয়েকটি পানীয় জল প্রকল্প বন্ধ রয়েছে। কবে ঠিক হবে?

প্রধান : গ্রামবাসীদের একাংশের সচেতনতার অভাবে এই ঘটনা ঘটেছে। দ্রুত সেগুলি সারাইয়ের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

জনতা : আবাসের তালিকা নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। কী বলবেন?

প্রধান : সরকারিভাবে সমীক্ষার পর যোগ্যরা ঘর পেয়েছেন। এই বিষয়ে আমাদের কোনও হাত নেই।

জনতা : শালটিয়া নদীভাঙন সমস্যা ও এই নদীতে বালি চুরি বন্ধ করা নিয়ে কী ভাবছেন?

প্রধান : নদীভাঙন সমস্যাটি নিয়ে ফের সেচ দপ্তরকে জানাব। পুলিশ ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরকে বলব নদী থেকে বালি চুরি বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে।

একনজরে

ব্লক : মাথাভাঙ্গা -২
পঞ্চায়েত সদস্য : ১৪
জনসংখ্যা : ২,২৭,৩৯৭ (২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)

শিবচতুর্দশীতে বাড়তি নিরাপত্তা

আলিপুরদুয়ার, ২০ ফেব্রুয়ারি : শিবচতুর্দশী উপলক্ষ্যে জয়ন্তী মহাকালে পর্যটকদের নিরাপত্তা দিতে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদ ও প্রশাসন বিপর্যয় মোকাবিলা দলের ৫০ জন প্রশিক্ষিত কর্মী নিয়োগ করবে। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব, জেলা শাসক ডঃ আর বিমলা, জেলা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী সহ অন্য আধিকারিকরা জয়ন্তীর ছোট মহাকাল পরিদর্শন করেন। এই প্রথম জয়ন্তী থেকে নদীপথে পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে জেলা পরিষদ রাস্তা তৈরি করে দেবে। একটি হেল্প ডেস্ক থাকবে। সেখানে স্যাটেলাইট ফোন রাখা হবে। আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব বলেন, 'এই প্রথম জেলা পরিষদের তরফে জয়ন্তী ছোট মহাকাল এলাকায় ৫০ জনের একটি বিপর্যয় মোকাবিলা দলের সদস্যদের নিয়োগ করব। যাতে পুণ্যার্থীরা কোনও বিপদে না পড়েন।'

জেলা প্রশাসন ও জেলা পরিষদের উদ্যোগে জয়ন্তীতে প্রথম মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তৈরি হাতের কাজের কয়েকটি স্টল বসবে। পুণ্যার্থীদের জন্য ২৪ ঘণ্টা অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা এবং হেলথ সেন্টার চালু করা হবে। অসুস্থ পুণ্যার্থীদের জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর চারটি স্ট্রেচারের ব্যবস্থা করছে। এদিন ছোট মহাকালের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এবার জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর থেকে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হবে। প্রতিটি ভাণ্ডারায় দুটি করে বড় ডাস্টবিন দেওয়া হবে। যাতে বক্সার কোর জঙ্গলের ওই এলাকায় প্লাস্টিকজাত দূষণ কিংবা আবর্জনা ছড়িয়ে পরিবেশ নষ্ট না হয়। সেদিকেও জেলা প্রশাসন ও জেলা পরিষদ নজর রাখবে। অন্য বছর শিবচতুর্দশী উপলক্ষ্যে জঙ্গল ও পাহাড়ি পথে মহাকাল পৌঁছাতে পর্যাপ্ত আলোর অভাবে ভক্তরা নানা ধরনের সমস্যায় পড়ত। তাই এবছর প্রশাসন ও জেলা পরিষদ সেই অসুবিধা দূর করতে উদ্যোগ নিয়েছে। এছাড়া আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের তরফে জয়ন্তীতে পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়ারের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। গত বারের তুলনায় এবছর সিভিক ও পুলিশ কর্মী বাড়ানো হবে।

অস্থায়ী রেজিস্ট্রার পেল পিবিইউ

কোচবিহার, ২০ ফেব্রুয়ারি : অস্থায়ী রেজিস্ট্রার পেল কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়। এপিসি রায় সরকারি কলেজের অফিসার ইনচার্জ ডঃ ময়ূখ সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব পেলেন। বৃহস্পতিবার উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে এবিষয়ে একটি চিঠি এসে পৌঁছায়। বিষয়টি জানাজানি হতেই খুশির হাওয়া সর্বত্র। যদিও বিষয়টি নিয়ে ময়ূখের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

গত ৯ ফেব্রুয়ারি শেষ হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী রেজিস্ট্রার দিলীপ দেবনাথের মেয়াদ। এরপর এতদিন একপ্রকার অভিভাবকহীনভাবেই চলছিল বিশ্ববিদ্যালয়। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও অ্যাকাডেমিক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছিল। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সংক্রান্ত কাজকর্ম থমকে যাওয়ার আশঙ্কার পাশাপাশি পড়ুয়াদের মাইগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয় নিয়েও সমস্যায় পড়তে হয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। এই পরিস্থিতি দীর্ঘায়িত হলে সমস্যা আরও বাড়ত বলেই মনে করছে সকলে।

রাজ্য-রাজ্যপালের সংঘাতের কারণে দীর্ঘদিন ধরেই উপাচার্যহীন পিবিইউ। সম্প্রতি একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য পেলেও পিবিইউ এবং এনবিইউ এখনও উপাচার্য পায়নি। এই পরিস্থিতিতে জটিলতা ক্রমেই বাড়ছে। অস্থায়ী রেজিস্ট্রার পেলেও কতদিনে স্থায়ী উপাচার্য মিলবে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে সকলে। বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার পবন প্রসাদ বলেন, 'এবিষয়ে এখনও কোনও খবর নেই।'

আজ থেকে মেলা শুরু

চ্যাংরাবান্ধা, ২০ ফেব্রুয়ারি : চ্যাংরাবান্ধা হক মঞ্জিল এলাকাকে নিরাপত্তার কড়া চাদরে মুড়ে ফেলা হচ্ছে। দরবারে মাকসুদে অর্থাৎ হক মঞ্জিলে শুক্রবার ও শনিবার হুজুর সাহেবের মেলা বসবে। এলাকায় ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দোকানপাট বসতে শুরু করেছে। গোটা এলাকা আলোয় সেজে উঠেছে।

বৃহস্পতিবার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মাথাভাঙ্গা) সন্দীপ গড়াই, মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা সহ মেখলিগঞ্জের অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা মেলা চত্বর পরিদর্শন করে নিরাপত্তাজনিত সমস্ত ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী এদিন রাতে মেলা চত্বরে বিধায়ক তহবিলের অর্থানুকূল্যে তৈরি মহিলাদের বিশ্রামঘরের উদ্বোধন করেন। মেখলিগঞ্জের বিডিও অরিন্দম মণ্ডল, মেলা কমিটির সভাপতি গদিনশিন সৈয়দ নুরুল হক (রুমি হুজুর) প্রমুখ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

চলতি সপ্তাহেই প্রকল্প চালু

দিনহাটা, ২০ ফেব্রুয়ারি : চলতি সপ্তাহেই দিনহাটা-১ ব্লকের ভিলেজ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প চালু হতে চলেছে। এক বছর আগে ছিটমহল আবাসন এলাকাতে গড়ে তোলা হয়েছিল সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট। তবে ইউনিটের কাজ শেষ হলেও তা চালু না হওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। এবিষয়ে ভিলেজ-১'এর পঞ্চায়েত প্রধান রুমা খাসনবিশ বলেন, 'সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের কাজ শেষ হয়েছিল ঠিকই। তবে সেখানে যে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা কাজ করবে, পর্যায়ক্রমিকভাবে তাদের কাজ কী হবে সেটা ঠিক না হওয়ায় এতদিন সেটা চালু করা যায়নি।' সেই সমস্যা মেটায় চলতি সপ্তাহে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটটি তারা চালু করে দিতে পারবেন বলে জানিয়েছেন।

মিষ্টি তুলসী চাষে আগ্রহ বাড়ছে নাটাবাড়িতে

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ২০ ফেব্রুয়ারি : আর কোনও চিন্তা নেই। ডায়াবিটিক রোগীদের মিষ্টি খেতে না পারার আক্ষেপ এবার সুগার ফ্রি তুলসীর মধ্য দিয়ে মিটতে চলেছে। এটি স্টিভিয়া বা মিষ্টি তুলসী পাতা নামে পরিচিত। ভেষজ সুরক্ষা প্রকল্পে উৎসাহিত হয়ে মহিলা কল্যাণ সংঘ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাটাবাড়ির চাড়ালজানিতে প্রথম মিষ্টি তুলসীর চাষ শুরু করেন। উত্তরবঙ্গের অন্য কোথাও এখনও এই চাষ শুরু না হওয়ায় মিষ্টি তুলসীর এখন আকাশছোঁয়া চাহিদা।

গোটা উত্তরবঙ্গ ও নিম্ন অসমজুড়ে মিষ্টি তুলসীর চারা ও পাতা বিক্রি করে কৃষকরা লাভের মুখ দেখছেন। আর তাই মিষ্টি তুলসী চাষে ঝোঁক বাড়ছে নাটাবাড়িতে।

আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, চিনির থেকে প্রায় ২০০ গুণ বেশি মিষ্টি এই পাতায় রক্তে সুগারের মাত্রা কোনওভাবেই বাড়ার সম্ভাবনা নেই। ফলে ডায়াবিটিক রোগীরাও এ ব্যাপারে আশ্বস্ত হচ্ছেন। তাই মিষ্টি তুলসীর চাহিদা বাড়ছে।

নাটাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের সিনিয়ার আয়ুর্বেদিক মেডিকেল অফিসার বাসবকান্তি দিন্দা বলেন, 'স্টিভিয়া বা মিষ্টি তুলসীর পাতায় স্টিভিওসাইড নামক পদার্থের কারণে এই পাতার নির্যাস চিনির থেকে মিষ্টি। তবে এতে ক্যালোরির পরিমাণ শূন্য। এতে প্রোটিন, ভিটামিন-সি, ক্যালসিয়াম, আয়রন, পটাসিয়াম, অ্যান্টি অক্সিডেন্ট, খাদ্যতন্তু থাকায় পাতার পুষ্টিমূল্য খুব বেশি। এটি ডায়াবিটিক, উচ্চ রক্তচাপ, স্থূলত্ব, অজীর্ণ, বুকজ্বালা, দাঁতের ব্যথা, তামাক জাতীয় নেশা কাটাতে খুবই উপকারী।

নাটাবাড়ির চাড়ালজানিতে চাষ করা হচ্ছে মিষ্টি তুলসীর। - সংবাদচিত্র

চিকিৎসক বাসবকান্তির সহযোগিতায় চাড়ালজানি গ্রামের মলিনা সরকার সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম থেকে উন্নত মানের মিষ্টি তুলসীর চারা এনে প্রথম মিষ্টি তুলসী চাষ শুরু করেছিলেন। চাড়ালজানির গ্রামের মলিনা সরকারের কথায়, 'খুব সহজেই চাষ করা সম্ভব এই মিষ্টি তুলসী। তাতে সারের প্রয়োজন নেই।'

২০২১ সালে তিনি এক কাঠা জমিতে শুরু করেছিলেন স্টিভিয়া চাষ। একবার চাষ করে দুই বছর পর্যন্ত সেই পাতা বিক্রি করেছেন। চাহিদা বাড়ায় এবার জমির পরিমাণ বাড়িয়েছেন। ২ কাঠা জমিতে ৩ মাস পরে প্রথম শুকনো পাতা তুলেছেন প্রায় ৩ কেজি।

মলিনা বলেন, 'এখনও পর্যন্ত প্রতি মাসে ৩ কেজি করে শুকনো পাতা পাচ্ছি। তিন হাজার টাকা কেজি দরে তা বিক্রি হচ্ছে। বিক্রির ক্ষেত্রেও সমস্যা হচ্ছে না। বাড়ি থেক

वित्त मंत्रालय
भारत सरकार
सत्यमेव जयते

কৃষিক্ষেত্রকে বিকশিত করছে

केन्द्रीय बजट 2025-2026

অগ্রগতির প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে অন্নদাতা

কৃষকদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ, যা আত্মনির্ভর ও উন্নত ভারতের পথ সুগম করছে

১০০টি জেলার উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পিএম ধন ধান্য কৃষি যোজনা, উপকৃত হচ্ছেন ১.৭ কোটি কৃষক

কিষান ক্রেডিট কার্ড (কেসিসি)-এ ঋণের সীমা ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি, উপকৃত হচ্ছেন ৭.৭ কোটি মৎস্যজীবী, কৃষক এবং ডেয়ারি চাষি

রপ্তানি শুল্ক কমিয়ে ভারতের সামুদ্রিক খাদ্য ব্যবসা ও মৎস্যজীবীদের উন্নতি। হিমায়িত মাছের পেস্টের বহিঃশুল্ক ৩০% থেকে কমিয়ে ৫% এবং মৎস্য হাইড্রোলাইসেট-এর কর ১৫% থেকে কমিয়ে ৫% করা হয়েছে

স্থানীয় কৃষির বিকাশ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে সর্বাত্মক গ্রামীণ সমৃদ্ধি ও সহনশীলতা কর্মসূচি; প্রয়োজনীয়তা নয়, পছন্দ অনুযায়ী স্থানান্তর (১০০টি কৃষি-জেলায় সূচনা

স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সদস্য এবং গ্রামাঞ্চলের মানুষের ঋণের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে ‘গ্রামীণ ক্রেডিট স্কোর’ কাঠামোর সৃষ্টি

অড়হর, বিউলি এবং মশুর ডালের উপর বিশেষ গুরুত্ব সহ ডালে স্বনির্ভরতা অর্জনে আত্মনির্ভরতা মিশন চালু

CBC 15201/13/0011/2425

সম্পাদকীয়

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৭৩ সংখ্যা, শুক্রবার, ৮ ফাল্গুন ১৪৩১

শিকড় ওপড়ানোর গর্জন

আমার আমিকে সত্যিই কি এই বাংলায় খুঁজে পাচ্ছি আমরা? বাংলা ভাষার মাঝে সীমানার কাঁটাতার দূরত্ব তৈরি করেছে অনেকদিন। এখন চড়া বিভেদের সুর বাংলা ভাষায়। গঙ্গা আমার মা, পদ্মা আমার মা... সেই মা যেন বিভাজিত। দুই বাংলায় বাঙালিও যেন ভিন্ন। একই আকাশের নীচে বাতাসে ভাসছে ঘৃণা। ভাষা দিবসে খণ্ডিত বাঙালি। রাষ্ট্রীয় কূটনীতি, সংকীর্ণ দলীয় নীতি ইত্যাদি যেন সমস্বরে গাইতে 'আমি বাংলায় গান গাই' বাধা দিচ্ছে।

প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গানের মর্মার্থকে যেন প্রতিপদে ব্যঙ্গ করছে বাস্তব পরিস্থিতি। উত্তরবঙ্গের ওপারে বাংলাদেশের লালমণিরহাটে দু'দিন আগে সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে বাঙালির বিভেদের বার্তা উচ্চারিত হল। তিস্তার জলের সুষ্ঠু বণ্টনের দাবিতে ৪৮ ঘণ্টার মেগা ইভেন্টের পরতে পরতে ছিল এপার বাংলার প্রতি ঘৃণার বর্ষণ। জলবণ্টনের মতো বিষয় আসলে দুই দেশের কূটনৈতিক স্তরের বিষয়। কিন্তু সেটা দুই বাংলায় ঢেলে দিচ্ছে বিভেদের বিষ।

তিস্তা নিয়ে কত গান, কবিতা, রোমান্টিকতা দুই বাংলায়। দু'দেশেই তিস্তাকে ঘিরে লালিত, সংরক্ষিত রাজবংশী সংস্কৃতি। সেই তিস্তার জলের ভাগাভাগির দাবি উভয় দেশের রাজবংশী সমাজেও অনৈক্যের বীজ পুঁতে দিল। নদী কোনও দেশের হয় না। নদী কোনও রাষ্ট্রীয় ভৌগোলিক সীমারেখা মেনে চলে না। নদী আপনবেগে যে যে দেশে বয়ে যায়, সেই সেই দেশের মানুষের সমান অধিকার সেই নদীতে।

এই চিরকালীন সত্যকে ঢেকে দেওয়া হচ্ছে উগ্র জাতীয়তাবাদের স্লোগানে। অনেক বাধা অগ্রাহ্য করে একসময় গঙ্গার জল নিয়ে চুক্তি হয়েছিল। যে চুক্তির শর্ত, নিয়মাবলি পরিস্থিতি বদলের নিরিখে আর পালটানো হয়নি। পুনর্নবীকরণ পর্যন্ত হয়নি। এখন তিস্তা হয়ে উঠেছে বিরোধের নতুন ফ্রন্ট। যেখানে যুযুধান দুই পক্ষের মুখের ভাষা বাংলা। আত্রেয়ী নদী বাংলাদেশ ছুঁয়ে ফের ভারতে আসার আগে নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে পড়ে বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণের কারণে।

তিস্তার মতো আত্রেয়ীর জলেও তাই বাঙালির বিভেদের স্রোত ভাষা দিবসে আরও প্রবল বেগে বইছে। এক ভাষা, কিন্তু এক প্রাণ না হওয়ার বেদনা নীল করে দিচ্ছে বাঙালিকে। ভাষা দিবসের আন্তর্জাতিক আহ্বান ধাক্কা খাচ্ছে জাতীয়তাবাদের নামে তৈরি করা মিথ্যার দেওয়ালে। প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের কথা ও সুরে 'বাংলা আমার জীবনানন্দ' আর একসঙ্গে গাইতে পারছে না দুই বাংলা। বরং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হল থেকে জীবনানন্দের নাম মুছে দেওয়া হল ভাষা দিবসের ক'দিন আগেই।

বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত বদলের দাবি উঠছে রচয়িতা রবীন্দ্রনাথের হিন্দু পরিচয়ের কারণে। এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক আর কী হতে পারে! বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সাধক তসলিমা নাসরিনকে এই বাংলায় ঠাঁই দেয় না কোনও শাসক। ধর্মীয় ভোটব্যাংক মজবুত রাখতে দুই বাংলাই তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখে। ভাষা দিবসের আগে ওপার বাংলায় কোতলের হুমকি শোনানো হয় তসলিমাকে।

রাষ্ট্রীয় কূটনীতি, রাজনৈতিক সংকীর্ণতার বেড়াজালে বাঙালির এই ভেদাভেদ বিপন্ন করে তুলছে বাংলাকে। তার ওপর রয়েছে ইংরেজিমাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে পড়ানোর হুজুগে বাংলার প্রতি অবহেলা। বাংলাচর্চার পথ রুদ্ধ করে মুখ বুজে ইংরেজি শেখার ইঁদুর দৌড়ে নেমেছে নবীন বাঙালিরা। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী চর্চার পরিসরে অবশ্য বাংলার পাশাপাশি তখনকার প্রজন্মকে ইংরেজিতে শিক্ষিত করে তুলেছিল।

বিভেদের সংকীর্ণতায় সেই ঐতিহাসিক সত্যকেও আমরা ভুলে যাই। যাতে মিথ্যা হয়ে যায় অমর একুশের স্লোগানের মাহাত্ম্য, বাঙালির গর্ব। 'গর্বের সঙ্গে বলো আমি হিন্দু' ডাকে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় গর্বের সঙ্গে নিজেকে বাঙালি বলার আত্মবিশ্বাস। সেইসঙ্গে অন্য ভাষাকে মর্যাদা দেওয়ার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে যাওয়ার প্রবণতায় ছন্দপতন ঘটাচ্ছে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের মূল সুরে। বাংলা সহ নানা ভাষার আকাশে অনাকাঙ্ক্ষিত কালো মেঘে শিকড় উপড়ে ফেলার গর্জন শোনা যাচ্ছে।

অমৃতধারা

তুমি সবসময়ে ঈশ্বরকে স্বর্গের পিতারূপে কল্পনা করেছো। কিন্তু ছোট একটি শিশুরূপে তাঁকে কল্পনা করতে পারো? তুমি যদি তাঁকে পিতা ভাবো তাহলে তোমার মধ্যে অনেক চাহিদা তৈরি হবে কিন্তু তাঁকে শিশু ভাবলে তাঁর কাছে তোমার কিছু চাওয়ার থাকবে না। ঈশ্বরই তোমার অস্তিত্বের মূলে রয়েছে। তুমি যেন ঈশ্বরকে গর্ভে ধারণ করে রয়েছো। তোমাক অতি সযত্নে সন্তর্পণে সেই শিশুকে পৃথিবীর মুখ দেখাতে হবে। বেশির ভাগ লোকেই এই প্রসবটি করে না, যারা করে তাঁরা ইচ্ছাপূরণও করতে পারেন। তোমার শেষ বয়স এবং তারপরে মৃত্যু অবধি ঈশ্বর একটি ছোট্ট শিশুর মতো তোমাকে আঁকড়ে থাকেন। ভক্তের আদরযত্নের জন্য তিনি আকুল হয়ে থাকেন। সাধনা, সেবা ও সৎসঙ্গ হল তাঁর আদরযত্ন।

- **শ্রীশ্রী রবি শংকর**

বাংলা ভাষা রক্ষায় বাংলাদেশই এগিয়ে

গুগলে বাংলায় অনুবাদ করলে জলের বদলে 'পানি' পাবেন, প্রাতরাশের বদলে 'নাস্তা', কখনও বাবার বদলে 'আব্বা'।

সেবন্তী ঘোষ

২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ : ঢাকা কলা ভবনে ১৪৪ ধারা ভাঙার ঠিক আগে। ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩ : প্রভাতফেরিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা।

শুনতে একটু তেতো লাগলেও পৃথিবীতে বাংলাভাষী বলতে এখনও বাংলাদেশের কথাই লোকে ভাবে। কমনওয়েলথের যে সাহিত্য পুরস্কার তাতে বাংলা লেখার বিচারক হিসেবে বাংলাদেশের লেখকরা ঠাঁই পান। পুরস্কারও যায় তাঁদের দেশের লেখকদের ঝুলিতে।

সুইডেনের এক বাংলা কবিতার সংকলনে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বাংলা ভাষার কবিদের নাম না দেখে সংকলক, সম্পাদক সুইডিশ কবিকে প্রশ্ন করেছিলাম। উত্তর পেয়েছিলাম, 'টেগোর ছিলেন অবিভক্ত ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানের কবি। তারপর তো বাংলা ভাষার লেখক মানেই বাংলাদেশের'। একে স্বল্প জ্ঞানী বলে উড়িয়ে দিতে পারি কিন্তু কঠোর সত্য থেকে চোখ ফেরাতে পারি না।

কম্পিউটারে বাংলা ফন্টগুলির প্রাথমিক ও সফল আবিষ্কর্তা বাংলাদেশিরা। গুগলে বাংলায় অনুবাদ করতে গেলে জলের বদলে আপনি 'পানি' পাবেন, প্রাতরাশের বদলে, 'নাস্তা' কখনও বাবার বদলে 'আব্বা'। সেই সংখ্যাগুরু বাংলাভাষী দেশ বাংলাদেশে, এখন আমূল রাজনৈতিক ও সামাজিক পটপরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। দেশটা যেন একাত্তর পূর্বের উর্দুভাষী, বাংলা ও বাঙালি বিরোধী পাকিস্তানের অংশ হতে চাইছে। তীব্র ভারত বিরোধিতার সুর সোশ্যাল মিডিয়ায় অকথ্য গালিগালাজে আছড়ে পড়ছে।

কিন্তু রাজনীতি এখন আগের মতো সাদা-কালোয় বিভাজিত নয় বলেই সরল সমীকরণে আপনি কোনওভাবেই পৌঁছাতে পারবেন না। যেমন বাংলাদেশে গত মঙ্গলবার মানে ১৮ ফেব্রুয়ারিতে, সরকারি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সহ সব প্রতিষ্ঠানে অন্তর্বর্তী সরকারের নির্দেশ এসেছে, যথাযথ সম্মানের সঙ্গে একুশে ফেব্রুয়ারি, ভাষা দিবস পালন করতে হবে। মোটেই উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়ার কথা বলা নেই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাংলাদেশের এক বিখ্যাত লেখকের বিশ্লেষণ, 'বলা যেতে পারে অধুনা প্রভাবশালী জামায়াতের অন্যতম প্রধান গোলাম আজম ভাষা আন্দোলনে জেল খেটেছেন বলেই বাংলা ভাষাময় একুশে ফেব্রুয়ারি তাদের অ্যাজেন্ডায় ব্রাত্য নয়।'

যে জামায়াতের আমির পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী হাসিনার জমানায় জেলে গিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকার কিন্তু এখনও তাঁকে জেল মুক্ত করেননি। গতকাল আর একটি ফরমান নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আইন আদালতে ইংরেজ আমল থেকে চলে আসা যে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার, সেটিকে তুলে ফেলতে হবে। আদালতে রায়ের পরেও উপেক্ষিত বাংলা এই নিয়ে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করা হয়েছে। উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী সাইনবোর্ড বিলবোর্ড ব্যানার গাড়ির নম্বর প্লেট বাংলায় লিখতে হবে, একইভাবে সব দপ্তরের নাম ফলক মিশ্র ভাষায় না লিখে বাংলায় লেখার নির্দেশনা আছে। সিটি কর্পোরেশন যেন এই বিষয়ে তৎপর থাকে, অবহেলা না করে, এমন উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

এবার মনে মনে একটা প্রশ্ন তৈরি হয় কট্টরপন্থীদের বাংলা ভাষার প্রতি এই মমত্ব কি এই কারণে যে, তাদের মধ্যে নতুন করে উর্দু শেখার আলস্য বা মেধার জড়তার অভাব? এক অধ্যাপক সঙ্গে সঙ্গে শুধরে দিয়ে বললেন, 'মোটেও এমনটা ভাববেন না, কট্টরপন্থীদের নতুন প্রজন্ম অশিক্ষিত। তাদের অনেকেই বিদেশে উচ্চশিক্ষিত। কিন্তু তাদের সমস্যা যে তারা বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চমানের প্রযুক্তিবিদ হয়ে ফিরছে, ভাষা, সাহিত্য ইতিহাস নিয়ে তারা চর্চা করেনি, ফলে 'লিবারেল' হতে গেলে তাদের যে পড়াশোনার দরকার সেটির অভাব আছে।'

এঁদের বিষয়ে বলতে গেলে নজরুলের 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতাটি মনে পড়বে আপনাদের, 'আমপারা' অর্থাৎ কোরানের প্রারম্ভিক ও সংক্ষিপ্ত অংশটি পড়েই নিজেদের ধর্মজ্ঞানী মনে করেন যাঁরা, তাঁরাই যখন রাষ্ট্রযন্ত্রের চালিকাশক্তি হয়ে ওঠেন তখন এমনই অরাজক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

এই গেল প্রতিবেশী বাংলাভাষী রাষ্ট্রের কথা। নিজের দেশে বরাক উপত্যকা বা উত্তর-পূর্বে বাংলা ভাষার দৈনন্দিন চর্চা বাড়িতে নিজেদের কথাবার্তায় মধ্যে সীমিত হয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। কারণটি এই যে, সরকারি কাজে ব্যবহার না থাকলে সে ভাষার গুরুত্ব কমে যায়। যেভাবে কেন্দ্রীয় বোর্ডের আওতাধীন হয়ে দিল্লির বিখ্যাত বাংলা স্কুলগুলিতে বাংলা হয়ে গিয়েছে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাষা।

দিল্লির সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আতিশী মারলেনা, যাঁর স্বনির্বাচিত পদবির মধ্যে মার্কস ও লেনিনের অর্ধাংশ ঢুকে আছে, তিনি শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন এই বাংলা স্কুলগুলির পুনরুজ্জীবন ঘটে। এর ফলে বাংলা স্কুলগুলি একভাবে বেঁচে যায়। একেবারে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচতে মন্দের ভালো হয়ে, দ্বিতীয় ভাষা, তৃতীয় ভাষায় নেমে এল বাংলা। দুঃখের বিষয় আমার পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষার দৈনন্দিন ব্যবহার এর চেয়ে থেকে খুব বেশি আলাদা নয়। তথাকথিত দুটি উচ্চশিক্ষিত মানুষ নিজেদের মধ্যে কথা বলেন ইংরেজিতে।

একজন বড় মাপের উকিলের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তিনি উত্তর দেন ইংরেজিতে, মেসেজের উত্তর দেন ইংরেজিতে। ডাক্তার থেকে ইঞ্জিনিয়ার যত উঁচু ডিগ্রি, যত উঁচু প্রতিষ্ঠা তত তিনি ইংরেজি বলেন এবং লেখেন। বাঙালি অভিভাবক বেসরকারি স্কুলগুলিতে কোন অলৌকিক যুক্তি ভাবনায় হিন্দিকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে নির্বাচন করেন, আপনার বোধগম্য হবে না। এই পশ্চিমবঙ্গেই বাংলা পক্ষের মতো জোরালো পক্ষ থাকার পরেও কোনও কোনও বেসরকারি স্কুলে এগারো বারোতে বাংলার অপশন রাখা হয় না। সেই সব স্কুলে আবার ঘটা করে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালিত হয়। তাতে ইংরেজিতে ভাষণ দেওয়া হয়। অবশ্য আপনি বলতে পারেন ইংরেজি ভাষাতে লেখার জন্য রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, বাংলার জন্য তো আর পাননি। একুশে ফেব্রুয়ারি গায়ে মাখে, না মাথায় দেয় এ বিষয়ে বিপুল সংখ্যক ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে কোনও চর্চা চলে না। এলিট অভিজাতদের ভাষা থেকে বাংলা আসলে চলে আসে নিম্ন মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তদের কাজের জগতে। একটি ক্যালেন্ডার ঝোলানো ছাড়া আমি, আপনি বাংলা তারিখ মাস মনে রাখতে পারি না। আমার, আপনার বাড়ির পরিচারিকা কিন্তু মনে রাখে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য করেছি, বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা পড়াই বলে অপরপক্ষ আমাকে খানিকটা কম নম্বর দিয়ে বিচার করে। সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, যিনি বাংলা পড়াচ্ছেন তিনিও মনে মনে দুঃখ পাচ্ছেন, খানিকটা ইংরেজি জানলে বা ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে পড়াশোনার সুযোগ পেলে তিনি হয়তো অন্য কিছু নিয়ে পড়তেন। যথাযথ উচ্চারণে (যেটি অবশ্য ইংল্যান্ড আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়া ভেদে আলাদা) ইংরেজি বলতে পারছেন না বলে রাজ্য ও রাষ্ট্রপ্রধানদের নিয়ে আমরা হাসাহাসি করছি। পশ্চিমবঙ্গে থেকে, স্বামী-স্ত্রী বাঙালি হয়ে, নিজের সন্তানের জন্যে বাংলাকে তৃতীয় ভাষা হিসেবে নির্বাচন যে মূর্খের আত্মপ্রসাদ লাভ করছি আমরা, তা আসলে আত্মঘাতী বাঙালির এক সেমসাইড গোল।

গ্যালিলিওর সঙ্গে চার্চের সংঘাত লাগার অন্যতম একটি কারণ ছিল মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা। লাতিন বুঝতেন না সাধারণ ইতালিওরা। ইতালিও ভাষায় গ্যালিলিও বিজ্ঞান আবিষ্কারের কথা লিখতে শুরু করলেন। জ্ঞান সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছাতে গেলে ভাষা তার অন্যতম হাতিয়ার। আমরা বাংলা ভাষাকে সরকারি বাংলা স্কুলের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজের ছেলেপুলেদের জন্যে, অর্থবানদের একটা অন্য জগত তৈরি করে ফেলেছি, যেখানে বাংলা এক শখ বা ভালোবাসার উপাদান মাত্র, কাজের নয়।

যে ভাষায় জগদীশচন্দ্র থেকে সত্যেন্দ্রনাথ বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী থেকে রাজশেখর বসু সাহিত্যের বাইরের বিষয় নিয়ে চর্চা করেছেন, আমরা তার ব্যাটন এগিয়ে না নিয়ে গিয়ে রেসের বাইরে ছিটকে গেলাম। সরকারি কাজের ভাষা হিন্দির সর্বগ্রাসী দৌড় নিয়ে ব্যঙ্গ করা যায়, তার পিছনে রাষ্ট্রীয় সহায়তা নিয়ে এবং আমাদের বঞ্চনা নিয়ে সরব হওয়া যায় কিন্তু নিজেদের দায়িত্বটুকু এড়ানো যায় না। মনে রাখতে হবে, ভাষা দিবস জন্মদিন পালনের মতো বছরে একবার কেক কাটা, পায়েস খাওয়ার দিন নয়। নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তার উপযুক্ত মর্যাদা আমাদেরই দিতে হবে।

(লেখক সাহিত্যিক ও শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

২০২২

আজকের দিনে বিশিষ্ট সুরকার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত হন।

১৯৬১

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন আজ।

আলোচিত

এলন মাস্কের কোম্পানি যদি ভারতে গাড়ি কারখানা তৈরির কোনও পরিকল্পনা নেয়, সেটা খুবই অন্যায্য হবে। অন্য দেশে আমাদের তৈরি একটা গাড়িও বিক্রি করা অসম্ভব। মাস্ক যদি ভারতে কারখানা তৈরি করতে পারেন, আমাদের জন্য সেটা অত্যন্ত খারাপ হবে।

- ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল/১

তাকে বলা হচ্ছে বিস্ময় বালক। মহারাষ্ট্রের ১৪ বছরের আরিয়ান শুক্লা একই দিনে ৬টি বিশ্বরেকর্ড ভেঙেছে। 'হিউম্যান ক্যালকুলেটর' সংখ্যা নিয়ে ভেলকি দেখায় মাঝে মাঝেই। মুহূর্তে পঞ্চাশটি পাঁচ ডিজিটের নম্বর নিয়ে নিখুঁত অঙ্ক কষে দেয়।

ভাইরাল/২

কর্ণাটকে তাঁর গ্রামের বাড়িতে ৪০ ফুট গভীর এক কুয়ো তৈরি করেছেন গৌরী নামে এক গৃহবধূ। উদ্দেশ্য পৃথিবীতে আবার গঙ্গাকে আনা। প্রয়াগরাজে যাওয়ার তাঁর টাকা ছিল না। ওই জন্যই এরকম পরিকল্পনা।

জনমন জনমত

'তোমায় হৃদ মাঝারে রাখবো'

রক্তে রাঙানো ২১শে ফেব্রুয়ারি পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরল বিপ্লব। গর্ববোধ হয় আমার বাংলাকে নিয়ে, যখন দেখি ভারত-বাংলাদেশ বিশ্ব ক্রিকেটের আসরে রবি ঠাকুরের লেখা জনগণমন আর আমার সোনার বাংলা গাওয়া হচ্ছে এবং কুর্নিশ জানাচ্ছে গোটা স্টেডিয়াম। অহংকার হয় বাংলার উপর যখন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় ধুতি-পাঞ্জাবি পরে নোবেল মঞ্চ মাতান। বাংলার নদী, মাঠ ঘুরে অপু-দুর্গা যখন সত্যজিতের হাত ধরে অস্কার নিয়ে আসে, তখন এই ভাষাকে আরও আঁকড়ে ধরে থাকতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু অনুকরণের অ্যাডিকশনটাও ছাড়তে পারি না। তাই মাঝে মাঝে বাংলা হয়ে পড়ে দ্বিতীয় ভাষা। পাশাপাশি গাজন, চড়ক, অষ্টমীর স্নান, শিবরাত্রির মেলা প্রভৃতি বঙ্গ সংস্কৃতির অঙ্গগুলি এক্সপো, ওয়াটার কিংডম- এসবের মাঝে পড়ে কিছুটা চিন্তামগ্ন। নববর্ষের ভোরে আমাদের ঘুম ভাঙে না, কিন্তু নিউ ইয়ারে লেট নাইট পার্টিতে আমরা সর্বদা রাজি। এসবের ঊর্ধ্বে উৎসব পরিণত হয়েছে ফেস্ট, শুভেচ্ছা বদলে গিয়েছে কঙ্গো, আর ভালো আছি ব্যাপারটা বিন্দাস বলে চালিয়ে দিই। বরং এসব থেকে কিছুটা রেহাই পেয়েছে দুর্গাপুজোর অষ্টমী আর সরস্বতীপুজো- পাঞ্জাবি আর শাড়িতে বাংলা কিছুটা হলেও নিজেকে খুঁজে পায়। তবে ভয় পেও না বাংলা, তুমি তো শুধুমাত্র ভাষা নও, তুমি আবেগ, অস্তিত্ব, বলিদান, তুমি 'ভাইহারা একুশের গান'। তাই পরিস্থিতি যাই আসুক 'তোমায় হৃদ মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দেবো না'।

রাহুল ভট্টাচার্য
মোদকপাড়া, আলিপুরদুয়ার।

চোদ্দোদিনে একটি করে ভাষা বিলুপ্ত

ধ্রুপদি সম্মানে সম্মানিত হওয়ার পরেও বাংলা ভাষার কপালে দুর্দশা আছেই। বেশ কিছু বাংলা স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং আরও কিছু বন্ধ হতে চলছে। বেশিরভাগ বাঙালি ছেলেমেয়ে বাংলা বিষয় হিসেবে রাখতে চায় না, ঝোঁক শুধু ইংরেজি ও কিছুটা হিন্দির দিকে, কিন্তু বাংলার প্রতি নয় মোটেই। এমনকি ইংরেজি স্কুলে দ্বিতীয় ভাষা বাংলা থাকা সত্ত্বেও বেশিরভাগ বাঙালি ছাত্রছাত্রী তা নিতে রাজি নয়। অভিভাবকরাও চান না ওরা বাংলা শিখুক। হায় রে ভাগ্য!

অন্য ভাষা শিখলে, জানলে আপত্তি নেই। কিন্তু তাই বলে বাংলা নয়, এমনকি ঘরে ঘরে বাংলা চর্চা নয়? অবাক হওয়ার বিষয়, প্রতি চোদ্দোদিনে পৃথিবী থেকে একটি করে ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যায়। আরও অবাক হওয়ার বিষয়, এই শতাব্দী শেষে ভারত থেকে ১৯৭টি ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এটা বেশ কয়েক বছর আগে রাষ্ট্রসংঘের তথ্য।

দশ হাজার বছর আগে পৃথিবীতে মোট ভাষা ছিল এক কোটি দশ হাজার। বর্তমানে পৃথিবীর ভাষা আনুমানিক সাড়ে ছয় হাজার। এবার বুঝুন কী হবে আগামীদিনে! তাই বলি পৃথিবীর মিষ্টতম ভাষা বাংলাকে ভালোবাসুন, চর্চা করুন ঘরে ঘরে। আরেকটি কথা না বললেই নয়, পৃথিবীর ভাষা আন্দোলনে বাঙালিদের মতো এত বলিদান আর কোনও জাতির নেই। তাই বলি, মাতৃভাষাচর্চা করুন অবশ্যই।

সজলকুমার গুহ, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08.
E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পরিচর্যা ছাড়া ভাষা শুধু শুধু বাঁচে না

বাংলা ভাষার দুর্দিনে রাজ্যজুড়ে অজস্র দোকানের নাম অন্য ধারার। সেখানে এমন চমকপ্রদ বাঙালি নাম আশাবাদ জাগায়।

সন্দীপন নন্দী

দিবসরজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি! কী সেই দুর্লভের আহ্বান? কসমোপলিটান শিলিগুড়িতে আজ ঋজু দাঁড়িয়ে নির্বিঘ্ন কিছু নার্সিংহোম। পথিকের রাত্রিবাসের আয়োজক বালুরঘাটের সরকারি দালানবাড়ি ক্ষণিকা কিংবা হিলি মোড়ে চিরকালের এককোণে গুম মারা দুর্দান্ত নামের দোকান, দিনের শেষে।

প্রশ্ন জাগে? কে দিয়েছে এই নাম? বার্তা রটে ক্রমে, শোরগোল আক্রান্ত সুভাষপল্লি বাজারেও আলোড়ন নামক বৈদ্যুতিক দ্রব্যের দোকানটি সগৌরবে চলিতেছে। কে বলে বাংলা ভাষা গৌরব হারিয়েছে?

এখানেই শেষ নয়! জলপাইগুড়ি প্রভাত মোড়ের ব্যস্ততম চৌমাথায় উইমেন গারমেন্টসের সঞ্চয় নিয়ে কালে কালে বেষ্টিত দোকানের নাম হয়েছিল আধুনিকা, মফসসলের বিহ্বল গিফট শপের নাম ছিল সবভালো।

তাই আশা জাগে। যখন বরিস্তা, আশিয়ানা নামক রেস্টুরেন্টের মাঝেও তিস্তাপাড়ে থমকে থাকা হোটেলের নাম হয়ে যায় যাযাবর আর সেই ছায়াবৃত ভাতডালের সাম্রাজ্য নিয়ে বসে থাকা বৃদ্ধ মালিকের ক্যাশ বাক্সের পাশে অবলীলায় অমিয়ভূষণ, দেবেশ রায়, সমরেশের সমাবেশ দেখে মনে হয়েছিল নেপথ্যে এ ভাষার আলো মরে নাই, এ ভাষা অনুপম!

তাইতো জলঘরের প্রত্যন্ত রুরাল এলাকায় ভরা বসন্তেও ব্যবসা করে যায় অনন্ত এক চায়ের দোকান চুমুক। কোন নক্ষত্রবীথিতলের রায়গঞ্জ বিদ্রোহী মোড়ে ধাবমান মানবের ভেসে আসা ডাকনামে ঝিলমিল লাগে নাইটবাস চালকের। সহন মার্ডি। ভাবি কী অপূর্ব জন্ম তার।

এমনই এক নিখুঁত বিশ্বের চৈতালি দ্বিপ্রহরে কুসুমতোড় গ্রামের ট্রাইবাল ভিলেজে ঝরে পড়া সজনে ফুল কুড়োয় কিশোরী কন্যা তীব্রতা মুর্মু। বাংলার বাড়ি এনকোয়ারি টিমের সঙ্গে আলাপ করতে এগিয়ে আসে কৃষ্ণকায় তরুণ চমক মুন্ডা। দেখি দরদি বাস্কে একমনে সহাস্য বদনে পুড়ে যাওয়া পাতিলের কালি তোলে ওই অদূর পুকুরপাড়ে।

ফলে জানার মাঝে অজানার সন্ধান মেলে এবং যে ট্র্যাডিশন সমানে চলিতেছে এ মর্মের বাংলায়। আবার সে পৃথিবীরই কোথাও জেগে থাকে মাধুর্যের আশ্চর্য গ্রাম তালমন্দিরা, হলদিডাঙ্গা, বিরহি, ফুলঘরা অথবা ঊষাহরণেরা। শতাব্দীর নামমুগ্ধতায় যারা ছিল অকল্পনীয়, খানিক অভূতপূর্ব! তবু বাংলা নামের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে প্রকৃতির কাছে গচ্ছিত থাকে কিঞ্চিত আজন্ম মায়া!

মায়ের এ ভাষাতেই নাকি গোপন ছিল আমাদের পূর্বপুরুষের অরহিত কান্নাহাসির পৌষফাগুনের গানগুলি, দেশভাগের স্মৃতিমালারা।

স্বাভাবিক। তবু দুনিয়া কাঁপানো দিনেও কীভাবে দূরে রাখা যায়, পূর্বাশা নামক ক্লাবকে! যে ধারায় অগ্নিশিখা, যাত্রিক, কবিতীর্থ, সৃজনী, উত্তমাশা, অভিযাত্রীও নামমাহাত্ম্যে শ্রেষ্ঠতম ক্লাব হতেই পারত।

শোনা যায়, একদিন এই বাংলাদেশ লাগোয়া শহরের ভাড়াবাড়িতে যমজ ভাই উষ্ণ আর স্পর্শকে একত্রে ভাত খেতে ডেকেছিল তাদের মা। কারণ ভাষা তো নদীর মতো, বয়ে যায় দুর্নিবার, হেঁটে যায় মুখে মুখে।

কোথায় নেই সে কৃষ্টি? আগরতলায় নগণ্য চাল, চিনি, ডাল বিক্রেতার দোকানের মাথায় লেখা ছিল শঙ্খচিল। যাদবপুরে এক বিচিত্র গৃহবাসীর মুক্তদুয়ার পেরিয়ে অন্দরমহল সেজে ওঠে সমৃদ্ধ বাংলা ভাষায়। যার ঐশ্বর্যের শু র‍্যাকের নাম জুতোর বাড়ি। কিচেনের ডাকনাম পাকস্থান আর বাতানুকূল যন্ত্রের পাশে গৃহকর্তা সাদরে লিখেছেন মা শীতলা। এ-ও হয়? যে বাড়ির কন্যার নাম বিভাবরী আর পুত্র বৈভব। এটুকুই তো বঙ্গভাণ্ডারের বিবিধরতন।

তবু তনুশিয়া, আরুথিরা, ফ্রেয়া, আন্ভিকা, আইলিতার বঙ্গে নাম বিপর্যয়ের তালিকা দীর্ঘ হয় রোজ। যে নামের অর্থ খুঁজতে হন্যে হয় সরল অভিধান থেকে নাটোরের বনলতা সেন। আসলে ভাষা এমনি এমনি বাঁচে না, তাকে ইতস্তত জলবাতাসের লালনে, আদরে বাঁচিয়ে রাখতে হয়।

(লেখক বালুরঘাটের বাসিন্দা, প্রবন্ধকার)

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৭১

পাশাপাশি : ১। অগভীর ঘুম অথবা লোকসংগীত ৩। পুজোর যজ্ঞের জন্য আনা ঘি ৫। গোটা নয়, সম্পূর্ণ বস্তুর সিকিভাগ ৬। ভক্ত প্রহ্লাদের মা, হিরণ্যকশিপুর স্ত্রী ৮। রোগে আক্রান্ত হয়ে বহু প্রাণীর মৃত্যু ১০। এক মেয়ের আগে যে মেয়ের জন্ম হয়েছে ১২। উদ্দীপনা, হুড়োহুড়ি বা গেঁজে ওঠা ১৪। রূপকথার ডানাওয়ালা মেয়ে ১৫। নিরেট মূর্খ, অপদার্থ বা কাঁঠাল ১৬। ভৃত্য বা পরিচারক।

উপর-নীচ : ১। ছানা দিয়ে তৈরি লম্বা মিষ্টি ২। শ্মশানে সাধনা করেন বামাচারী তান্ত্রিক ৪। দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের দিন ৭। সন্ন্যাসীদের জ্বালানো আগুন ৯। বৌদ্ধ পুরোহিত বা তিব্বতের সর্বোচ্চ ধর্মগুরু ১০। বন্দি করে রাখা ১১। প্রাচীন জিনিসের সংগ্রহশালা ১৩। সারা মাসের মাইনে।

সমাধান ■ ৪০৭০

পাশাপাশি : ১। কার্মুক ৩। সসেমিরা ৪। বিহঙ্গ ৫। দোজবর ৭। সখা ১০। তাগা ১২। লেখাজোখা ১৪। মাকাল ১৫। তোতাপাখি ১৬। তামাদি।

উপর-নীচ : ১। কালিদাস ২। কবিতা ৩। সঙ্গদোষ ৬। বশ্যতা ৮। খামোখা ৯। মাখামাখি ১১। গাদাগাদি ১৩। চালতা।

ভালো খবর

গত ১৭ বছর ধরে জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে স্কুলে যান অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী আন্নালক্ষ্মী। বেশ কয়েকবার হাতির সামনে পড়েছেন। তবু ভয় পাননি। কয়েকদিন আগে ওই পথেই একজন বনকর্মীকে মেরে ফেলেছিল হাতি। তাতেও নিজের কাজ ছাড়া অন্য কিছু ভাবেননি আন্নালক্ষ্মী। প্রতিদিন হাঁটেন অন্তত ১২ কিমি।

শপথের মঞ্চে ঐক্যের বার্তা এনডিএ'র

সুষমার ছায়ায় যাত্রা শুরু রেখার

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি : ২৭ বছর আগে সুষমা স্বরাজের ছেড়ে যাওয়া জুতোয় বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে পা গলালেন রেখা গুপ্তা। এদিন বেলা ১২টার কিছু পরে ৩০ হাজার বিজেপি কর্মী, সমর্থকের 'জয় শ্রীরাম' স্লোগানে মুখরিত রামলীলা ময়দানে তাঁকে জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করান উপরাজ্যপাল ভিকে সাক্সেনা। প্রয়াত সুষমার ছায়ার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে এদিন রেখার পরনে লাল শাড়ি ও জ্যাকেট। তবে সুষমা মাত্র ৫২ দিন কুর্সিতে ছিলেন। পুরো পাঁচ বছর মুখ্যমন্ত্রিত্বে টিকে থাকাই এখন রেখার চ্যালেঞ্জ।

এদিন রামলীলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডার পাশাপাশি হাজির ছিলেন বিভিন্ন বিজেপি এবং এনডিএ-শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রীরাও।

নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার জন্য শ্রীমতী রেখা গুপ্তাকে অভিনন্দন। তৃণমূল স্তর থেকে উনি উঠে এসেছেন। ছাত্র রাজনীতি, রাজ্যে সংগঠনের দায়িত্ব, পুর প্রশাসনে সক্রিয় ভূমিকা পালনের পর এবার উনি বিধায়ক তথা মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। আমি মনে করি, উনি দিল্লির উন্নয়নে সর্বতোভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করবেন। ওঁর প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল।' মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসার পর রেখা বলেন, 'আমরা বিকশিত দিল্লি গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাব। যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছি আমরা সেগুলি পূরণ করব।' যমুনাকে দূষণমুক্ত করার বার্তা দিয়ে এদিন নদীর পাড়ে আরতিও করেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী।

১৯৯৮ সালের পর জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে গেরুয়া শিবিরের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানকে ঐতিহাসিক ঘটনার রূপ দিতে আয়োজনের কোনও ত্রুটি রাখেননি বিজেপি নেতৃত্ব। রেখার পরই শপথবাক্য পাঠ করেন পরবেশ সাহিব সিং ভার্মা। তিনি দিল্লির নতুন উপমুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। এদিন আরও যাঁরা মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন, তাঁরা হলেন কপিল শর্মা, মনজিন্দর সিং সিরসা, আশিস সুদ, পঙ্কজ কুমার সিং এবং রবীন্দর ইন্দ্রজ সিং। মন্ত্রীসভা গঠনে জাতপাতের সমীকরণের দিকে লক্ষ রেখেছে বিজেপি। কারণ, পরবেশ প্রভাবশালী জাঠ নেতা, মনজিন্দর সিং সিরসা শিখ, প্রাক্তন আপ নেতা কপিল মিশ্র ব্রাহ্মণ, আশিস সুদ পঞ্জাবি খাতরি সম্প্রদায়ের নেতা, রবীন্দর সিং দলিত নেতা। পঙ্কজ কুমার সিং পূর্বাঞ্চলী এবং ভোটের আগে আপ থেকে বিজেপিতে যোগ দেন।

মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকে মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টনও করেছেন রেখা। মুখ্যমন্ত্রী নিজের হাতে রেখেছেন স্বরাষ্ট্র, অর্থ, পরিষেবা, ভিজিল্যান্স ও পরিকল্পনা। উপমুখ্যমন্ত্রী পরবেশ সাহিব সিং ভার্মা পেয়েছেন শিক্ষা, পূর্ত এবং পরিবহণ। মনজিন্দর সিং সিরসা পেয়েছেন স্বাস্থ্য, নগরোন্নয়ন এবং শিল্প। কপিল মিশ্র পেয়েছেন জল, পর্যটন ও সংস্কৃতি।

দিল্লিতে আয়ুষ্মান ভারত চালুর ফাইলেও সই করতে পারেন তিনি। শপথের পর দিল্লি সচিবালয়ে মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠক বসে।

তবে সামাজিক মাধ্যমে রেখার পুরোনো পোস্ট ঘিরে শোরগোল পড়েছে। তাতে আপ সুপ্রিমোর বিরুদ্ধে যে চাঁচাছোলা কথা বলেছিলেন তিনি। তা নিয়ে আপের তরফে উষ্মা প্রকাশ করা হয়েছে।

টিম রেখা

উপমুখ্যমন্ত্রী পরবেশ সাহিব সিং ভার্মা
দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সাহিব সিং ভার্মার ছেলে। তিনি শিক্ষা, পূর্ত ও পরিবহণ দপ্তর পেয়েছেন।

কপিল মিশ্র
কেজরি সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী। দিল্লি হিংসায় উসকানি ভাষণ দিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন। এবার জল, পর্যটন ও সংস্কৃতি মন্ত্রী হয়েছেন।

মনজিন্দর সিং সিরসা
নতুন সরকারের শিখ সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধি। দিল্লি শিখ গুরুদোয়ারা ম্যানেজমেন্ট কমিটির প্রাক্তন সভাপতি। স্বাস্থ্য, নগরোন্নয়ন এবং শিল্পমন্ত্রী হয়েছেন।

আশিস সুদ
অতীতে দক্ষিণ দিল্লি পুরসভার প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এবার রাজস্ব, খাদ্য, গণবণ্টন মন্ত্রী।

পঙ্কজকুমার সিং
পেশায় দন্ত চিকিৎসক। দিল্লির আইন, আবাসন মন্ত্রী।

রবীন্দর ইন্দ্রজ সিং
এই দলিত নেতা শ্রম, সমাজকল্যাণ, এসসি, এসটি বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী।

শপথ নিলেন রেখা গুপ্তা। হাজির প্রধানমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে।

বৈঠকে কাটল না সীমান্ত জট

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি : চারদিন ধরে বিএসএফ-বিজিবির ডিজি পর্যায়ের বৈঠকের পরও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত জট কাটল না। যদিও ৫৫তম সীমান্ত সমন্বয় সম্মেলনের পর দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ডিজিরা দাবি করেছেন, বৈঠক সফল হয়েছে। জানা গিয়েছে, উভয়পক্ষ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ১৫০ গজের মধ্যে বেড়া নির্মাণ, অস্ত্র ও মাদক চোরাচালান এবং অনুপ্রবেশের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারেননি। বিএসএফের ডিজি দিলজিত সিং চৌধুরী বলেন, 'ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত একটি গতিশীল অঞ্চল। এখানে নানা ধরনের সমস্যা তৈরি হয়, তবে আমাদের স্থানীয় কর্মকর্তারা সর্বদা সেগুলি সমাধানের চেষ্টা করেন।'

বিজিবি-র ডিজি মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী বলেন, 'আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী ১৫০ গজের মধ্যে কোনও পক্ষই স্থায়ী কাঠামো নির্মাণ করতে পারে না। সীমান্তের এত কাছাকাছি বেড়া নির্মাণ করলে দুই দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগের দূরত্ব তৈরি হয়, যা সুসম্পর্কের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। সীমান্ত বেড়া সংক্রান্ত যে কোনও সিদ্ধান্ত পারস্পরিক আলোচনা ও যৌথ পরামর্শের মাধ্যমে নেওয়া উচিত।' মালদা জেলার শবদলপুর গ্রামে সীমান্ত খুঁটির ১৫০ গজের মধ্যে একক সারির বেড়া নির্মাণের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দীর্ঘদিন আপত্তি জানিয়ে আসছে।

বিএসএফ-বিজিবি ডিজি সম্মেলন শেষ

শুধু সীমান্ত জট নয়, বাংলাদেশে ইউনূস জমানায় হিন্দু সহ অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার যে সমস্ত খবর সামনে এসেছে সেগুলিকে অতিরঞ্জিত বলেও দাবি করেছেন বিজিবির ডিজি। তিনি বলেন, 'দুর্গাপূজার সময় আন্তর্জাতিক সীমান্তের ৮ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত পূজা মণ্ডপগুলিতে বিজিবি নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিল। ফলে উৎসব শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।' বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের যে অভিযোগ ওঠে সেই সম্পর্কে বিএসএফের ডিজি বলেছেন, 'শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর আন্তর্জাতিক সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশ উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।' তবে এই দাবি মানতে চাননি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বালুরঘাটের বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার।

ইউনূসের হুঁশিয়ারি

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ২০ ফেব্রুয়ারি : শেষ মুহূর্তে কোনও পরিবর্তন না হলে আগামী এপ্রিলে ব্যাংককে বিমস্টেক সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা হতে পারে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের। দুই নেতারই ওই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার কথা। এই পরিস্থিতিতে মোদির সঙ্গে সাক্ষাতের আগে প্রধান উপদেষ্টা বৃহস্পতিবার যা বলেছেন তাতে নাম না করে ভারতকেই বার্তা দেওয়া হল বলে মনে করা হচ্ছে।

শুক্রবার আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস। তার আগে বৃহস্পতিবার একুশে পদক প্রদান অনুষ্ঠানে ইউনূস বলেন, 'অতীতের যে কোনও সময়ের চেয়ে আমরা এখন বেশি শক্তিশালী, উদ্যমী এবং সৃজনশীল। আমাদের তরুণ প্রজন্মের স্বপ্ন অতীতের যে কোনও প্রজন্মের স্বপ্নের চেয়ে দুঃসাহসী। তারা যেমন নতুন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে চায়, তেমনই একই আত্মবিশ্বাসে নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করতে চায়।' এদিন ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বাংলাদেশের ১৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলকে একুশে পদক প্রদান করেন প্রধান উপদেষ্টা। দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তরুণ সমাজ প্রস্তুত বলেও দাবি করেছেন তিনি। ইউনূসের সাফ কথা, 'গতবছর ৫ অগাস্ট ছাত্র-শ্রমিক-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা এক নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি। এই বিজয়ের মধ্যে দিয়ে নতুন এক বাংলাদেশ নির্মাণের সুযোগ এসেছে।'

মোদির সঙ্গে সাক্ষাতের সম্ভাবনা এপ্রিলে

মোদির সঙ্গে ইউনূসের এখনও পর্যন্ত সাক্ষাৎ বা দ্বিপাক্ষিক বৈঠক কোনওটাই হয়নি। গতবছর অগাস্টে শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভারতে পালিয়ে আসার পর থেকে নয়াদিল্লি-ঢাকা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে তিক্ততা ক্রমশ বেড়েছে। বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের ইস্যুতে ভারত বারবার সরব হয়েছে। অন্যদিকে শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের দাবিতে সুর চড়েছে বাংলাদেশের। সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে তিস্তা ইস্যু। সম্প্রতি বাংলাদেশের বিদেশ উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের। বিমস্টেককে বাংলাদেশের সঙ্গে সহযোগিতার বার্তা দিয়েছিল ভারত। অন্যদিকে সার্ককে সক্রিয় করার আর্জি জানিয়েছে বাংলাদেশ। মোদি শেষবার বিমস্টেক সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন ২০১৮ সালে। ২০২২-এর সম্মেলনে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

ঘাড়ধাক্কা খাওয়া বিজেন্দর এবার স্পিকার

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি : এভাবেও ফিরে আসা যায়! বৃহস্পতিবার রোহিণীর বিধায়ক বিজেন্দর গুপ্তাকে দিল্লি বিধানসভার স্পিকার হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। তাঁর এই পদে নিয়োগের ঘটনায় একটি বৃত্ত পূর্ণ হল। ৩০ নভেম্বর ২০15 সালে কুমন্তব্য করা নিয়ে আপের সঙ্গে বিজেপি বিধায়কদের ব্যাপক তর্জা, গোলমাল বেধেছিল। গোলমালে ক্ষুব্ধ তৎকালীন স্পিকার রামনিবাস গোয়েল বিজেন্দর গুপ্তাকে বিকাল চারটের মধ্যে সভা ছেড়ে বেরিয়ে যেতে নির্দেশ দেন। কিন্তু তাতে কর্ণপাত না করায় স্পিকারের নির্দেশে আধডজন মার্শাল বিজেন্দরকে কার্যত পাঁজাকোলা করে সভাকক্ষের বাইরে বের করে দেন।

বানিয়া সম্প্রদায়ের নেতা বিজেন্দর রোহিণী থেকে এবার নিয়ে টানা তিনবার জয়ী হয়েছেন। গত বিধানসভায় তিনি ছিলেন বিরোধী দলনেতা। ১৯৯৭ সালে তিনি প্রথমবার দিল্লি পুরসভায় কাউন্সিলার হয়েছিলেন। এদিন নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর বিজেন্দর গুপ্তা বলেন, 'আমাকে যে দায়িত্ব দল দিয়েছে তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আশা করি, বিধানসভায় সুস্থ আলোচনা হবে।' বিজেন্দর স্পিকার হওয়ায় আপের চাপ আরও বাড়ল। আপ সরকারের দুর্নীতি নিয়ে ক্যাগের ১৪টি রিপোর্ট বিধানসভায় পেশ হওয়ার কথা।

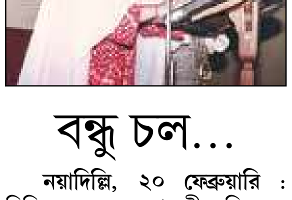

বন্ধু চল...

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি : দিল্লির নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে রেখা গুপ্তার শপথগ্রহণের সময় তিন দশক আগের স্মৃতি রোমন্থন করলেন কংগ্রেস নেত্রী অলকা লাম্বা। রেখা এবং অলকা দুজনেই দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি করতেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি শেয়ার করেছেন। তাতে ১৯৯৫ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সভানেত্রী হিসেবে অলকা এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে রেখা গুপ্তাকে শপথগ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে। অলকা লিখেছেন, 'রেখা গুপ্তার নাম যখন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করা হল তখন আমি ৩০ বছর আগে ফিরে গিয়েছিলাম। ও ছিল এবিভিপি থেকে। আমি এনএসইউআই থেকে। আমাদের মধ্যে আদর্শগত লড়াই হত।' ৩০ বছরে যমুনার জল অনেকটাই গড়িয়েছে। তবে তাঁদের মধ্যে গত তিনদশকে আর কখনও দেখা হয়নি সেই কথাও জানিয়েছেন অলকা লাম্বা। তবে দিল্লির নতুন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে কংগ্রেস নেত্রী বলেছেন, 'আমি চাই ও সফল হোক। তবে বিজেপিতেও ওর জন্য চ্যালেঞ্জ রয়েছে। পরবেশ ভার্মা ভেবেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হবেন। আমি আশা করি, বিজেপি রেখা গুপ্তাকে পুরো পাঁচ বছর মুখ্যমন্ত্রী পদে রেখে দেবে।'

কেন্দ্রের কাছে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি কংগ্রেসের

সুর মিলিয়েও ট্রাম্পের আপত্তি বিনিয়োগে

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি : ভারতে ভোটারদের বুথমুখী করতে মার্কিন অনুদানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। কেন্দ্রের শাসকদলের অভিযোগ, এদেশে নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে ২.১০ কোটি ডলার বরাদ্দ করেছিল আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সরকার। ক্ষমতায় এসেই সেই অনুদান বন্ধ করে দিয়েছেন প্রেসিডেন্টে ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই ইস্যুতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে বিজেপি। মার্কিন বরাদ্দে কাদের সুবিধা হয়েছে, সেই প্রশ্ন তুলেছে গেরুয়া ব্রিগেড। এবার তাদের সুরেই কার্যত সুর মেলালেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও। তাঁর মতে, ভারতের মতো আর্থিকভাবে শক্তিশালী এবং দৃঢ় গণতান্ত্রিক কাঠামো বিশিষ্ট দেশে ভোটের হার বাড়ানোর জন্য আলাদা করে টাকা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। ভারতে প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার পালে হাওয়া তুলতেই যে ওই অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রাখেননি ট্রাম্প। তাঁর বয়ান এদেশে শাসক শিবিরকে রাজনৈতিক সুবিধা দেবে বলে মনে করা হচ্ছে।

খবর, ইতিমধ্যে ভারতের নির্বাচনে ইউএসএআইডি এবং মার্কিন শিল্পপতি জর্জ সোরসের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে তদন্তের প্রস্তুতি নিচ্ছে মোদি সরকার। কেন্দ্রের কৌশল আঁচ করে পালটা সরব হয়েছে কংগ্রেস। দলের মুখপাত্র পবন খেরার প্রশ্ন, 'বিরোধীরা কেন ২০২৪-এর ভোটে হারার জন্য বিদেশ থেকে টাকা নেবে?' কংগ্রেসের রাজ্যসভা সদস্য জয়রাম রমেশ বলেন, 'আজকাল ইউএসএআইডি খবরে রয়েছে। এটি ১৯৬১-র ৩ নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি অর্থহীন। ভারত সরকারের উচিত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করা যাতে কয়েকদশক ধরে ভারতে সরকারি এবং বেসরকারি উভয় শ্রেণির প্রতিষ্ঠানে ইউএসএআইডি-র সহায়তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।'

মায়ামিতে সৌদি আরব সরকার আয়োজিত এফআইআই প্রায়োরিটি সামিটে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ট্রাম্প বলেন, 'ভারতে ভোটারদের বুথে উপস্থিতির জন্য আমাদের কেন ২.১০ কোটি ডলার (প্রায় ১৮২ কোটি টাকা) দিতে হবে? আমার ধারণা, ওরা (বাইডেন প্রশাসন) অন্য কাউকে নির্বাচিত করার চেষ্টা করছিল।' ভোট-অনুদান ইস্যুতে তাঁর মন্তব্য কেন্দ্র-বিজেপিকে খুশি করলেও এদেশের মার্কিন বিনিয়োগ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। সৌজন্যে সেই ট্রাম্প। ভারতে টেসলার গাড়ি উৎপাদন কারখানা তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়ে মাস্কের সামনেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি।

মাস্কের সঙ্গে যৌথ সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেছেন, 'উনি (মাস্ক) এখন ভারতে গাড়ি উৎপাদন করতে চাইছেন। ঠিক আছে। কিন্তু এটা আমাদের সঙ্গে অন্যায় করা হচ্ছে। খুবই অন্যায় হচ্ছে।' ভারতে গাড়ি রপ্তানির ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ শুল্ক দেওয়ার দায় এড়াতেই মাস্ক গাড়ি কারখানা তৈরি করতে চাইছেন, তাঁর কথায়, 'সব দেশ আমাদের কাছ থেকে সুবিধা নিচ্ছে। আবার আমাদের পণ্যের ওপর শুল্ক চাপাচ্ছে। বিশেষ করে ভারতের মতো দেশে গাড়ি বিক্রি করা খুব কঠিন হয়ে পড়েছে।' এলন মাস্কের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদির সাক্ষাতের পরেই টেসলা পাওয়ার ভারতে কর্মী নিয়োগ করছে। এপ্রিলেই ভারতে আসতে পারে টেসলার প্রতিনিধিদল। প্রাথমিকভাবে ৩০০ থেকে ৫০০ কোটি মার্কিন ডলার লগ্নি করবে মাস্কের সংস্থা।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসাবে তাঁর বয়ান যেমন ভারতের শাসক শিবিরকে বার্তা দিয়েছে, তেমনই অস্বস্তিতে ফেলেছে পূর্বতন সরকারকে। একইভাবে আর্থিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মাস্ককে গুরুত্ব দিলেও নীতিগত প্রশ্নে ট্রাম্প যে তাঁর সঙ্গেও আপস করবেন না, সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট।

ডন উবাচ

- ভারতে ভোটারদের বুথে উপস্থিতির জন্য আমাদের কেন ২.১০ কোটি ডলার দিতে হবে? আমার ধারণা, ওরা (বাইডেন প্রশাসন) অন্য কাউকে নির্বাচিত করার চেষ্টা করছিল
- উনি (মাস্ক) এখন ভারতে গাড়ি উৎপাদন করতে চাইছেন। ঠিক আছে। কিন্তু এটা আমাদের সঙ্গে অন্যায় করা হচ্ছে। খুবই অন্যায় হচ্ছে

শিন্ডেকে হুমকি

মুম্বই, ২০ ফেব্রুয়ারি : মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের গাড়ি বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি ই-মেল মুম্বইয়ের গোরেগাঁও, জেজে মার্গ থানায় আসার সঙ্গে সঙ্গে উপমুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র করতে নেমে পড়ে পুলিশ। বৃহস্পতিবার মেলকে কেন্দ্র করে হুলুস্থুল পড়ে যায় পুলিশ প্রশাসনে। কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে উপমুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি ও দপ্তর। পুলিশ জানিয়েছে, উপমুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তায় কোনও ত্রুটি রাখা হয়নি। তদন্ত শুরু হয়েছে। সতর্ক করা হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। সন্দেহজনক কিছু দেখলেই পুলিশকে খবর দিতে বলা হয়েছে।

ওমরের ডিগবাজি

শ্রীনগর, ২০ ফেব্রুয়ারি : জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি নিয়ে নিজের আগের মন্তব্য গিলে ফেললেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। বৃহস্পতিবার আচমকাই তাঁর আগের অবস্থান থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে ওমর বলেছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের পক্ষে পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনার কোনও সুযোগ নেই। সম্প্রতি উপত্যকায় সন্ত্রাসবাদী হামলার বাড়বাড়ন্তের প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি বলেন, পাকিস্তান কাশ্মীরে নাক গলানো চালিয়েই যাচ্ছে। এই অবস্থায় দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয় না।

ওমর বলেন, 'পাকিস্তান কখনওই জম্মু ও কাশ্মীরের বিষয়ে হস্তক্ষেপ বন্ধ করেনি। এটা ভাবলে ভুল হবে, উপত্যকায় যা হচ্ছে, তা সবই অভ্যন্তরীণ বিষয়। বাইরের কোনও প্ররোচনা নেই। এই হামলা যতদিন চলবে, ততদিন দিল্লির কোনও সুযোগই নেই ইসলামাবাদের সঙ্গে কাশ্মীর নিয়ে কথা বলার।'

২০২৪ সালে জম্মু ও কাশ্মীরে ৬০টি জঙ্গি হামলায় ১২২ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ৩২ জন সাধারণ নাগরিক এবং ২৬ জন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য।

লোকপালের কাজে সুপ্রিম অসন্তোষ

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি : লোকপালের সিদ্ধান্তে তুমুল অসন্তোষ প্রকাশ করল শীর্ষ আদালত। হাইকোর্টের বর্তমান এক বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ করেছিল লোকপাল। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট সেই সিদ্ধান্তে স্থগিতাদেশ দিয়ে বলেছে, লোকপালের এহেন কর্মকাণ্ড 'খুবই বিরক্তিকর ও উদ্বেগজনক'।

এটা বিচারবিভাগের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলেও মনে করছে সুপ্রিম কোর্ট। এই বিষয়ে বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিশেষ বেঞ্চ কেন্দ্র, লোকপাল রেজিস্ট্রার এবং অভিযোগকারীকে নোটিশ পাঠিয়েছে।

হাইকোর্টের এক বিচারপতির বিরুদ্ধে লোকপাল দুটি অভিযোগ গ্রহণ করেছিল। অভিযোগ ছিল, বিশেষ একটি সংস্থাকে সুবিধা পাইয়ে দিতে অভিযুক্ত বিচারক এক জেলা বিচারক এবং হাইকোর্টের আরেক বিচারপতির ওপর প্রভাব খাটিয়েছিলেন।

২৭ জানুয়ারি লোকপাল বেঞ্চের প্রধান বিচারপতি এএম খানউইলকার জানিয়েছিলেন, লোকপাল বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ যাচাই করেনি, বরং সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বিবেচনার জন্য বিষয়টি পাঠিয়েছে।

লোকপালের কথায়, 'আমরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে, সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত হাইকোর্টের কোনও বিচারপতি ২০১৩ সালের লোকপাল আইনের ১৪ নম্বর ধারার আওতায় পড়েন কি না, সেটুকুই কেবল বিচার করা হয়েছে। আমরা এর উত্তর ইতিবাচক দিয়েছি। এর বেশি কিছু নয়। আমরা অভিযোগের সত্য-মিথ্যা পরীক্ষা করে দেখিনি।' তবে সুপ্রিম কোর্ট মনে করছে, এই ঘটনা বিচারবিভাগের স্বাধীনতার পক্ষে বিপজ্জনক।

সরকারের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতকে জানান, ২০১৩ সালের লোকপাল ও লোকায়ুক্ত আইনের আওতায় কোনও হাইকোর্টের বিচারপতি পড়েন না। লোকপালের ক্ষমতাই নেই বিচারপতির বিচার করার।

শীর্ষ আদালত অভিযোগকারীর নাম গোপন রাখার নির্দেশ দিয়েছে। বলেছে, অভিযোগের নথি গোপন রাখতে হবে। এছাড়া লোকপালের আদেশে স্থগিতাদেশ দিয়েছে আদালত। এই বিষয়ে পরবর্তী শুনানি ১৮ মার্চ হবে।

বাঁচার জন্য আর্তি বন্দিদের

পানামা সিটি (পানামা), ২০ ফেব্রুয়ারি : 'দয়া করে আমাদের বাঁচান। সাহায্য করুন। আমরা নিরাপদে নেই।' মধ্য আমেরিকার পানামা সিটির ডেকাপোলস হোটেলের জানলার গায়ে এমনই চিহ্ন এঁকেছেন বন্দিরা। তাঁদের একটা বড় অংশ ভারতীয়। শ্রীলঙ্কা, নেপাল, আফগানিস্তান, চিন, ভিয়েতনাম, ইরানের নাগরিকরাও আছেন।

জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়ার লক্ষ্যে নিজেদের সবটুকু সম্বল বিক্রি করে এক ভয়ংকর যাত্রার মধ্যে দিয়ে আমেরিকায় পৌঁছেছিলেন ভারতীয় সহ ভিনদেশিরা। স্বপ্নের জীবন পাওয়া দূরের কথা, এখন তাঁদের হাতে বেড়ি, পায়ে শিকল। এক দুঃসহ পরিস্থিতি। তা থেকে উদ্ধার পেতে করুণ আর্তিসূচক চিহ্ন তাঁরা ফুটিয়ে তুলেছেন পানামার হোটেলের জানলায়।

এদিকে বন্দিদের আবেদন সম্বলিত বার্তার পরে পানামার ভারতীয় দূতাবাস জানাল, হোটেলে থাকা অভিবাসী ভারতীয়রা নিরাপদে রয়েছেন। তাঁদের মৌলিক সুযোগ-সুবিধে দেওয়া হয়েছে।

এক্স হ্যান্ডেলে ভারতীয় কনস্যুলেট জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র ফেরত ভারতীয়রা পানামায় রয়েছেন, তা ভারতকে জানিয়েছে পানামা। দূতাবাসের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয়েছে।

আমেরিকা থেকে অবৈধ প্রায় ৩০০ জন পানামায় রয়েছেন। পানামার নিরাপত্তা মন্ত্রী ফ্র্যাঙ্ক অ্যাবরে জানিয়েছেন, 'অভিবাসীরা নিরাপত্তার কারণে আমাদের হেপাজতে রয়েছেন। তাঁদের স্বাধীনতা বঞ্চিত করা হয়নি।'

আমেরিকা ও পানামার অভিবাসন চুক্তির অংশ হিসেবে নির্বাসিতদের খাবার, ওষুধ, স্বদেশে ফেরত ইত্যাদি সব খরচ আমেরিকার। যাঁরা এখান থেকে নিজের দেশে যেতে চাইছেন না তাঁদের পাঠানো হবে পানামা ও কলম্বিয়া সীমান্তের ডারিয়েন জঙ্গলে। পানামায় বন্দি ১৭১ জন স্বদেশে ফিরতে চান। ৯৭ জনের অন্য দেশে যাওয়ার ইচ্ছে। তাঁদের পাঠানো হবে ডারিয়েনে।

তাঁরা নিরাপদে, জানাল ভারত

কেসিআর-কে কাঠগড়ায় তোলা সমাজকর্মী খুন

হায়দরাবাদ, ২০ ফেব্রুয়ারি : তেলেঙ্গানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার তেলেঙ্গানা হাইকোর্টে ছিল সেই মামলার শুনানি। কিন্তু তার আগের দিনই খুন হয়ে গেলেন সমাজকর্মী তথা কংগ্রেস নেতা নাগবল্লি রাজলিঙ্গ মূর্তি। বুধবার রাতে ভুপালপল্লিতে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা তাঁকে তাড়া করে কুপিয়ে খুন করে পালিয়ে যায়। এই ঘটনার পর শাসকদল ও বিরোধীদের মধ্যে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি এই মামলার জন্যই ওই সমাজকর্মীকে খুন হতে হল?

যদিও পুলিশের দাবি, জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে খুন হয়েছেন নাগবল্লি। হায়দরাবাদের পুলিশ সুপার সম্পত রাও বলেন, 'সন্দেহ করা হচ্ছে জমি বিবাদের জেরেই খুন করা হয়েছে নাগবল্লিকে। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, এলাকারই কয়েকজনের সঙ্গে জমি সংক্রান্ত বিবাদ ছিল রাজালিঙ্গের। তবে হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে।'

কংগ্রেস এই হত্যাকাণ্ডকে 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলে দাবি করে এর জন্য রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওকে দায়ী করেছে। রাজ্যের সড়ক ও ভবন নির্মাণ মন্ত্রী কোমাটিরেড্ডি বেঙ্কট রেড্ডির অভিযোগ, 'কেসিআর ও কেটিআর রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। কালেশ্বরম সেচ প্রকল্পে দুর্নীতি ফাঁস করায় মরতে হল রাজালিঙ্গাকে।' তাঁর আরও অভিযোগ, ওয়ারাঙ্গল ও কোডাঙ্গলে কংগ্রেস কর্মী ও সমাজকর্মীদের ওপর হামলার পিছনেও বিআরএস নেতাদের উসকানি ছিল। তাঁর কথায়, 'বিআরএস-এর একমাত্র লক্ষ্য খুনিদের ভাড়া করা। তেলেঙ্গানায় রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের জায়গা নেই। আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করা প্রত্যেককে রক্ষা করব।' ভুপালপল্লির কংগ্রেস বিধায়ক গন্দ্র সত্যনারায়ণ রাও এই হত্যাকাণ্ডের পূর্ণাঙ্গ সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

মণিপুরে এক সপ্তাহের মধ্যে অস্ত্র ফেরানোর নির্দেশ

ইম্ফল, ২০ ফেব্রুয়ারি : বেআইনি অস্ত্র ফেরানোর জন্য ঠিক এক সপ্তাহ সময় দিলেন মণিপুরের রাজ্যপাল অজয় কুমার ভাল্লা। রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির সাতদিনের মধ্যেই তিনি বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দেন। ভাল্লা জানিয়েছেন, লুট করা ও অবৈধভাবে রাখা অস্ত্র ও গুলি আগামী সাত দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে।

রাজ্যপালের ঘোষণায় বলা হয়েছে, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অস্ত্র ও গোলাবারুদ ফেরত দিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। কিন্তু সময়সীমা পার হওয়ার পর যদি কেউ অবৈধ অস্ত্রশস্ত্র রাখেন, তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাজ্যপালের কথায়, 'গত ২০ মাস ধরে মণিপুরের জনগণ, পাহাড় ও উপত্যকার বাসিন্দারা ভয়াবহ সংকটের মুখোমুখি হয়েছেন।

স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরানোর স্বার্থে সব সম্প্রদায়ের উচিত সংঘাত বন্ধ করা এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করা।' রাজ্যের তরুণ সমাজের প্রতি আমার আহ্বান, 'আপনারা লুঠ করা ও অবৈধ অস্ত্রশস্ত্র নিকটবর্তী থানায় জমা দিন। আপনার সহযোগিতায় রাজ্যে শান্তি ফেরাব, কথা দিলাম।'

নামকরণ রূপান্ন

বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারের প্রদর্শনীর নাম করা হল রূপান্ন। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই প্রদর্শনী ঘুরে এই নামকরণ করেন। সেইসঙ্গে বাংলার হাটেরও উদ্বোধন করেন তিনি।

রিপোর্ট তলব

আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সিবিআইয়ের তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে রিপোর্ট তলব করল শিয়ালদা আদালত।

স্বাধিকারভঙ্গ

বিজেপি বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও স্বাধিকারভঙ্গের অভিযোগ তুলল শাসকদল। যদিও হিরণের দাবি, মন্তব্যের সপক্ষে তিনি ডেপুটি স্পিকারের কাছে একটি পেপার কাটিং জমা দিয়েছেন।

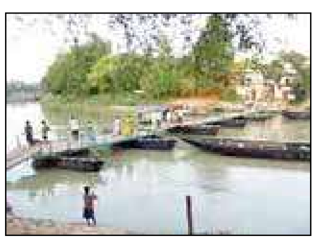

সময় চাইল রাজ্য

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে বৃহস্পতিবার রিপোর্ট জমা দিতে পারল না রাজ্য। এদিন রাজ্যের তরফে হাইকোর্টে দু'সপ্তাহ সময় চাওয়া হয়।

বই চুরির তদন্তভার সিআইডি-কে

কলকাতা ও ইসলামপুর, ২০ ফেব্রুয়ারি : 'এতগুলি বই অটোরিকশা করে উধাও হয়ে যেতে পারে না। এই ঘটনার নেপথ্যে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র রয়েছে', উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর সার্কেলের এসআই অফিস থেকে বই চুরির ঘটনায় এমনটাই মন্তব্য করল হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায়ের (দাস) ডিভিশন বেঞ্চ। বৃহস্পতিবার এই মামলার তদন্তভার সিআইডি-কে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন প্রধান বিচারপতি। আদালতের পর্যবেক্ষণ, দুজনের পক্ষে কখনওই এই ঘটনা ঘটানো সম্ভব নয়। তাই গভীর ও ব্যাখ্যামূলক অন্তর্নিহিত কারণ প্রকাশ্যে আসা জরুরি। সিআইডি'র এডিজি-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তিনি একজন দক্ষ অফিসারকেই মামলার তদন্তভার দেবেন। নিম্ন আদালতে নিয়মমাফিক তদন্তের অগ্রগতির বিষয়ে জানাবেন তদন্তকারী আধিকারিক। এই প্রসঙ্গে উত্তর দিনাজপুর জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) রজনী সুব্বার বলেন, 'আমি দায়িত্বভার নতুন করে নিয়েছি। এই বই চুরির বিষয়টি আমার জানা। বিভাগীয় স্তরেও তদন্ত হয়েছে বলে জানি। হাইকোর্টের এই মামলার তদন্তভার সিআইডি'কে সঁপে দেওয়ার বিষয়ে সরকারি কোনও নির্দেশ হাতে পাইনি।'

২০২২ সালে ইসলামপুরের এসআই অফিস থেকে এই বইচুরির ঘটনা ঘটে। পুলিশি তদন্তে গাফিলতির অভিযোগ তুলে আদালতে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। এদিন ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যানের তরফে আদালতি রিপোর্ট দিয়ে জানানো হয়, ২০২৩ সালের শিক্ষাবর্ষের ২,৭৬,২৭৫টি বই ছিল। এর মধ্যে ১,৯৯,০৭৫টি বই চুরি হয়ে যায়। ৪০,৮৪৫টি বই উদ্ধার করা হয়। বর্তমানে ১,৫৮,২৩০টি বই এখনও উদ্ধার করা যায়নি। প্রধান বিচারপতি বলেন, 'দুই অভিযুক্ত গোডাউনের চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী ছিলেন। এত বই নিয়ে যেতে অন্তত দুটো ট্রাক তো লাগবে। এই ঘটনায় শিক্ষা দপ্তরের কোনও আধিকারিক ও পুলিশের মিলিতভাবে তদন্ত করা উচিত ছিল।'

এদিকে, আদালতের নির্দেশের পরেই মুখে কুলুপ এঁটেছেন ইসলামপুর সদর সার্কেলের এসআই শুভঙ্কর নন্দী। তিনি বলেন, 'আমি এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেব না। আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।' উত্তর দিনাজপুর তৃণমূল শিক্ষা সেলের (প্রাথমিক) জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ চৌহান বলেন, 'হাইকোর্টের নির্দেশকে স্বাগত জানাই। বই চুরির সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের কড়া শাস্তি হওয়া উচিত।'

সাজছে রাজপথ। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের আগের দিন। কলকাতায় রবীন্দ্রসদনের কাছে আকাদেমির সামনে। ছবি : আবির চৌধুরী

মমতার মন্তব্য রেকর্ড থেকে বাদের দাবি

কুম্ভমেলা মুক্তি মেলা : রাজ্যপাল

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যপালের সংঘাত ফের তুঙ্গে উঠল। কুম্ভমেলায় পরপর মৃত্যুর ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'মৃত্যুকুম্ভ' বলে সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন। বৃহস্পতিবার তারই পালটা দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। কুম্ভমেলাকে তিনি 'মুক্তি মেলা' বা 'মৃত্যুঞ্জয় মেলা' বলে মন্তব্য করেন। রাজ্যপালের এই মন্তব্য ঘিরে রীতিমতো তোপ দেগেছে শাসকদল।

প্রয়াগরাজে এবছর মহাকুম্ভে স্নান করার জন্য কোটি কোটি মানুষ যাচ্ছেন। তারই মাঝে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে বহু মানুষের। শুধু কুম্ভমেলা অঞ্চলে নয়, দিল্লি স্টেশনেও ট্রেন ধরার জন্য হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হয়ে বেশকিছু পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়েছে। এভাবে প্রতিনিয়ত পুণ্যার্থীদের মৃত্যুর ঘটনাকে হাতিয়ার করে আক্রমণে নেমেছে তৃণমূল সহ বিরোধীরা। প্রশ্ন উঠেছে, মোদি সরকার ও উত্তরপ্রদেশ সরকারের ব্যবস্থাপনা নিয়েও। সঠিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাবে এভাবে পুণ্যার্থীদের মৃত্যু হচ্ছে বলে তোপ দেগেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী। মহাকুম্ভকে 'মৃত্যুকুম্ভ' বলে মঙ্গলবার মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। এর প্রতিবাদেই সরব হয় বিরোধী বিজেপি। বৃহস্পতিবার রাজভবন অভিযানও করেন বিজেপির বিধায়করা।

বিজেপির অভিযানের মাঝেই মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কার্যত তোপ দাগেন রাজ্যপাল। এদিন রাজভবনে বই প্রকাশের এক অনুষ্ঠান শেষে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক মত প্রকাশ করেছেন। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যে কেউ মত প্রকাশ করতে পারেন। আমি মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যকে স্বাগত জানাই।' একইসঙ্গে রাজ্যপালের মন্তব্য, 'রাজ্যপাল হিসেবে কুম্ভমেলা নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাই না। আমিও কুম্ভমেলায় গিয়েছি। তবে বলতে পারি, এই মেলা দেশের মহান ঐতিহ্যের ধারক। ভক্তরা এখানে আত্মশুদ্ধির জন্য আসেন। এই মেলাকে আমি 'মুক্তি মেলা' বা 'মৃত্যুঞ্জয় মেলা' বলে মনে করি।'

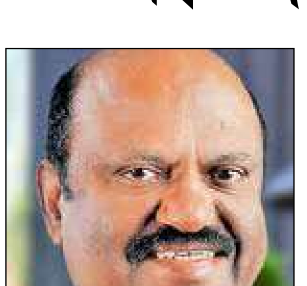

> মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক মতপ্রকাশ করেছেন। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যে কেউ মতপ্রকাশ করতে পারেন। আমি মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যকে স্বাগত জানাই।
>
> -সিভি আনন্দ বোস, *রাজ্যপাল*

রাজ্যপালের এই মন্তব্যের পালটা তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'বিজেপি ও আরএসএস হিন্দু ধর্ম নিয়ে ফুটবল খেলছে।' তাঁর মতে, যদি কথা শুনতেই হয়, তাহলে শংকরাচার্যের কথা কেন শুনছে না ওঁরা? শংকরাচার্যই হলেন হিন্দু ধর্মের ধারক ও বাহক। তাঁরাও তো পক্ষান্তরে মুখ্যমন্ত্রীর কথাই বলছেন। বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ দিলীপ ঘোষ অবশ্য রাজ্যপালের মন্তব্যকে সঠিক বলেছেন। তাঁর কথায়, এত মৃত্যুর পরেও কিন্তু কুম্ভমেলায় পুণ্যার্থীদের সংখ্যা কমছে না। ভাবা হয়েছিল, ৪৫ কোটি ভক্ত আসবেন। এখন দেখা যাচ্ছে, এই সংখ্যা ৭০ কোটি ছাড়াবে। দিলীপ তাঁর বক্তব্যের পক্ষে বলেন, 'কুম্ভ বা কাশীতে মৃত্যু হলে সরাসরি স্বর্গে যাওয়া যায়। এটা হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস। জানি না, মুখ্যমন্ত্রী কোন ধর্মের বিশ্বাস থেকে তাঁর ওই মন্তব্য করেছেন। যে কোনও বড় ধরনের ব্যবস্থায় কিছুটা সমস্যা থাকে। গঙ্গাসাগর মেলাতেও মৃত্যু হয়েছে। এজন্য কাউকে দায়ী করতে নেই। আসলে মুখ্যমন্ত্রীর মন ছোট। তাই এই সমস্ত বলছেন। যেখানে সারা বিশ্বের মানুষ প্রশংসা করছেন, সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর এই কথা মনের মধ্যে পাপেরই প্রতিফলন।'

অন্যদিকে, মহাকুম্ভ ইস্যুতে সুর চড়াতে এদিন বিধানসভায় আরও একদফা বিক্ষোভ দেখানোর পর বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে নিয়ে রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

পরে রাজভবনের বাইরে শুভেন্দু বলেন, 'মহাকুম্ভকে মৃত্যুকুম্ভ বলে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যকে বিধানসভার রেকর্ড থেকে বাদ দেওয়ার জন্য আমরা রাজ্যপালের কাছে দাবি জানিয়েছি। বিরোধী দলনেতা সহ চার বিজেপি বিধায়ককে অসংবিধানিকভাবে সাসপেন্ড করেছেন স্পিকার। স্পিকারের সেই অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও আমরা রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ চেয়েছি। শাসকদলের দুই বিধায়ক সংবিধান বহির্ভূতভাবে শপথ না নিয়েও বিধানসভার অধিবেশনে যোগ দিচ্ছেন, এমনকি বক্তব্য রাখছেন। এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা রাজ্যপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।'

গরিবের থেকে বিচ্ছিন্ন বামেরা, স্বীকার খসড়ায়

রিমি শীল

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : মেহনতি মানুষের দল হিসেবে জনসমক্ষে একসময়ে পরিচিত ছিল সিপিএম। কৃষক-শ্রমিক-নিম্নবিত্ত মানুষই ছিল সিপিএমের ভোটব্যাংক। কালক্রমে প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হয়েছে। খেটে খাওয়া মানুষের সঙ্গেই দূরত্ব বাড়ছে সিপিএমের। রাজ্য সম্মেলনের আগে ৮০ পাতার খসড়া প্রতিবেদনে এমনটাই উল্লেখ করেছে সিপিএম। ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পর চারটি সম্মেলন পেরিয়েছে। কিন্তু সাংগঠনিক শক্তি তলানিতে ঠেকেছে। দলে মহিলা ও তরুণদের অগ্রভাগে আনার শতচেষ্টাও ফলপ্রসূ হচ্ছে না। দলে মহিলাদের অন্তর্ভুক্তি উদ্বেগজনক বলেও স্বীকার করা হয়েছে।

শনিবার থেকে হুগলির ডানকুনিতে শুরু হচ্ছে সিপিএমের তিনদিনের ২৭তম রাজ্য সম্মেলন। তার আগে খসড়া প্রতিবেদনের ছত্রে ছত্রে দলের নেতা, কর্মীদের ব্যর্থতা, সাংগঠনিক দুর্বলতা ও সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে উদ্বেগের বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছে। খসড়ার ২০ থেকে ৪৭ পাতার মধ্যে জানানো হয়েছে, দলের সঙ্গে গরিবের বিচ্ছিন্নতা বাড়ছে। গরিব মানুষ ও বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে ক্রমেই দল বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। যা একপ্রকার উদ্বেগজনক। এর নেপথ্যে বুথ স্তর থেকে সাংগঠনিক দুর্বলতাই রয়েছে বলে মনে করছে আলিমুদ্দিন। বহু নেতা রয়েছেন যাঁরা এখনও নেতৃত্বসুলভ মনোভাব থেকে বেরিয়ে

আসতে পারেননি। দলের নীচু স্তর থেকে কর্মীদের একত্রিত করা ও ইস্যুভিত্তিক পথে নামার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা রয়েছে নেতাদের। অনেক নেতারই একক শক্তিতে লড়াইয়ের ক্ষেত্রেও ভীতি রয়েছে। এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে সিপিএম।

এই সম্মেলনের পরেই রাজ্য কমিটি গঠন করা হবে। বিধানসভা নির্বাচনের গতিপ্রকৃতির মূল ভিত্তি হবে এই রাজ্য কমিটি। তাই এই ভাবনা নিয়েই তরুণ ও মহিলা মুখকে জায়গা দেওয়ার কথা বিশেষভাবে ভাবনাচিন্তা চলছে। তাছাড়াও দলে মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করা ও এগিয়ে আনার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়াস নেওয়ার চেষ্টা করছে সিপিএম। তবে দলীয় খসড়ায় স্বীকার করা হয়েছে, মহিলাদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি উদ্বেগজনক। তিন বছরে পার্টি সদস্য ২৫ হাজার কমেছে। অনেকে দলের সদস্যপদ নিলেও একবছরের মধ্যে তা ছেড়েও দিচ্ছে। এই বিষয়টিও চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। সদস্য সংখ্যা কমার ফলে বিভিন্ন কমিটিও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ছে। নির্বাচনের সময় বুথে দুর্বলতার বিষয়টিও স্বীকার করা হয়েছে। আর এর ফলেই নির্বাচনি বিপর্যয় ও জনসমর্থন কমেছে বলেও মেনে নেওয়া হয়েছে। বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগেই সিপিএম রন্ধ্রে রন্ধ্রে সাংগঠনিক ক্ষয়িষ্ণু পরিস্থিতি স্বীকার করেছে। ফলে একক শক্তিতে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে এই বিপর্যয় কাটিয়ে কীভাবে ঘুরে দাঁড়ানো যাবে, তার সমাধানসূত্র খুঁজবে আলিমুদ্দিন।

গোয়ার রাজ্যপালের বই প্রকাশ

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : তিনি একজন আইনজীবী। বর্তমানে গোয়ার রাজ্যপাল। আবার একজন লেখকও। বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা সর্বজনবিদিত। বৃহস্পতিবার বহুমুখী প্রতিভাবান পিএস শ্রীধরন পিল্লাই-এর লেখা 'দেবদূতের সান্নিধ্যে' বইটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় কলকাতার রাজভবনে। উদ্বোধন করেন এই রাজ্যের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

এর আগে ১২৫টি বই লিখেছেন পিল্লাই। মালয়ালম ভাষার অন্যতম জনপ্রিয় লেখক তিনি। তাঁর লেখা 'অন দ্য সাইড অফ দ্য অ্যাঞ্জেল' বইটির বাংলায় অনুবাদ করেন প্রমোদরঞ্জন সাহা। এদিন বইটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের সময় পিল্লাই ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মালয়ালম ভাষার অপর জনপ্রিয় লেখক, দু'বার কেরল সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত ই সন্তোষকুমার। এছাড়াও ছিলেন এবছর পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত রাজবংশী ভাষা আন্দোলনের নেতা, শিক্ষক নগেন্দ্রনাথ রায়। তাঁর হাতে বইটির প্রথম কপিটি তুলে দেন বোস। পিল্লাইয়ের লেখা বইটি প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা, সুখপাঠ্য ও হৃদয়স্পর্শী বলে মন্তব্য করেন নগেন্দ্রনাথবাবু।

ইউজিসি'র প্রস্তাবের পালটা প্রস্তাব রাজ্যের

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্য শিক্ষক নিয়োগের ক্ষমতা কাড়তে চাইছে কেন্দ্র। সেই লক্ষ্যে ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশন বা ইউজিসি'র মাধ্যমে দেশের সব রাজ্যকে খসড়া প্রস্তাব পাঠিয়েছে কেন্দ্র। অভিযোগ করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় কেন্দ্রের পাঠানো এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে পালটা প্রস্তাব গ্রহণ করল রাজ্য।

প্রস্তাবের ওপর আলোচনার শেষে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'চলতি বছরে ইউজিসি যে খসড়া প্রস্তাব পাঠিয়েছে, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য নিয়োগের জন্য গঠিত সার্চ কমিটিতে রাজ্য সরকারের কোনও প্রতিনিধি রাখা হয়নি। সংবিধানে শিক্ষা কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ বিষয় বলে চিহ্নিত। অথচ ইউজিসি'র এই খসড়া প্রস্তাবের মাধ্যমে সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মূলেই আঘাত করার চেষ্টা হচ্ছে। সবরকম আইন এবং সংবিধানকে কীভাবে কুক্ষিগত করা যায় এই প্রস্তাব তার জ্বলন্ত প্রমাণ। শিক্ষামন্ত্রীর মতে, এই প্রস্তাব অনুমোদিত হলে রাজ্যের কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারের কোনও ভূমিকাই থাকবে না।

গন্তব্য বাংলাই, একমত দেবী শেঠি

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : বাংলা মানেই ব্যবসা। রাজ্য সরকারের এই স্লোগানে সিলমোহর দিয়ে গেলেন বিখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ দেবী শেঠি। বৃহস্পতিবার নিউটাউনে ১১০০ শয্যার একটি হাসপাতালের শিলান্যাস অনুষ্ঠানের মঞ্চে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বসিয়ে নারায়ণা হেলথের চেয়ারম্যান ডাঃ শেঠি বললেন, 'আপনাকে জানিয়ে রাখি, আপনার সরকারের ক্লার্ক থেকে মন্ত্রী সবাই আপনার স্বপ্নপূরণের জন্য কাজ করে চলেছেন। আমি এর আগের বছরের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে এসে আপনাকে বলেছিলাম, আমাদের বড় জমি দিলে এখানে আমরা সাধারণ মানুষের জন্য হাসপাতাল করতে পারি। যে কোনও রাজ্যে এইসব কাজে বছরখানেক লাগে। কিন্তু সবাই মিলে আমাদের এমনভাবে সাহায্য করলেন যে আমরা তিনমাসে জমি পেয়ে গেলাম। আর ছ'মাসের মধ্যে আমাদের হাতে হাসপাতাল বিল্ডিং তৈরির সমস্ত কাগজপত্র চলে এসেছে। তাই আমি আপনাকে ব্যাখ্যা করে বলছি, সত্যিই বাংলা মানেই ব্যবসা।'

মুখ্যমন্ত্রী রিমোট কন্ট্রোলে শিলান্যাস করে ডাঃ শেঠিকে পালটা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, 'আমি আশা করব এই হাসপাতাল সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের উপকারে আসবে। এটি হবে সারা দেশের অন্যতম বৃহত্তম হাসপাতাল।' মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এদিন ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, হিডকোর চেয়ারম্যান হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী, রাজ্য সরকারের উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম প্রমুখ।

মমতা ডাক্তারদের এই প্ল্যাটফর্মে রাজ্যের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সরকারের উল্লেখযোগ্য মাইলফলকগুলি তুলে ধরেন। জানিয়ে দেন, ডোমজুড়ে একজনের পোলিও হওয়ায় বিশ্বের দরবারে দেশ কালো তালিকাভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। পোলিও টিকা খাওয়ানোর ব্যাপারে অনেকেই কুসংস্কারে ভুগছিলেন। তিনি বলেন, 'আমি এই রাজ্যে পুরোহিত ও ইমাম ভাতা চালু করি। সেই সঙ্গে বলে দিই, আপনাদেরও এমন কিছু কাজ করতে হবে, যাতে সমাজের ভালো হয়।' ইমাম ভাতা নিয়ে সমালোচনার জবাবে মমতা এদিন পোলিও নির্মূলকরণের কাজকে জুড়ে দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন তার সুদূরপ্রসারী ফলকে। সব ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার বিষয়টিও তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে। ভোটের মতো স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও যে সমাজের সব স্তরের মানুষের ভরসা অর্জন করা জরুরি, তাও উল্লেখ করেন তিনি। বলেন, 'এই রাজ্যে ৬ শতাংশ আদিবাসী, তপশিলি জাতির মানুষ রয়েছেন ২৫ শতাংশ, ৩৩ শতাংশ মানুষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। এছাড়াও রয়েছে অন্যান্য পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়। সবাইকে নিয়ে চললেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আনা সম্ভব। ধর্ম যার যার, উৎসব সবার।'

> যে কোনও রাজ্যে এইসব কাজে বছরখানেক লাগে। কিন্তু সবাই মিলে আমাদের এমনভাবে সাহায্য করলেন যে আমরা তিনমাসে জমি পেয়ে গেলাম।
>
> -ডাঃ দেবী শেঠি

তৃণমূল সরকার রাজ্যের ক্ষমতায় আসার আগের স্বাস্থ্যচিত্রের সঙ্গে এখন কতটা ফারাক হয়েছে, তার খতিয়ানও তুলে ধরেন তিনি। সন্তানের জন্মের সময়ে মায়ের মৃত্যুর কারণে অসহায় হয়ে পড়া শিশুদের জন্য এরাজ্যে মাতৃদুগ্ধের ব্যাংক করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগে বাড়িতে ডেলিভারি হত ৬০ শতাংশ মায়েদের। এখন সন্তানসম্ভবা মায়েদের জন্য ওয়েটিং সেন্টার করার ফলে ৯৯ শতাংশ শিশুর জন্মই হচ্ছে হাসপাতালে। এছাড়া জেলায় জেলায় ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট সহ নানা উন্নয়নের কথা তুলে ধরেন।

ডাঃ শেঠি বলেন,'আমাদের প্রতিষ্ঠানে বহু নিম্ন আয়ের মানুষ চাকরি করে। আমরা বহুদিন থেকেই স্বাস্থ্যক্ষেত্রে খরচ কমানোর চেষ্টা করছি। আমরা এমন স্বাস্থ্য পলিসি এনেছি যাতে ১০ হাজার টাকা বার্ষিক প্রিমিয়ামে এক কোটি টাকার চিকিৎসা ও অপারেশন খরচ পাওয়া সম্ভব। দু'টি পর্যায়ে এই হাসপাতালকে ১১০০ শয্যায় উন্নীত করা হবে বলে তিনি জানান।

সমবায় ব্যাংকে নিষ্ক্রিয় অ্যাকাউন্টে পড়ে ৫৮৩ কোটি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : জানুয়ারিতে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের সমবায় ব্যাংকের দীর্ঘদিন নিষ্ক্রিয় থাকা অ্যাকাউন্টগুলি নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন, সমবায় ব্যাংকের ওই অ্যাকাউন্টগুলিতে কালো টাকা গচ্ছিত রাখা আছে। গত ৩ জানুয়ারি রাজ্যের সব সমবায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে রেজিস্ট্রার অফ কোঅপারেটিভ সোসাইটির স্বাক্ষরিত চিঠি পাঠায় সমবায় ডিরেক্টরেট। তারপরই দীর্ঘদিন নিষ্ক্রিয় থাকা অ্যাকাউন্টগুলি সম্পর্কে খোঁজখবর শুরু হয়।

এখনও পর্যন্ত দেখা গিয়েছে, রাজ্যের সমবায় ব্যাংকগুলির দীর্ঘদিন লেনদেন না হওয়া অ্যাকাউন্ট বা ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্টে প্রায় ৫৮৩ কোটি টাকা গচ্ছিত রাখা আছে। তার মধ্যে ডিপোজিট অ্যাকাউন্টের অনুমতি রয়েছে এমন কৃষি সমবায় সমিতির খাতাতেই প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা রয়েছে। ওই অ্যাকাউন্টগুলির কেওয়াইসি নতুন করে চাওয়া হয়েছে।

রাজ্যের সমবায়মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, 'সমবায় ব্যাংকগুলিতে যে নিষ্ক্রিয় অ্যাকাউন্টগুলি রয়েছে, সেগুলি কারা ব্যবহার করে বা এত টাকা কেন দীর্ঘদিন লেনদেন না করে রেখে দেওয়া হয়েছে, তা আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি।'

সমবায় দপ্তরের কর্তারা মনে করছেন, মূলত কালো টাকা নিরাপদে গচ্ছিত রাখতেই সমবায় ব্যাংকগুলিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের টাকাও থাকতে পারে, আবার কালো পথে রোজগার করা ব্যবসায়ীদের টাকাও থাকতে পারে। নতুন করে কেওয়াইসি জমা পড়লে সেই ব্যাপারে আরও নিশ্চিত হওয়া যাবে।

সমবায় দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কৃষি সমবায় সমিতিতে প্রাথমিকভাবে ৭৬.৫ শতাংশ কেওয়াইসি জমা হয়ে আছে। রাজ্য সমবায় ব্যাংক এবং জেলা সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকগুলিতে ৯৬ শতাংশ কেওয়াইসি জমা আছে। আরবান কোঅপারেটিভ ব্যাংকগুলিতে ৭২.৪৮ শতাংশ কেওয়াইসি জমা হয়ে রয়েছে। রাজ্য এবং প্রাথমিক স্তরে সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংকগুলিতে ৬১.৮২ শতাংশ কেওয়াইসি জমা আছে। অর্থাৎ কোনও ক্ষেত্রেই ১০০ শতাংশ কেওয়াইসি জমা নেই। এরপরই চলতি আর্থিক বছরের মধ্যেই গ্রাহকদের কেওয়াইসি সংক্রান্ত কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নিয়ম অনুযায়ী রাজ্য সমবায় ব্যাংক, জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক এবং আরবান কোঅপারেটিভ ব্যাংকগুলির ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্টে পড়ে থাকা টাকা রিজার্ভ ব্যাংকের নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা। তবে এই পদক্ষেপ করার আগে রাজ্য সরকার এই অ্যাকাউন্টগুলির যাবতীয় তথ্য আরও একদফা যাচাই করে করে নিতে চাইছে।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের আকাশ ঢাকে কালো মেঘে। বেলা বাড়তেই বেশ কয়েকটি জায়গায় ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি শুরু হয়। ফলে জনজীবন বেশ খানিকটা ব্যাহত হয়। রবিবার পর্যন্ত এই আবহাওয়া চলবে বলে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে। ছবি : আবির চৌধুরী

গুলিবিদ্ধ চণ্ডীতলার আইসি

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : বুধবার গভীর রাতে হাওড়ার নেতাজি সুভাষ রোডে গুলিবিদ্ধ হলেন হুগলির চণ্ডীতলা থানার আইসি জয়ন্ত পাল। পেশায় পানশালার নৃত্যশিল্পী বান্ধবী টিনাকে নিয়ে বুধবার বিকালে হাওড়ার একটি শপিং মলে প্রায় ৩০ হাজার টাকার কেনাকাটা করেছিলেন জয়ন্তবাবু। তারপর বান্ধবীকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। হাওড়ার ঘোষপাড়া এলাকায় একটি পেট্রোল পাম্পের সামনে তাঁকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর তাঁরাই তাঁকে আন্দুল রোডের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেন। কিন্তু হুগলির এই পুলিশ অফিসারের গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্রমশ রহস্য দানা বাঁধছে। ইতিমধ্যেই হাওড়া সিটি পুলিশ একটি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমও গঠন করেছে। পাশাপাশি তদন্ত করছে শিবপুর থানার পুলিশ। গত কয়েক মাস ধরেই সাঁকরাইল থানা এলাকার বাসিন্দা ইতি দাম ওরফে টিনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয় জয়ন্তবাবুর। সেই

রহস্যময়ী নারীতে জল্পনা

সূত্রেই তিনি হাওড়ায় একটি ফ্ল্যাটও ভাড়া নিয়েছিলেন। মাঝেমধ্যেই সেই ফ্ল্যাটে টিনাকে নিয়ে যেতেন। তবে গুলি কে করল, তা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে। জয়ন্তবাবুর কাছে তাঁর সার্ভিস রিভলভারটিও উদ্ধার হয়েছে।

ইতিমধ্যেই পুলিশ ওই বান্ধবী সহ তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী থানার আইসি তাঁর এলাকার বাইরে গেলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাতে হয়। এমনকি তাঁর সার্ভিস রিভলভারও জমা রাখতে হয়। কিন্তু তিনি কোনওটিই করেননি। একটি গাড়িতে পুলিশ স্টিকার মেরে তিনি এসেছিলেন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, বিপুল পরিমাণে কেনাকাটা নিয়েই টিনার সঙ্গে তাঁর বচসা হয়। তারপরই জয়ন্তবাবুর বাঁ-হাতে গুলি লাগে। কিন্তু গুলি কে করল, তা নিয়েই ধন্দ তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যেই হুগলি গ্রামীণ পুলিশের পক্ষ থেকে এই নিয়ে হাওড়া সিটি পুলিশের কাছে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। হুগলি গ্রামীণ পুলিশের কর্তারা জানিয়েছেন, বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

ইতিমধ্যেই পুলিশ ওই গাড়িটি আটক করে তল্লাশি চালিয়েছে। সেখানে একটি ব্যাগ পাওয়া গিয়েছে। ওই ব্যাগে যৌনতাবর্ধক ওষুধ ও কন্ডোম পাওয়া গিয়েছে। বুধবার রাতে বান্ধবীকে নিয়ে হাওড়ায় ভাড়া করা ফ্ল্যাটে জয়ন্তবাবুর যাওয়ার কথা ছিল কি না, তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। পাশাপাশি বাকি যে দুই তরুণ সেখানে ছিলেন, তাঁদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ওই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে পুলিশ।

দুয়ারে উচ্চমাধ্যমিক
বাড়তি চাপ একদম নয়

সুকল্যাণ ভট্টাচার্য

প্রধান শিক্ষক
বানারহাট উচ্চবিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি

শিক্ষকতার দীর্ঘ জীবনে অনেক পড়ুয়া এবং তাদের অভিভাবকদের বলতে শুনেছি, সারাবছর ঠিকঠাক পড়াশোনা করেও নাকি পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল হয়নি। আরেকদল আবার আশাতীত ভালো রেজাল্ট করেছে। শুধুমাত্র বইয়ে মুখ গুঁজে থাকলে সাফল্য আসবে, এর কিন্তু কোনও গ্যারান্টি নেই। রুটিন মেনে লেখাপড়ার পাশাপাশি চাই সঠিক পরিকল্পনা ও টাইম ম্যানেজমেন্ট। উচ্চমাধ্যমিক দাঁড়িয়ে দুয়ারে। দিন যত এগিয়ে আসছে, পড়ুয়াদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই চিন্তা বাড়ছে। তবে বাড়তি মানসিক চাপ ঝেড়ে ফেলতে পারলেই মঙ্গল।

পুরো সিলেবাস শেষ করতে পারিনি, মেধাতালিকায় নাম তুলতে হবে কিংবা স্কুলে ফার্স্ট হতে হবে গোছের প্রত্যাশা, পরিবারের চাপ, পরীক্ষা-ভীতি ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের ওপর মানসিক চাপ তৈরি করে। একেবারে শেষ মুহূর্তে 'স্টেজে মেরে দেওয়ার' মানসিকতা কাউকে আবার পথে বসিয়ে দেয়। যতটা প্রস্তুত হয়েছ তুমি, এখন সেটা রিভিশনের ওপর জোর দিতে হবে। নতুন কিছু পড়তে বসলে বাকিটা ঘেঁটে ঘ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। বিভিন্ন বিষয়ের মূল টপিকগুলো একটি খাতায় পরপর লিখে নাও। তারপর সেটা ধরে রিভিশন দাও।

বিগত বছরের প্রশ্নপত্র অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখো। প্রশ্নপত্রের প্যাটার্ন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। কোন অধ্যায় থেকে কত নম্বরের প্রশ্ন আসতে পারে, তার একটা ধারণা তৈরি হয়ে যাবে। প্রয়োজনে অভিজ্ঞ শিক্ষকের পরামর্শ নাও।

আমার মতে, একনাগাড়ে না পড়াই উচিত। একদিনে কোন কোন বিষয় পড়বে, প্রথমে সেটা আগে ঠিক করো। তারপর কত ঘণ্টা পড়বে, সেটা নির্দিষ্ট করে সময়কে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নাও। ন্যূনতম ২৫ মিনিটের স্ল্যাব হতে পারে। ২৫ মিনিট পড়ে তিন থেকে চার মিনিটের বিরতি, তারপর আবার ২৫ মিনিটের পাঠ। এভাবে ৪টি স্ল্যাব শেষ করে একটা দীর্ঘ বিরতি নাও। তবে বিরতিপর্বে অন্য কোনও দিকে মন দেওয়া চলবে না। জল খাওয়া, হাঁটাচলা কিংবা চোখ বন্ধ করে স্থির থাকতে হবে।

এখন থেকে রাত জাগা বন্ধ। পর্যাপ্ত ঘুমের সঙ্গে হালকা ব্যায়াম দরকার। হালকা ব্যায়ামে শরীরে প্রাকৃতিক স্ট্রেস রিলিভার 'এন্ডোরফিন' নিঃসরণ হয়, যা প্রাক্ষোভিক শিথিলতা ও সুস্থতার সুখানুভূতি নিয়ে এসে চাপমুক্ত রাখে। এইসময় খাওয়াদাওয়া নিয়ে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে। বেশি তেল-ঝাল-মশলাযুক্ত খাবার, জাঙ্ক ফুড থাকুক দূরে। ভিটামিন-সি যুক্ত ফল, শাকসবজি বেশি করে খেতে হবে (ফল খেলে যাদের হজমে সমস্যা হয়, তারা বাদে)। যেমন- পেয়ারা, লেবু, কমলা, পেঁপে, ক্যাপসিকাম, টমেটো, ব্রোকোলি ইত্যাদি। পড়তে পড়তে খিদে পেলে মুড়ি, সুজি, পোহা জাতীয় হালকা খাবার খেতে পারো। ডার্ক চকোলেটও খাওয়া যেতে পারে। চা বা দুধ খেতে হলে চিনি কম। মনে রাখতে হবে, পরীক্ষা ভালো দিতে হলে শরীর ও মন- দুইই সুস্থ রাখা জরুরি।

সোশ্যাল মিডিয়ার দরজা আপাতত তোমাদের জন্য বন্ধ। মন যেন কোনও পরিস্থিতিতেই অন্যদিকে না যায়। মোবাইল ব্যবহার করলেও তা প্রস্তুতির স্বার্থে এবং সীমিত সময়ের জন্য। পরীক্ষার দিনে শুরুর ন্যূনতম এক ঘণ্টা আগে বই দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। অযথা টেনশন একেবারে নয়।

প্রশ্নপত্র হাতে পাওয়ার পর সেটা ভালোমতো পড়ে নিতে হবে আগে। সেখানে লেখা সমস্ত নির্দেশিকা দেখার পর কোন বিভাগের জন্য কত সময় বরাদ্দ করবে সেটা ভেবে নিও। এক্ষেত্রে যে প্রশ্নটির উত্তর সহজ তোমার কাছে, সেটা আগে লেখা উচিত। সম্পূর্ণ লেখা শেষ করার পর প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত মিলিয়ে নাও। কোনও জানা প্রশ্ন বাদ পড়ল কি না, সব উত্তর লিখেছ কি না, প্রশ্নের নম্বর সঠিক লিখেছ কি না ইত্যাদি দেখার জন্য হাতে যেন দশ থেকে পনেরো মিনিট সময় থাকে। এই টাইম ম্যানেজমেন্টেরও প্রস্তুতি দরকার আগে থেকে। ঘড়ি ধরে বাড়িতে যখন মকটেস্ট দেবে, তখন সেটা যেন হলের মতো হয়। অর্থাৎ প্রথমে প্রশ্ন নিয়ে পড়া, তারপর উত্তরপত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য লেখা, উত্তর লেখা শেষে মেলানো এবং বাকি সমস্ত কাজ শেষ করতে কতক্ষণ সময় লাগছে, সেটা দেখে নাও। বেশি সময় খরচ হলে সেটা কমিয়ে আনতে কী করতে হবে, শিক্ষকের কাছ থেকে সেই সংক্রান্ত পরামর্শ নিতে হবে। বারবার মকটেস্ট তাই অপরিহার্য।

নিজের প্রস্তুতি অনুযায়ী চেষ্টা করা তোমার ওপর। শুধু ভরপুর আত্মবিশ্বাস চাই। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ধীর-স্থিরভাবে চলো। মাথা ঠান্ডা রাখো। যে কোনও সমস্যায় বাবা-মা, অভিজ্ঞ শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলো। ভালো থেকো। সকলের পরীক্ষা ভালো হোক।

অভীক দাস

২০২৪ সালের উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে প্রথম। আলিপুরদুয়ারের ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুলের প্রাক্তন পড়ুয়া।

১. গতবছর 'শেষমুহূর্তের প্রস্তুতিপর্বে' কতটা চাপ ছিল তোমার ওপর?

অভীক : বাড়তি চাপ ছিল না একেবারেই। সারাবছর পড়াশোনা ও অনুশীলন চালিয়ে যাওয়ার সুবাদে আগে থেকে প্রস্তুতি ছিল ভালো। পরীক্ষা ভালো হবে, সেটা বুঝতে পেরেছিলাম। তাই চাপ নিতে হয়নি। সাধারণভাবে কেটেছে শেষ কয়েকটা দিন।

২. চাপ নেওয়া কতটা ঝুঁকিপূর্ণ এখন?

অভীক : বেশি চাপ নিলে পুরোনো পড়া ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তাই হালকা মুডে কাটানো উচিত। শুধুমাত্র রিভিশন দেওয়া যেতে পারে।

৩. যে ক'টা দিন বাকি, তার রুটিন কেমন হতে পারে?

অভীক : পরীক্ষার আগে রাত জাগা ঠিক নয়, আবার খুব সকালে উঠে পড়তে বসারও প্রয়োজন নেই। সাধারণ রুটিনে থাকা ভালো। দুপুরে ও সন্ধ্যায় বেশি পড়া যেতে পারে। ঘুম নষ্ট করবে না। পরীক্ষার কয়েকদিন আগে থেকে রিভিশন, মক টেস্ট দেওয়া যেতে পারে। বিষয় ধরে ধরে যে ভুলগুলো সামনে আসবে, সেগুলো ঠিক করে নাও।

৪. এবারের পরীক্ষার্থীদের জন্য আর কোনও পরামর্শ?

অভীক : যাদের ভালো প্রস্তুতি রয়েছে, তারা নিজেদের ভালো-খারাপ দুটো দিক জানে। এমনকি শিক্ষকরা নিশ্চয় ধরিয়ে দিচ্ছেন। যে ভুলভ্রান্তিগুলো রয়ে গিয়েছে এখনও, সেসব কাটিয়ে নিতে হবে। বিষয়ভিত্তিক মক টেস্টে জোর দাও। বিগত বছরের প্রশ্ন আরও একবার ভালো করে দেখা যেতে পারে। কী ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে, তা থেকে আন্দাজ মিলতে পারে।

৫. মক টেস্ট ও রিভিশনে তোমার স্ট্র্যাটেজি কী ছিল?

অভীক : আমার উচ্চমাধ্যমিকের প্রস্তুতি বেশ কয়েকদিন আগে শেষ হয়ে গিয়েছিল। পরীক্ষার কয়েকদিন আগে সময় ধরে মহড়া পরীক্ষা দিতাম। যেভাবে কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে হয়, ঠিক তেমন। পুরো ঘড়ি ধরে। কোনও বিষয় বাদ দিইনি। রিভিশন সেভাবে দিয়েছি। যেগুলো বেশিক্ষণ মনে থাকত না, সেগুলো বারবার রিভিশন দিতাম।

৬. যারা সারাবছর প্রস্তুতি নেয়নি বা নিতে পারেনি, তাদের এখন কী করা উচিত?

অভীক : শেষমুহূর্তে পুরো বই তো পড়া সম্ভব নয়, তবে কিছু পড়া যেতে পারে পরিকল্পনামাফিক। এক্ষেত্রে শিক্ষকের পরামর্শ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোন বিষয়ে কোন ধরনের প্রশ্ন প্রায় প্রতিবছর বেশি আসে, সেসবের ওপর জোর দিতে হবে। যে প্রশ্নগুলো বেশি আসে, সেগুলোর সহজ উত্তর শিখতে হবে। শেষ সময় অনেক বেশি কিছু একবারে পড়তে গিয়ে গুলিয়ে যেতে পারে। তাই সঠিক পরিকল্পনা প্রয়োজন।

ভাষা দিবসে শামিল হোক নতুন প্রজন্ম

মেহেবুব আলম

২১শে ফেব্রুয়ারি দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়। গর্বের বিষয় হল, এর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বাংলা ভাষা জড়িত। গোটা বিশ্বজুড়ে চর্যাপদের সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বাংলা ভাষা আজ একবিংশ শতাব্দীর দুটি দশক পেরিয়ে এসেছে। স্বাধীনতা উত্তর পূর্ব পাকিস্তান, অসম ও পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষীরা নানা প্রতিকূলতায় পড়েছিলেন। পূর্ববঙ্গে অন্য একটি ভাষার আগ্রাসন থেকে মাতৃভাষাকে রক্ষা করতে এবং মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার অর্জন করতে ভাষাপ্রেমী বাঙালিরা প্রাণ দিয়েছিলেন। আবার মানভূমেও বিশাল ভাষা আন্দোলন হয়েছিল এবং মাতৃভাষার জন্য অসমের কাছাড়ে 'জান দিব, জবান দিব না' স্লোগান দিয়ে এগারোজন বাংলাভাষী প্রাণ দিয়েছিলেন। বাঙালি হিসেবে এমন ইতিহাস আমাদের কাছে কম গর্বের নয়।

একজন বাংলা ভাষার শিক্ষার্থী হিসেবে আজকের দিনে মনে প্রশ্ন জাগে, আমাদের কাছে বাংলা ভাষার গুরুত্ব কতটুকু? ইংরেজি-হিন্দিমাধ্যমের বিদ্যালয়ে অভিভাবকেরা তাঁদের সন্তানদের পাঠাচ্ছেন, যেখানে বাংলা ভাষাকে সেকেন্ড বা থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে দেখা যায়। শিক্ষিত অভিভাবকরা সন্তানদের বিশ্বনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ইংরেজি ভাষাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন, ফলে বাংলা ভাষা বিপদগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। লেখাপড়া, সরকারি কাজ, প্রেম নিবেদন বা ক্ষোভ প্রকাশে ইংরেজি ভাষার আধিপত্য থাকার কারণে বাংলা ভাষার অস্তিত্ব সংকটের মুখে। বাঙালি সন্তানরা মা-বাবাকে মম-ড্যাড বলতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এবং অভিভাবকরা সন্তানের বাংলার দুর্বলতা নিয়ে তৃপ্তি পান। বাংলা ভাষা তাঁদের কাছে আর 'মোদের গরব মোদের আশা আ-মরি বাংলা ভাষা' নয়। এ আত্মঘাতী চিন্তা শিশুদের শৈশব থেকেই বাংলা ভাষার প্রতি বিরূপ মানসিকতা তৈরি করে। 'আতা গাছে তোতা পাখি'র পরিবর্তে এখন শিশুরা 'টুইংকেল টুইংকেল লিটল স্টার' শিখছে। বাংলা ছড়া, বই, গান এবং বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নতুন প্রজন্মের শিকড়ের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হচ্ছে প্রতিনিয়ত। একজন বাংলা শিক্ষার্থী হিসেবে এটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমাদের রাজ্যে বিশেষ করে ব্যাংক বা সরকারি দপ্তরে গেলে ইংরেজি ও হিন্দি ভাষার প্রবল দাপটের মুখোমুখি হতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রেও ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি হিন্দি ভাষার প্রাধান্য লক্ষ করা যায়, যেখানে আঞ্চলিক ভাষা অবহেলিত। যদিও হিন্দি আমাদের রাষ্ট্রীয় ভাষা নয়।

আজ ২১শে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা দিবস বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উদযাপিত হচ্ছে। আশা করি, ভাষা নিয়ে এই উদযাপন সকল বাঙালির মধ্যে ভাষার গুরুত্বের ব্যাপারে সচেতনতা বাড়াবে। আন্তর্জাতিক ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি মাতৃভূমির বাংলা ভাষাকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে এবং নতুন প্রজন্মকে বেশি করে মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করালে এর ফল সুদূরপ্রসারী হবে।

(লেখক কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে গবেষণা করছেন)

ফ্রেম ইন

প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক নাটকে চিকিৎসক ও রোগীর সাজে পড়ুয়ারা। ইসলামপুরে বৃহস্পতিবার। ছবি : রাজু দাস

উৎসাহ বাড়াচ্ছে 'মাসের সেরা পড়ুয়া'

রমণীকান্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়

গৌতম দাস

বিদ্যালয়ে ঢুকেই বাঁদিকে বাগানে ফুটে রকমারি ফুল। পাশের দেওয়ালে লেখা, 'দর্শনে অনুভব করুন, স্পর্শে নয়'। মাঠের চারদিক সবুজে ঘেরা। দেবদারু, নিম, আমলকী সহ কত কী গাছ। ডানদিকে মিড-ডে মিল রান্নার ঘরের পাশেই সবজি বাগান। জৈব পদ্ধতিতে সারাবছর চাষাবাদ হয় সেখানে।

লাউ, কুমড়ো, লেবু ও পেঁপের মতো নানা সবজি ফলেছে। সেসব রান্না হয় মিড-ডে মিলে। পড়ুয়াদের পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতেই বাগানের ভাবনা মাথায় এসেছিল স্কুল কর্তৃপক্ষের। মাঝেমধ্যে লেবু থাকছে মেনুতে। এছাড়া বিশেষ দিনগুলোতে পিঠে, পায়েস কিংবা পনির পাতে পড়ে খুদেদের। সেদিন আবার খাবার পরিবেশন করা হয় তাজা কলাপাতায়।

বিদ্যালয়ের ভেষজ উদ্যানে কালমেঘ, ব্রাহ্মী, কুলেখাড়া, থানকুনি, তুলসী, অ্যালোভেরা, পাথরকুচি সহ বিভিন্ন ঔষধি চোখে পড়ল। প্রতিটির পাশে গাছের পরিচিতি, বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি লেখা বোর্ডে। মূলত পড়ুয়ারাই সব গাছের পরিচর্যা করে। একইসঙ্গে তাদের গুণাবলি শেখা হয়ে যায়। গতবছর কোচবিহার জেলা আয়ুষমেলায় ভেষজ বাগানের জন্য সেরা পুরস্কার জিতে নেয় স্কুলটি।

শ্রেণিকক্ষের বাইরের দেওয়ালের বিভিন্ন জায়গায় কালো হরফে লেখা সচেতনতামূলক বার্তা। যেমন, 'প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল ব্যবহার করা ঠিক নয়', 'বিদ্যালয়কে রোগমুক্ত রাখতে শৌচালয়ে জল ব্যবহার করতে হবে', 'মাঠ, শ্রেণিকক্ষ ও শৌচালয়ে প্লাস্টিক বা কাগজ ফেলে নোংরা করা উচিত নয়' ইত্যাদি। দুপুরের খাওয়ার আগে হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে নেয় ছোটরা। বেসিনের ওপরে দেওয়ালে ছবি সহ পাঁচটি ধাপে হাত ধোয়ার পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। পুরো বিষয়টির ওপর অবশ্য কড়া নজর রাখেন শিক্ষকরা।

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাটাবাড়ি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্যামগঞ্জে ১৯৯৯ সালে স্থাপিত হয়েছিল রমণীকান্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়। আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় গড়ে ওঠা এই প্রতিষ্ঠান আর পাঁচটা সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুল থেকে আলাদা।

ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বেসরকারি স্কুলের দাপটে সরকারি বিদ্যালয়ে পড়ুয়া সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। এখানে অবশ্য উলটো ছবি। আহামরি না হলেও, সংখ্যা আশা জাগায়। পাঁচ বছর আগেও প্রাকপ্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৪২। বর্তমানে সেই সংখ্যাটা বেড়ে হয়েছে ৮১। আরও বাড়ানোর নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন শিক্ষকরা।

বর্তমানে শিক্ষক সংখ্যা পাঁচ। বেসরকারি স্কুল থেকে প্রতিবছর কিছু কিছু পড়ুয়া এসে ভর্তি হচ্ছে। ছবিটা বদলাতে শুরু করল কবে থেকে?

২০২০ সাল থেকে শিক্ষকদের নিত্যনতুন পরিকল্পনা, খেলার ছলে পড়াশোনা, নাচ-গান-কুইজ প্রতিযোগিতা, 'স্টুডেন্ট অফ দ্য মান্থ', আনন্দ পরিসর (সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান) ইত্যাদি শুরু হল। তারপর থেকে ধীরে ধীরে প্রতিটা শিক্ষাবর্ষে পড়ুয়া সংখ্যা বাড়ছে। জানুয়ারিতে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন দ্বিজেন রায়। তাঁর কথায়, 'শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করতে পড়াশোনা সহ সার্বিক বিকাশে জোর দেওয়া হচ্ছে। তাদের আগ্রহ বাড়াতে প্রতিমাসে প্রতিটি শ্রেণি থেকে সেরা পড়ুয়া নির্বাচন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তুলে দেওয়া হয় পুরস্কার।'

বিদ্যালয়ে দেখা হল প্রাকপ্রাথমিকের তীর্থ বর্মন, প্রথম শ্রেণির রেখা বর্মনের সঙ্গে। সকলের এক কথা, 'স্কুলে খেলাধুলো, নাচ-গান, কবিতা, যোগ শেখানো হয়। আমাদের ভীষণ ভালোলাগে তাই রোজ আসতে। ক্লাসে খুব ভালো পড়ান স্যররা।'

শিক্ষাবর্ষের শুরুতে গঠিত হয় 'শিশু সংসদ'। সেখানে প্রধানমন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী, ক্রীড়া ও সংস্কৃতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনোনীত হয়। তারা এক বছর দায়িত্বে থাকে। পড়ুয়াদের মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে প্রকাশিত হয়েছে 'ধানসিঁড়ি' নামের একটি দেওয়াল পত্রিকা। বাছাই করা লেখাগুলো ছাপানো হয় সেখানে। এতে ওরা উৎসাহ পায়। এছাড়া শরীর সুস্থ রাখার পাঠ দেওয়া হচ্ছে স্কুলে। সপ্তাহে একদিন প্রশিক্ষক এসে যোগ প্রশিক্ষণ দেন ছোটদের। 'স্টুডেন্ট অফ দ্য মান্থ' শিরোপা পেয়েছে। জুয়েলের বাবা মৃণাল দাসের কথায়, 'আমার ছেলেকে একটি বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করেছিলাম। কিন্তু এই বিদ্যালয়ে পড়াশোনার মান, ছাত্রছাত্রীদের প্রতি যত্ন, নতুন ধরনের উদ্যোগ বাকি বাচ্চাদের বেশ উৎসাহ দিচ্ছে দেখে ওকে এখানে নিয়ে এলাম।'

ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বেসরকারি স্কুলের দাপটে সরকারি বিদ্যালয়ে পড়ুয়া সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। এখানে অবশ্য উলটো ছবি। আহামরি না হলেও, সংখ্যা আশা জাগায়। শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করতে পড়াশোনা সহ সার্বিক বিকাশে জোর দেওয়া হচ্ছে।

প্রতিটি শ্রেণিকক্ষের দেওয়ালজুড়ে আঁকা পাঠক্রমের বিষয়বস্তু। স্বাধীনতা দিবসে মনীষীদের জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, যা উদ্বুদ্ধ করে বাচ্চাদের। প্রতিবছর খুদেদের নিয়ে বনভোজনে যান শিক্ষকরা। স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় নানা বিভাগে অংশ নেয় পড়ুয়ারা। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের জন্য শিক্ষকদের নিজস্ব তহবিল রয়েছে। মাসমাইনে থেকে টাকা বাঁচিয়ে সেখানে তাঁরা জমান বছরভর।

গত মাসে তৃতীয় শ্রেণি থেকে জুয়েল দাস, চতুর্থ শ্রেণির রিয়া মোদক, পঞ্চমের শ্রীজিতা বর্মনরা প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলতে জমি দান করেন প্রয়াত রমণীকান্ত দেবনাথ। তিনি এলাকায় শিক্ষানুরাগী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। রমণীকান্ত ছাড়া এলাকার আরও বহু মানুষের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে রজত জয়ন্তী বর্ষে পা রেখেছে এই বিদ্যালয়। বিভিন্ন কারণে সুনাম ছড়ালেও কিছু পরিকাঠামোগত সমস্যা রয়ে গিয়েছে এখনও। সীমানা প্রাচীর নেই, বড় ডাইনিং হল প্রয়োজন, দরকার পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা। শিক্ষা দপ্তর এবং ব্লক প্রশাসনের সহযোগিতা ছাড়া যা সম্ভব নয়।

ভালোবাসার ভাষা

উচ্চশিক্ষায় রাজবংশী, কামতাপুরিতে পঠনপাঠন চাই

নগেন্দ্রনাথ রায়

অরুণাচলপ্রদেশে তিন বছর আগে বৃদ্ধ দম্পতির অমানবিক মৃত্যু আজও মনের কোণে দগদগে ঘা করে রেখেছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এলে, ওই ঘটনা নতুন করে চোখের কোণ ভিজিয়ে দেয়। বৃদ্ধ দম্পতির ভাষা ওই প্রদেশের কেউ জানতেন না। দুজনে কাতর কণ্ঠে জল চাইলেও কেউই তা বুঝতে না পারায়, সাহায্যের হাত বাড়াতে পারেননি। এমনকি, স্বামী-স্ত্রীর শরীরের ভিতরে যে মারণ কোনও ব্যাধি বাসা বেঁধেছে, সেটাও কেউ টের পায়নি। হয়তো নিজেদের ভাষায় তাঁরা বোঝাতে চেয়েছেন, অজানা ভাষায় কেউ বুঝতে পারেননি। বছরের পর বছর নানান প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁরা কিন্তু মাতৃভাষাকে ত্যাগ করেননি। মাতৃভাষার শিক্ষাটা এখানেই। সকলেই চান, তাঁর মাতৃভাষা যেন সর্বজনীন হয়ে ওঠে।

সে কারণেই রাজবংশী-কামতাপুরি ভাষাকে সামনে রেখে নানা আন্দোলন। অষ্টম তফশিলে কেন আমার মাতৃভাষা অন্তর্ভুক্ত হবে না, নতুন করে সেই দাবি উঠেছে। আমার ভাষা যাতে অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত হয়, তার জন্য মাননীয় রাষ্ট্রপতির কাছে দরবারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখন না হয়, সেই আন্দোলন বা দাবির প্রসঙ্গে নাই বা ঢুকলাম। কিন্তু উত্তরবঙ্গেই যেখানে দেড়-দু'কোটি মানুষ রাজবংশী-কামতাপুরি ভাষায় কথা বলে, সেখানে কেন মাধ্যমিক স্তর, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে রাজবংশী-কামতাপুরি ভাষায় পঠনপাঠন হবে না? এটাই কিন্তু সময়ের দাবি। আমার মনে হয়, রাজবংশী-কামতাপুরি ভাষায় পাঠ্যবই হওয়া উচিত। সাহিত্যচর্চা যখন হচ্ছে, গবেষণা হচ্ছে, তখন এই ভাষা নিয়ে উত্তরবঙ্গের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মশালা হওয়া উচিত।

আসলে নিজের আক্ষেপ থেকে বুঝতে পেরেছি না পাওয়ার যন্ত্রণাটা কতটা। বাড়ি বা সমাজে কথা বলতাম মাতৃভাষায়। কিন্তু পড়তে হত বাংলায় (বাংলা ভাষাকে অশ্রদ্ধা করছি না। সেই দুঃসাহস আমার নেই।)। প্রাথমিক থেকে কলেজ জীবন, পড়াশোনার ক্ষেত্রে ভাষার পরিবর্তন ঘটেনি আমার জীবনে। মাতৃভাষা দিবস এলে, বিষয়টি নিয়ে যন্ত্রণা পাই।

মাতৃভাষাকে মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে তুলনা করা হলেও, প্রাপ্যটুকু কিন্তু আমাদের সমাজ পায়নি। এই তো রাজবংশী ভাষায় সাহিত্যচর্চার জন্য এবছর আমাকে পদ্মশ্রী সম্মানের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। কিন্তু আক্ষেপ হল, চিঠিপত্র এবং বিভিন্ন নথিপত্র পাঠাতে পারছি না মাতৃভাষায়। চাই প্রতিটি নরনারী তাঁর মায়ের ভাষা নিয়ে গর্ববোধ করুক। তৈরি হোক তাঁদের শব্দকোষ। স্বীকৃতি পাক পারিভাষায় (সরকারি পরিভাষা)। এই তো মাতৃভাষা দিবসের ২৪ ঘণ্টা আগে ছিলাম কলকাতার রাজভবনে। গোয়ার রাজ্যপালের লেখা বইয়ের প্রকাশ অনুষ্ঠান। বাংলায় অনুবাদ করা বইয়ের প্রকাশ অনুষ্ঠান। কিন্তু গোয়ার রাজ্যপালকে দেখলাম পরিচিতদের সঙ্গে দক্ষিণী ভাষায় কথা বলছেন। এটাই মাতৃভাষার সার্থকতা।

মায়ের ভাষার মতো কি মিষ্টি আর কিছু আছে? নেই। তাই চাই সমস্ত মায়ের ভাষা বিকশিত হোক। কেননা, ভাষার মধ্যে দিয়েই জাতির মুক্তি ঘটে। সব ভাষার বিকাশ ঘটলে নিশ্চয় অরুণাচলপ্রদেশে মাথা গোঁজা ওই দম্পতির এমন অসহনীয় মৃত্যু হত না।

(লেখক পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত ভাষাকর্মী)

অনুলিখন - সানি সরকার

হীনম্মন্যতা সরিয়ে চলুক মাতৃভাষার চর্চা

উৎপল মণ্ডল

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার সঙ্গে বাংলা ভাষার সম্পর্ক যদিও একটু ঘনিষ্ঠ কিন্তু আসলে এই দিনটি পৃথিবীর যে কোনও দেশেরই মাতৃভাষাকে চর্চা এবং চর্যা করে তোলার অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অথচ জার্মানির একটি গবেষণা সংস্থার বিচারে পৃথিবীতে নাকি প্রতি ১৪ দিনে একটি করে ভাষার অপমৃত্যু ঘটে চলেছে। তাহলে তো প্রতি ১৪ দিন অন্তর কোনও না কোনও মায়ের মৃত্যু ঘটছে! এবং সেই হিসেবে বাংলা ভাষাও শ-খানেক বছরের মধ্যে অন্তত বৃদ্ধাশ্রমে চলে যাবে বলে আশঙ্কা।

কেন এমন হয়? হচ্ছে? এটা আসলে দ্বিমুখী ক্রিয়া। কনজিউমারিজমের এই যুগে একদিকে যেমন আগ্রাসন, ব্যবসায়িক স্বার্থে, উলটো দিকে তেমনি কিছুটা বাধ্যতাও বাঁচার তাগিদে। এটা শুধু বাংলা ভাষা নয়, যে কোনও ভাষার ক্ষেত্রেই সত্য। বিশেষত আমাদের উত্তরবঙ্গে এটা অনুভূত হয় টোটো, সাদরি, রাভা, মেচ, রাজবংশী... এইরকম আরও অনেক ভাষার দিকে তাকালে।

জীবন যেহেতু পাকস্থলীতে বাঁধা, অতএব অন্য ভাষা শিখতে হবে প্রয়োজনের তাগিদে। একাধিক ভাষা জানা তো ভালো। কিন্তু মাতৃভাষাকে রক্ষার দায়িত্বও তো পালন করা উচিত! কীভাবে করব? ক্ষমতার ধর্মই যে আগ্রাসন চালানো! আর ব্যবসায়নের এই যুগে ভাষার ক্ষেত্রে এ একেবারে মহামারি! বাংলা আক্রান্ত হচ্ছে ইংরেজি, হিন্দির কাছে। আবার উত্তরবঙ্গের অন্যান্য অনেক ভাষা (উপরোক্ত) তেমনি আক্রান্ত বাংলার কাছে! তাহলে উপায়?

উপায় আছে। ভাবতে হবে তিন দিক থেকে। আত্মশক্তি, যৌথ প্রয়াস এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাশক্তি। আত্মশক্তি মানে হীনম্মন্যতা দূর করে মাতৃভাষা ব্যবহারের আত্মবিশ্বাস যা সাধারণত বেশিরভাগ বাঙালি করে না, সরকারি সুযোগসুবিধা থাকা সত্ত্বেও, অন্য ভাষা বলার মধ্যে আত্মশ্লাঘা বোধ করে। উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন। আর এটা এককভাবে করাও ফলপ্রসূ হবে না, দরকার যৌথ প্রয়াস। কিন্তু সাধারণত এই হীনম্মন্য জাতি এর উলটোটাই করে থাকে। আর এগুলো শুধু বাংলা নয়, যে কোনও ইন্ডেঞ্জারড ল্যাঙ্গুয়েজ-এর ক্ষেত্রেই সত্য।

সব থেকে বড় উপায়— চিন্তাশক্তি, চিন্তার উৎকর্ষ, কোয়ালিটি প্রোডাক্ট। গ্লোকালাইজেশনের (গ্লোবালাইজেশন নয় কিন্তু) এই যুগে, চিন্তার উৎকর্ষ যদি থাকে তাহলে আমাকে বিশ্বের কাছে যেতে হবে না বিশ্ব আসবে আমার কাছে। সত্যজিৎ রায় বাংলাতে ফিল্ম করেই অস্কার জিতেছেন, যামিনী রায় কিংবা রামকিঙ্কর বেইজ অন্য কোনও ভাষাই জানতেন না, অথচ বিশ্বের কাছে পরিচিত সেই সময়! আর এখন তো কোয়ালিটি থাকলে ভাইরাল হওয়া মুহূর্তের ব্যাপার, সে পৃথিবীর যে প্রান্তেরই বিষয় হোক। অজস্র উদাহরণ মোবাইলেই। গুপি বাঘার কথা ভাবুন– 'মোদের নিজের ভাষা ভিন্ন আর ভাষা জানা নাই'— গানে বলছেন এই কথা কিন্তু পৌঁছে গিয়েছেন রাজদরবারে! এটাই কোয়ালিটি। এটা আমার মনে হয়, যে কোনও ভাষার ক্ষেত্রেই সত্য। অতএব আজ এটাই শপথ হোক। না হলে ঘটা করে উদযাপন করে ভাবের ঘরে চুরি ঠেকাতে না পারলে, বৃদ্ধাশ্রম অনিবার্য, এবং ক্রমশ অবলুপ্তি।

(লেখক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক)

মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কুরুখ ভাষা রক্ষা ও বিস্তারে কাজ করে যাব

বিমল কুমার টপ্পো

আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। মাতৃভাষা রক্ষার দিন। অন্যান্য ভাষার মতো আমার মাতৃভাষা 'কুরুখ' নানাভাবে আক্রান্ত। কিন্তু এই ভাষা রক্ষা ও বিস্তারে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেই কাজ করে যাব।

বর্তমানে কুরুখ ভাষা পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সরকারি ভাষার মর্যাদা পেয়েছে। এই ভাষায় দেবনাগরী এবং 'তোলং সিকি' নামে নিজস্ব লিপির প্রচলন রয়েছে। ওরাওঁ ও কিষান জনজাতির শিক্ষার হার যথাক্রমে ২৩ এবং ১৭ শতাংশ। ঝাড়খণ্ড এবং ছত্তিশগড় রাজ্যে কুরুখ ভাষায় স্কুলের পঠনপাঠন শুরু হয়েছে। আমরা বারবার দাবি জানিয়ে আসছি আমাদের রাজ্যে ওরাওঁ অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে অন্তত কুরুখ ভাষাতে প্রাথমিক স্তরে সাবজেক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করা হোক। এই জীবদ্দশায় সেটা দেখে যেতে চাই।

তবে আমরা কুরুখ ওরাওঁ লিটারারি অ্যান্ড কালচারাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে উত্তরবঙ্গের ওরাওঁ জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় কুরুখ ভাষা শিক্ষাকেন্দ্র চালাচ্ছি। সেটা কুরুখ ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে ভালো কাজ হচ্ছে।

অন্যান্য ভাষার মতো কুরুখ ভাষাও নানাভাবে আক্রান্ত। ওরাওঁ এবং কিষান জনজাতির মানুষ মূলত কুরুখ ভাষায় কথা বলেন। কিন্তু এ রাজ্যের ওরাওঁ বা কিষান সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁদের মাতৃভাষা ভুলে যাচ্ছেন। তাঁরা সাদরি অথবা অন্য ভাষায় কথা বলছেন। আমরা সেইসব মানুষকে কুরুখ ভাষা শিক্ষাকেন্দ্রে এনে তাঁদের মাতৃভাষা শেখাচ্ছি।

এক্ষেত্রে ব্যাকরণ এবং নামতা বইয়ের সমস্যা ছিল। ঝাড়খণ্ড থেকে আমরা ব্যাকরণ বই এনেছিলাম। কিন্তু সেটি নতুন শিক্ষানবিশদের জন্য কিছুটা সমস্যা হচ্ছিল। তাই আমি নিজে সরল ব্যাকরণ বই লিখেছি। নামতা বইটি এক্ষেত্রে ভীষণ কাজে লাগছে। এছাড়া রামপ্রসাদ তিরকে অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী, তিনিও একটি বই লিখেছেন। সেই বইটিও আমরা কুরুখ ভাষা শিক্ষাকেন্দ্রে পড়াচ্ছি।

নতুন প্রজন্মের মধ্যে কুরুখ ভাষার প্রতি আগ্রহ তৈরি করতে আমরা নিয়মিত সেমিনার করছি। এছাড়া সাহিত্য রচনা, কবিতা, নাটক, গল্প, প্রবন্ধ এগুলি লিখে সেগুলি নতুন প্রজন্মের হাতে তুলে দিয়ে সেগুলি তাদের পড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছি।

আমার লেখা গল্প, কবিতা, নাটক রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হচ্ছে। তবে কুরুখ ভাষায় সাহিত্যচর্চা এ রাজ্যে সেভাবে হচ্ছে না। বালুরঘাট, বীরভূমের কয়েকজন হাতেগোনা এবং ডুয়ার্সের আমি সহ মাত্র ক'জন কুরুখ ভাষায় সাহিত্যচর্চা করছি।

এর মধ্যেও আমরা কুরুখ সাহিত্যচর্চার বিকাশ ঘটাতে সাহিত্যসভার আয়োজন করে চলেছি। নতুন প্রজন্মকে সেই সাহিত্যসভাগুলিতে শামিল করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ভাষা একটি জাতির সব থেকে বড় পরিচয়। ভাষা বেঁচে থাকলে সেই জাতি বেঁচে থাকবে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে একটিই কথা বলব, কুরুখ ভাষার সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত মাতৃভাষা রক্ষা হোক, উৎকর্ষ সাধিত হোক, সব জাতি তাদের মাতৃভাষায় কথা বলুক।

লেখক : কুরুখ ভাষার সাহিত্যিক, অনুলিখন : রাজু সাহা

স্কুলে পড়ানো হোক টোটো ভাষায়

ভক্ত টোটো

২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস। বিশ্বজুড়ে এদিন পালিত হবে ভাষা দিবস। পৃথিবীর সব জাতি চায় তাদের নিজেদের ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে। কেননা সব জাতির ক্ষেত্রেই ভাষা হল তাদের প্রাণ ও পরিচিতি। ভাষা আমাদের মায়ের মতোই হৃদয়ের বড় কাছাকাছি থাকে। আমি চাই আমাদের টোটো ভাষাকে পৃথিবীর বুকে একটা আলাদা পরিচিতি দিতে। কারণ আমরা পৃথিবীর আদিম জনজাতির মানুষ। আমাদের ভাষাকে সংরক্ষণ না করলে ধীরে ধীরে কালের বিবর্তনে বিলুপ্তির পথে চলে যাবে। সেইজন্য আমাদের টোটো ভাষার জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।

বহু বহু বছর ধরে টোটোদের কোনও লিপি ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে এই ব্যাপারে গবেষণা করেন পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত ধনীরাম টোটো। অবশেষে তিনি ২৬টি টোটো ভাষার অক্ষর তৈরি করে ইতিহাস রচনা করেন। রাজ্য তথা কেন্দ্র সরকারের কাছে আমার আবেদন, টোটো ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সংরক্ষণের প্রয়োজন। আর সেইজন্য টোটোপাড়ার সব প্রাথমিক স্কুল এবং হাইস্কুলে অন্তত একটি বিষয় টোটো ভাষায় পড়ানোর ব্যবস্থা করা হোক। আর শিক্ষিত টোটো ছেলেমেয়েদের শিক্ষক-শিক্ষিকার পদে রাখা হোক।

আমি নিজে টোটো শব্দ সংগ্রহ করে 'টোটো শব্দ সংগ্রহ' নামে একটি বই লিখেছি। বইটিতে টোটো শব্দগুলির বাংলা ও ইংরেজিতে অনুবাদ রয়েছে। আর বাংলা হরফে টোটো শব্দ লেখা রয়েছে। আমার মূল উদ্দেশ্য হল, টোটো ভাষার শব্দগুলি লিখিত আকারে সংরক্ষিত করে রাখা। আর নতুন প্রজন্মের টোটো ছেলেমেয়েদের হাতে তা পৌঁছে দেওয়া।

টোটো ভাষার নতুন লিপি নিয়ে টোটোপাড়ার চিত্তরঞ্জন মেমোরিয়াল এডুকেশন সেন্টারে পড়ানোর ব্যবস্থা চলছে। আমি চাই সরকারি স্কুলেও এই লিপি নিয়ে পঠনপাঠন চালু হোক। আমি টোটোবিকো লোইকো দেরিং নামে একটি ছোট্ট পত্রিকায় নিয়মিত লিখে চলেছি। টোটো শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে এই পত্রিকায়। আবার টোটো ভাষায় গানের মাধ্যমে টোটো ভাষাকে প্রচারের চেষ্টা করছেন টোটো ছেলেমেয়েরা।

লেখক : সাহিত্যিক, অনুলিখন : নীহাররঞ্জন ঘোষ

আমার হাঁসজারু ভাষা

হোটেল বা রেস্তোরাঁয় গিয়ে শেষ কবে 'ঝোল' চেয়েছিলেন বলুন তো? খাদ্যরসিকদের এখন ঝোলের বদলে 'গ্রেভি' চেয়ে নিতেই বেশি দেখা যায়। বাড়িতে মা-ঠাকুমাদের হাতে তৈরি করা মাংসের ঝোল রেস্তোরাঁয় গিয়ে হয়ে গিয়েছে 'গ্রেভি'। কাউকে 'ধন্যবাদ' জানানোর বদলে 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলার প্রবণতাই বেশি। হিন্দি, ইংরেজি ওয়েব সিরিজের জনপ্রিয়তা যতটা বাড়ছে, ঠিক ততটা বাড়েনি বাংলা ভাষার সিরিজের। কোরিয়ান ব্যান্ড 'বিটিএস'-এর প্রচুর ভক্ত রয়েছে কোচবিহারে। কিন্তু বাংলা ব্যান্ডের গান শোনার প্রবণতা নাকি কমছে! বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 'সাইনবোর্ড'-এও ইংরেজি ভাষার আধিক্য, আলোকপাত করলেন শিবশংকর সূত্রধর।

ছোট থেকেই

একদম ছোট্ট বয়স থেকেই শিশুদের মধ্যে হিন্দি বা ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে। কথা হচ্ছিল কোচবিহারের বাসিন্দা গৃহবধূ সুমি রায়ের সঙ্গে। বললেন, 'আমার ছেলের বয়স মাত্র সাড়ে চার বছর। ও নিজেই মোবাইল দিয়ে ইউটিউবে কার্টুন বের করে দেখতে পারে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ও যে কার্টুনগুলি দেখে সেগুলি হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায়। ও কিন্তু সেই ভাষাগুলি কিছুই বোঝে না। কিন্তু ছোট থেকেই ওর মাথায় অন্য ভাষার প্রবণতা ঢুকে যাচ্ছে।'

পড়ুয়ার পছন্দ

গান শুনতে খুব ভালোবাসেন কলেজ পড়ুয়া তনুশ্রী চক্রবর্তী। রোজ রাতে গান না শুনলে নাকি তাঁর ঘুম আসে না। অবসর সময় মানেই হেডফোন গুঁজে গান শোনা। তাঁকে প্রশ্ন করা হল,

-'আচ্ছা আপনি কোন অ্যাপ দিয়ে গান শোনেন?'

-'ইউটিউব।'

-'ইউটিউবের হিস্ট্রিটা দেখে একটু বলা যাবে আপনি শেষ কোন গানগুলি শুনেছেন?'

-'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

এরপর দেখা গেল তনুশ্রী শেষ যে ২০টি গান শুনেছেন তার মধ্যে ১৯টি হিন্দি গান। একটি সদ্য প্রকাশিত বাংলা গান। দোরগোড়ায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার মাস। পলাশের, শিমুলেরও দিন। বৃহস্পতিবার কোচবিহারে অর্পণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

আপনি বাংলা গান শোনেন না? জবাব এল, 'মাঝেমধ্যে শুনি। তবে হিন্দি গানই বেশি পছন্দের।'

স্মার্ট সাজতে

শেষ কয়েক বছরে কোচবিহার শহরে একাধিক শপিং মল, মাল্টিপ্লেক্স খুলেছে। চালু হয়েছে বহুজাতিক নানা নামী কোম্পানির রেস্তোরাঁও। সেখানে যে নতুন প্রজন্মের মানুষেরই ভিড় বেশি থাকে তা বলাই বাহুল্য। শপিং মলগুলোতে নজর রাখলেই দেখা যায় সেখানকার কর্মী থেকে শুরু করে ক্রেতা, প্রত্যেকের কথাতেই ইংরেজির প্রাদুর্ভাব বেশি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া রাজু হোসেনের যুক্তি, 'অনেকেই মনে করেন আমি কথা বলার সময় যদি কয়েক লাইন ইংরেজি ব্যবহার করি, তাহলে অপর প্রান্তের মানুষটি ভাববেন আমি শিক্ষিত এবং স্মার্ট। ঠিক এইজন্যই বহু মানুষ শপিং মল বা বড় কোনও জায়গায় গেলে প্রয়োজন না থাকলেও ইংরেজির ব্যবহার করেন।'

শোভন বাংলা

সোশ্যাল মিডিয়ায় এক অদ্ভুত ধরনের লেখা দেখতে পাওয়া যায়। অনেকেই সেটিকে বলেন 'বাংলিশ' ভাষা। অর্থাৎ বাংলা ও ইংরেজির মিশ্রণ। ভাষাটি বাংলা অথচ সেটি লেখা হয় ইংরেজি হরফে। এভাবে না লিখে বাংলা হরফে বাংলা লিখলেই বাংলা ভাষার চর্চা বেশি হবে বলে মনে করছেন শিক্ষক রঞ্জিত ভট্টাচার্য। তিনি বললেন, 'দ্রুত লেখা হয় বলে বহু মানুষই ইংরেজি হরফে বাংলা ভাষায় লেখেন। তবে অভ্যেস করলে মোবাইলে দ্রুত বাংলা হরফে লেখার অভ্যেস হয়ে যায়। আমি মনে করি বাংলাতে যখন লিখছি তখন বাংলা হরফের ব্যবহার করাই শোভনীয়।'

মাতৃভাষায় কথা বলতে দ্বিধা কেন?

তথাকথিত উচ্চ কোটির মানুষ বলতে আমরা যাঁদের বুঝি সেই শ্রেণিভুক্ত কিছু মানুষ নিজেরাই সর্ষের মধ্যে ভূত হয়ে আছেন। তাঁদের গৃহপরিবেশে, পারিবারিক ক্ষেত্রে, নিজেদের কথায়, চলা বলা অভিব্যক্তিতে রাজবংশী ভাষায় কথা বলতে দ্বিধাবোধ করেন। লিখেছেন কমলেশ সরকার

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পৃথিবীর প্রায় চার হাজার ছোট-বড় ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের বড় গৌরবের, আনন্দের এবং পরম প্রাপ্তির দিন। প্রতিটি ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের কাছে এই দিনটির মর্যাদা, গুরুত্ব অপরিসীম। এই দিনটিকে সামনে রেখে সকল ভাষিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে নানা অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ড, আলোচনা, বিতর্ক ইত্যাদি হয়ে থাকে এবং হয়ে আসছে। অতি ক্ষুদ্র ভাষাগোষ্ঠীরও ভেতরে নিজ ভাষা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রটি আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, অস্তিত্বের লড়াইয়ের ক্ষেত্রটিও উজ্জীবিত হয়। বলা ভালো, নানা ভাষা নানা মতের দেশে এই ধরনের চর্চার আরও বেশি প্রয়োজন বোধ করি। ইতিমধ্যে গঙ্গা-পদ্মা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে, ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটি আলোচিত, আলোকিত হয়েছে।

এই মুহূর্তে উত্তরবঙ্গ-ডুয়ার্স অঞ্চলে আমরা যাঁরা বসবাস করছি তাঁদের জনগোষ্ঠী এবং ভাষাগোষ্ঠীর নিরিখে ভারতের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা হয়ে থাকে। যেমন সাঁওতাল, মুন্ডা, ডুকপা, কুড়ুম, সাদরির মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষার বাচিকগোষ্ঠী এখানে রয়েছে। তেমনি উত্তরের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী রাজবংশী ভাষাগোষ্ঠীর মানুষও এখানকার জেলায় জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন। উত্তরের তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চলে রাজবংশীভাষী জনগোষ্ঠীর বাস। উত্তরবঙ্গ তো বটে তাছাড়া অসম, পশ্চিমবঙ্গের আরও কিছু অঞ্চল ও জেলায় এই ভাষিক গোষ্ঠী মানুষের বসবাস লক্ষ করার মতো। রাজবংশী কিংবা কামতাপুরি যা-ই বলা হোক সংখ্যাটি কিন্তু কম নয়। বলা হয়ে থাকে এই বাচিক গোষ্ঠীর জনসংখ্যা চার কোটি কিংবা তারও বেশি। গত বছর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণায় রাজবংশী ভাষার ২১০টি উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়

খোলা জানালা

> গত বছর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণায় ২১০টি রাজবংশী ভাষার উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয় স্বীকৃতি পায়। এই ঘোষণা রাজবংশী জনসাধারণের প্রাণে মনে আলোড়ন জাগায়।

স্বীকৃতি পায়। এই ঘোষণা রাজবংশী জনসাধারণের প্রাণে মনে আলোড়ন জাগায়। অন্যদিকে রাজবংশী ভাষা আকাদেমি গঠন একটি গঠনমূলক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সরকারি নেতিবাচক দিকটি মুছে দিয়ে নতুন এক আশার আলো জাগায়। অনেক ছেলেমেয়ে তাদের মাতৃভাষার পঠনপাঠনে যুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দায়বদ্ধতা বাড়ে। ইতিমধ্যে রাজবংশী সমাজের নগেন্দ্রনাথ রায় (পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপক)- এর ছাওয়ালী পাঠ (পইলাভাগ) কমলেশ সরকারের (বঙ্গরত্ন) মউলপাঠ (ক) মউলপাঠ (খ) বর্তমান রাজবংশী ভাষার প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাছাড়া এর বাইরেও অনেকে লিখছেন। লিখে চলছেন। ভাষা নিয়ে সকলেই তাঁদের নিজস্ব লড়াইয়ের দিকটি জারি রেখেছেন। যদিও কান পাতলে শোনা যায় নানা সমস্যার কথা। স্কুল প্রতিষ্ঠার এক বৎসরকাল পূর্ণ হলেও পরিকাঠামোগত কিছু সমস্যা, স্কুল ঘর এবং তৎসম্পর্কিত সমস্যা রয়েই গিয়েছে। এখনও মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা হয়নি। ভর্তির সমস্যা সহ আরও কিছু বিষয় এর মধ্যে এসে যায়।

তবে এই সকল সমস্যার গোড়ার বিষয়গুলি অত্যন্ত ভাবিত করে রাজবংশী জানগোষ্ঠী মানুষকে। তথাকথিত উচ্চ কোটির মানুষ বলতে আমরা যাঁদের বুঝি সেই শ্রেণিভুক্ত কিছু মানুষ নিজেরাই সর্ষের মধ্যে ভূত হয়ে আছেন। তাঁদের গৃহপরিবেশে, পারিবারিক ক্ষেত্রে, নিজেদের কথায়, চলা বলা অভিব্যক্তিতে রাজবংশী ভাষায় কথা বলতে দ্বিধাবোধ করেন। কিন্তু ওদের জন্য তো একটি ভাষা স্থির থেকে যাবে না। ইতিমধ্যে কিছু তরুণ রাজবংশী ভাষা শিক্ষক সমিতি রাজবংশী ভাষা শিক্ষার নানা দিক নিয়ে ভাবছেন। তাঁরা তাঁদের গঠনমূলক কর্মকাণ্ড জারি রেখেছেন। আগামীদিনে নতুন কান্ডারিরা তাঁদের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে নতুন আশার সঞ্চার করবেন এবং এ ভাষার লড়াই জারি থাকবে। কারণ ভাষার লড়াই চলামান। সুতরাং চলছে চলবে।

বিমাকর্মীদের কর্মবিরতি

কোচবিহার, ২০ ফেব্রুয়ারি : বিভাগীয় বিমা কর্মচারী সমিতির স্বীকৃতি এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগের দাবিতে এক ঘণ্টার কর্মবিরতি পালন করলেন সারা ভারত বিমা কর্মচারী সমিতির সদস্যরা। বৃহস্পতিবার শহরের নতুন বাজার সংলগ্ন এলআইসি অফিসের গেটের সামনে তাঁরা ওই কর্মসূচিতে শামিল হয়েছিলেন। সমিতির জলপাইগুড়ি বিভাগের সহ সভাপতি দেবাশিস রায় বলেন, 'দু'দফা দাবিতে গোটা দেশের পাশাপাশি এদিন কোচবিহারে এই কর্মসূচি হয়।'

বাজেট নিয়ে প্রতিবাদ মিছিল

দিনহাটা, ২০ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী বাজেট ও ২০ এপ্রিল ব্রিগেড সমাবেশ সফল করার আহ্বান জানিয়ে সারা ভারত কৃষকসভা, ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন, সিআইটিইউ, বস্তি উন্নয়ন সমিতির ডাকে দিনহাটায় মিছিল হল বৃহস্পতিবার। উপস্থিত ছিলেন কৃষক নেতা তারাপদ বর্মন, গৌরাঙ্গ পাইন, দিলীপ সরকার, শ্রমিক নেতা প্রবীর পাল, তাপস চৌধুরী, কৃষ্ণকান্ত শর্মা, রঞ্জিত বর্মন প্রমুখ।

নির্মল সাথীদের বৈঠক

কোচবিহার, ২০ ফেব্রুয়ারি : নির্মল সাথীদের নিয়ে বৈঠক হল কোচবিহার পুরসভায়। বৃহস্পতিবার চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে পুরসভার হলঘরে ওই বৈঠক হয়। বেশি করে বাড়ি বাড়ি যাওয়া, পচনশীল ও অপচনশীল বস্তু কোন বালতিতে কীভাবে ফেলতে হবে সেগুলি নিয়ে বাসিন্দাদের বোঝানো, কারা পুরসভার নির্দিষ্ট গাড়িতে বর্জ্য দিচ্ছে না তার হিসাব রাখা সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বৈঠকে পরামর্শ দেওয়া হয় নির্মল সাথীদের।

হুইলচেয়ার দান

মেখলিগঞ্জ, ২০ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি গ্রেটার সায়েন্স আই হসপিটালের তরফে বিনামূল্যে হুইলচেয়ার দেওয়া হল মেখলিগঞ্জে। বৃহস্পতিবার সংস্থার মেখলিগঞ্জ ভিশন সেন্টার থেকে তিনজনকে হুইলচেয়ার দেওয়া হয়েছে। সেন্টার ইনচার্জ তথা কমিউনিটি হেলথ মোবিলাইজার দুলাল দাস বলেন, 'প্রথম পর্যায়ে তিনজনকে হুইলচেয়ার দেওয়া হল। এরপর আরও পাঁচজন বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের হুইলচেয়ার দেওয়া হবে।'

প্রতিবাদ সভা

কোচবিহার, ২০ ফেব্রুয়ারি : ব্যবসায়ী ও কর্মীদের ওপর দুষ্কৃতী হামলার প্রতিবাদে আন্দোলনে নামল জেলা বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁরা কোচবিহার শহরে ভবানীগঞ্জ বাজারে গেঞ্জিপট্টিতে একটি প্রতিবাদ সভা করেন। মঙ্গলবার রাতে কোচবিহারের পামতলা এলাকায় এক ব্যবসায়ী ও তাঁর দুই কর্মীকে মারধর করে দুষ্কৃতীরা। পাশাপাশি কোচবিহার-২ ব্লকে গোপালপুর গ্রামে সোনারী বাজার এলাকাতে এক ব্যবসায়ীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছিল এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। ঘটনাগুলির সঠিক তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির দাবি তোলা হয়েছে।

তালাবন্ধ শৌচালয়, ভোগান্তি বাড়ছে

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ২০ ফেব্রুয়ারি : এমনিতেই কোচবিহার শহরের বেশিরভাগ রাস্তাই পরিণত হয়েছে অলিখিত শৌচালয়ে। তার ওপর যদি জনসাধারণের জন্য তৈরি করা শৌচালয় দিনের পর দিন তালাবন্ধ হয়ে পড়ে থাকে, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। কোচবিহারের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের নরনারায়ণ পার্কের উত্তর দিকে গত বছর মার্চ মাসে পুরসভার পক্ষ থেকে এই পে অ্যান্ড ইউস শৌচালয়টি উদ্বোধন করা হয়েছিল। সেই শৌচালয় নিয়ে একের পর এক অভিযোগ উঠে আসছে।

স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জানা গেল, মাঝেমধ্যেই বন্ধ থাকে শৌচালয়টি। তালা দেখে ফিরে যেতে হয় মহিলা, পুরুষ সকলকেই। এবার তো পনেরো দিন ধরে টানা তালাবন্ধ হয়ে পড়ে আছে এই শৌচালয়টি। শৌচালয়ের পাশেই আবর্জনার স্তূপ। এদিন অনেককেই দেখা গেল আশপাশে দাঁড়িয়ে শৌচকর্ম করতে।

এছাড়াও আরেকটি অভিযোগ জানালেন স্থানীয়রা। শৌচালয়টি যখন খোলা থাকে তখন ঠিকমতো পরিষ্কার করা হয় না এটি। সেখানে দেখাশোনার কোনও লোকও থাকে না। যদিও শৌচালয়টি কেন বন্ধ সে বিষয়ে কিছুই জানা নেই বলে জানালেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তার বক্তব্য, ওটা একটা এজেন্সিকে দেওয়া আছে। পরিষ্কারের দায়িত্ব তাদেরই।

অভিযোগ জানালেন এনএন পার্কের রেঞ্জ অফিসার অভিজিৎ নাগও। শৌচালয় যখন খোলা থাকে সেখানকার নোংরা জল পাশের এনএন পার্কের সাইকেলস্ট্যান্ডের ভেতরে ঢুকে যায়। এর ফলে সেই গন্ধে যেমন অসুবিধায় পড়তে হয় পার্কে আগত ভ্রমণকারীদের, তেমনি জায়গাটা পিচ্ছিল হয়ে যাওয়ার জন্য পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সাইকেল ও বাইক আরোহীদেরও। বারবার ওই শৌচালয়ের কেয়ারটেকারকে বলা হয়েছে, আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কোনও রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে জানালেন অভিজিৎ। বললেন, কয়েকদিন জল এদিকে আসছে না। আবার যদি ওই নোংরা জল পার্কের ভেতর ঢোকে তাহলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে।

এই বন্ধ শৌচালয় ঘিরে ক্ষোভ জমছে। ছবি : অর্পণা গুহ রায়

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	২
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	১
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	২
এবি নেগেটিভ	১
ও পজিটিভ	৩
ও নেগেটিভ	১

■ মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	১
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	১
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	২
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	২
ও নেগেটিভ	০

■ দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	৮
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	১২
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	১০
ও পজিটিভ	২৫
ও নেগেটিভ	১

মাথাভাঙ্গা বাজারে আরএমসির আবর্জনা পরিবাহী বেহাল ভ্যানরিকশা।

বাজারের আবর্জনা সাফাইয়ে সমস্যা

মাথাভাঙ্গা, ২০ ফেব্রুয়ারি : মাথাভাঙ্গা পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত শহরের মূল বাজারটির আবর্জনা অপসারণে ব্যবহৃত রিকশাভ্যানটির বেহাল অবস্থা। বাজারের আবর্জনা অপসারণের জন্য দুজন অস্থায়ী সাফাইকর্মী নিযুক্ত রয়েছেন। সাফাইকর্মী চন্দন বাসফোর বলেন, 'বাজারের আবর্জনা ডাম্পিং গ্রাউন্ডে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটিমাত্র রিকশাভ্যান রয়েছে। সেটির অবস্থা এতটাই বেহাল যে অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে আবর্জনা তুলতে হয়। বেশি সময়ও লাগে।' চন্দনের কথায়, এই রিকশাভ্যানটি ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। অবিলম্বে নতুন রিকশাভ্যান না এলে বাজারের আবর্জনা তুলে নিয়ে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আর ফেলা সম্ভব হবে না। মাথাভাঙ্গা বাজারের আরএমসি'র দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীকে বিষয়টি জানানো হলেও নতুন রিকশাভ্যান এখনও আসেনি।

সবজি ব্যবসায়ী রাজকুমার বর্মন বলেন, 'আবর্জনা ফেলার ভ্যানটির অবস্থা সত্যিই বেহাল।' একই মত বাজারের মাছ ব্যবসায়ী মনা দাসেরও।

আরএমসি কর্তৃপক্ষের মাথাভাঙ্গা বাজারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী মলয় সরকার বলেন, 'রিকশাভ্যানটির বিষয়ে জেলার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। ভ্যানটি আগে একবার সংস্কার করা হয়েছিল। ওই ভ্যান অন্য কাজেও ব্যবহার করেন সাফাইকর্মীরা। জেলা থেকে নতুন রিকশাভ্যান তৈরি করে দেওয়ার নির্দেশ এলেই নতুন রিকশাভ্যান তৈরি করে সাফাইকর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।'

পাড়ায় পাড়ায়

মেখলিগঞ্জ

নিকাশিনালা সাফাইয়ের দাবি

মেখলিগঞ্জ, ২০ ফেব্রুয়ারি : মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের নিকাশিনালাগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করা হচ্ছে না। নালায় জমছে আবর্জনা। এতে জলনিকাশিতে সমস্যা হচ্ছে। এছাড়া আবর্জনার কারণে মশামাছির উপদ্রবও বাড়ছে এলাকায়। সেকারণে নিয়মিত নালা সাফাইয়ের দাবি জানাচ্ছেন ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের একাংশ।

৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুরজিৎ দাস বলেন, 'নিকাশিনালাগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না। আর যখন পরিষ্কার করা হয়, তখন আবর্জনা তুলে নালার পাশেই স্তূপ করে রেখে দেওয়া হয়। এতে সমস্যা বাড়ে। এ বিষয়ে পুরসভার দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।' কাউন্সিলার দুলাল দাসের বক্তব্য, 'এই বিষয়ে সাফাইকর্মীদের বলা হয়েছে। সমস্যার সমাধান হবে।'

তুফানগঞ্জ

বিদ্যুতের খুঁটিতে দুর্ঘটনার শঙ্কা

তুফানগঞ্জ, ২০ ফেব্রুয়ারি : হেলে থাকা বিদ্যুতের খুঁটিতে বাড়ছে দুর্ঘটনার শঙ্কা। তুফানগঞ্জের ন্যাশনাল ক্লাব সংলগ্ন এলাকার ঘটনা। ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে থাকা ওই বিদ্যুতের খুঁটি দীর্ঘদিন ধরে হেলে রয়েছে। তা যে কোনও মুহূর্তে কারও গায়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। এ ব্যাপারে স্থানীয় বাসিন্দা শুকদেব বসাক বলেন, 'মাসতিনেক আগে দুর্ঘটনায় খুঁটিটি বেঁকে যায়। সেটির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় পথচলতি লোকে আতঙ্কে থাকেন। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ করা উচিত।'

এ ব্যাপারে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অনিমেষ তালুকদার বলেন, 'খুব শীঘ্রই যাতে সেটি ঠিক করা যায়, সে বিষয়ে পূর্ত দপ্তর (বিদ্যুৎ)-এর সঙ্গে কথা বলব।'

তথ্য : শুভ্রজিৎ বিশ্বাস, বাবাই দাস

মেখলিগঞ্জে পিলখানা পুকুর নিয়ে ক্ষোভ

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ২০ ফেব্রুয়ারি : মেখলিগঞ্জের পিলখানা পুকুরের চারদিকে গৃহস্থালির আবর্জনা ফেলে চলেছেন একাংশের মানুষ। পুকুরের উত্তর-পূর্ব কোণে মদ খেয়ে ফেলে দেওয়া কাচের বোতল, প্লাস্টিকের গ্লাস ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। পুকুরটি কচুরিপানায় ভরেছে। গোদের ওপর বিষ ফোড়া হল এই পিলখানা পুকুরের সীমান্ত প্রাচীরে থাকা গ্রিল নিয়মিত চুরির অভিযোগ উঠে আসছে।

মহকুমা শহর মেখলিগঞ্জের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত পিলখানা পুকুর। ২০২৩ সালে মেখলিগঞ্জ পুরসভার তরফে অভয় পুকুর হিসেবে একটি সরকারি প্রকল্পের দেড় লক্ষ টাকায় পিলখানা পুকুরকে সংস্কার করা হয়। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তা আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়। এ নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভ বাড়ছে মেখলিগঞ্জের সচেতন বাসিন্দাদের মধ্যে। তাদের তরফে এই পুকুরটিকে সংরক্ষণের দাবি তোলা হয়েছে। পাশাপাশি যারা এই কাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে পুরসভার ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠছে।

ঐতিহ্যের পুকুরের বেহাল অবস্থা।

স্থানীয় বাসিন্দা স্বাধীন দাস বলেন, 'পিলখানা পুকুর রাজ আমলের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে তাই এর গুরুত্ব মেখলিগঞ্জের মানুষের কাছে অপরিসীম। পুকুর পরিষ্কার করে সংরক্ষণের দাবি জানাই।' রুদ্রদীপ গুহ বলেন, 'পিলখানা পুকুরকে সংস্কার করে পুরসভার এমন কিছু করা উচিত যাতে এর রক্ষণাবেক্ষণও হয়, পাশাপাশি এর মাধ্যমে পুরসভার আয়ের পথও প্রশস্ত হয়।'

পুরসভার চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনি বলেন, 'পিলখানা পুকুর সংস্কার করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। এর জন্য ৪৪ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। টেন্ডার প্রক্রিয়া চলছে। বিষয়টি খোঁজখবর নিয়ে দেখব। প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করব।'

স্বাধীনতার অনেক আগে হলদিবাড়ি-মেখলিগঞ্জ হয়ে দিনহাটা রোড দিয়ে বর্তমান বাংলাদেশের অংশের মধ্যে দিয়ে অল্প সময়ে কোচবিহার শহরে পৌঁছানোর রাস্তা ছিল। কোচবিহারের রাজারা বিভিন্ন সময় সেই পথ ব্যবহার করতেন। মেখলিগঞ্জে এই পুকুরে তাঁরা তাঁদের হাতি, ঘোড়া স্নান করিয়ে জল খাওয়াতেন। এরপর তাঁরা ফের নিজেদের গন্তব্যে বেরিয়ে পড়তেন। বিগত পুর বোর্ডের আমলে মেখলিগঞ্জ বাজারে ভূগর্ভস্থ জলাধার না থাকায় উক্ত পুকুরের জলকে বাজার এলাকায় জরুরিকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সংস্কার করা হয়। পরবর্তী সময়ে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে তা আবার বেহাল হয়ে পড়ে।

বাণেশ্বর শিব মন্দিরের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখছেন সদর মহকুমা শাসক।

শিবরাত্রিতে নিরাপত্তায় জোর

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২০ ফেব্রুয়ারি : মহাকুম্ভে পদপিষ্টের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার শিবরাত্রিতে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করছে প্রশাসন। গত বছর বাণেশ্বর শিব মন্দিরে ১০ হাজার পুণ্যার্থীর ঢল নেমেছিল বলে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড সূত্রে খবর। এবার সেই সংখ্যাটা আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই নিরাপত্তায় কোনও খামতি রাখতে চাইছে না প্রশাসন।

বাণেশ্বর শিব মন্দির চত্বরকে সিসিটিভি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হবে। সেখানে আরও ৮-১০টি সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হবে। ভিড় সামলাতে মন্দিরের প্রবেশপথে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা গেট তৈরি করা হচ্ছে।

পুজোকে কেন্দ্র করে এধরনের একগুচ্ছ পদক্ষেপ করছে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার দুপুরে ওই মন্দির পরিদর্শন করেন দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অন্যতম সদস্য তথা সদর মহকুমা শাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন ডিএসপি (ক্রাইম) লোকসাং ভুটিয়া, পুণ্ডিবাড়ি থানার ওসি সোনম মাহেশ্বরী সহ অন্যরা। কুণালের কথায়, 'পুজোকে কেন্দ্র করে মন্দির চত্বরে থাকবে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা। ভিড়ের কথা মাথায় রেখে পুজোর দিন মন্দিরে অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে। এছাড়া অতিরিক্ত স্বেচ্ছাসেবকও রাখা হবে।'

শিবরাত্রির প্রস্তুতি, মন্দিরের নিরাপত্তা সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার পর এদিন গোটা মন্দির ঘুরে দেখেন তাঁরা। পুলিশের তরফে গোটা এলাকায় নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকবে। মহিলা ভক্তদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে সেখানে মোতায়েন থাকবেন মহিলা পুলিশকর্মীও।

শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে এবার মন্দিরের সামনে ১২ দিনের মেলা বসবে বলে বাণেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্যামলকুমার ঘোষ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'পুজোকে কেন্দ্র করে মন্দির চত্বর প্রতিদিনই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হবে। দিন এগিয়ে আসায় এখন প্রস্তুতি প্রায় শেষপর্যায়ে।'

দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অধীনে জেলায় মোট ১০টি মন্দির রয়েছে। জেলার অন্যতম বাণেশ্বর মন্দিরের পাশাপাশি শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে সেজে উঠছে অন্য শিব মন্দির গুলিও। প্রতিটি মন্দিরেই রংয়ের কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে। বাণেশ্বর মন্দিরে ভিড়ের কথা মাথায় রেখে গোটা মন্দির চত্বরে অস্থায়ী ছাউনি দেওয়ার কাজ চলছে। ভিড় সামলাতে তৈরি করা হচ্ছে ব্যারিকেড। ২-৩ জন সাফাইকর্মী এবং মন্দিরের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকা কয়েকজনকে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে রাখা হবে বলে জানা গিয়েছে। মন্দির চত্বরে থাকবে পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থাও।এছাড়া শহরের হিরণ্যগর্ভ শিব মন্দির, অনাথনাথ শিব মন্দির, ডাঙরআই মন্দির সহ অন্য মন্দিরগুলিতেও পুজোর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষ।

বাণেশ্বরে প্রস্তুতি

পুজোকে কেন্দ্র করে মন্দির চত্বরে থাকবে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা। ভিড়ের কথা মাথায় রেখে পুজোর দিন মন্দিরে অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে। এছাড়া অতিরিক্ত স্বেচ্ছাসেবকও রাখা হবে।

কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায়
সদর মহকুমা শাসক

পৃথক রাজ্যের জিগির শিখার

প্রথম পাতার পর

উন্নয়নের দায়িত্ব সেখানকার মানুষের হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত।' পরে এই দাবিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দেন পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর পালটা যুক্তি, 'বিজেপি বরাবর বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবি তোলে। আগেও বিজেপি বিধায়করা এই দাবি বিধানসভায় তুলেছিলেন। কিন্তু এ রাজ্যের সরকার যা কাজ করেছে, তা কোনও সরকার করতে পারেনি।'

'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকল্পগুলি মানুষকে এমনভাবে স্পর্শ করেছে যে, ওদের আর জেতার সম্ভাবনা নেই' মন্তব্য করে শোভনদেব বলেন, 'উত্তরবঙ্গ ভাগ করার দাবি ওই কারণেই। উত্তরবঙ্গে সাম্প্রতিককালে আমরা সবক'টি আসনে জিতেছি। আগামীদিনে উত্তরবঙ্গে বিজেপি একটাও সিট পাবে না।' আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকীও বলেন, 'আমরা বাংলাভাগের বিরুদ্ধে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের জন্য বরাদ্দ অর্থ খরচই হচ্ছে না। সে কারণেই বঞ্চনার অভিযোগ উঠছে।'

দল যে তাঁর পাশে থাকবে না বুঝেই সম্ভবত শিখা বলেন, 'উত্তরবঙ্গকে আলাদা করার কথা মানুষ বলছেন। আমি মানুষের প্রতিনিধি। জনগণের কথা বলার জন্য আমি এখানে এসেছি। নদী ভেঙে যাচ্ছে, কিন্তু ভাঙনের প্রতিকার নেই। কর্মসংস্থান নেই। মানুষ বলছে, আপনারা বিধানসভায় আমাদের কথা বলুন। রাজ্য যদি করতে না পারে, তাহলে উত্তরবঙ্গ কেন্দ্রীয় শাসনের আওতায় আসুক। আমরা উন্নয়ন চাই।'

উত্তরবঙ্গের অন্য বিজেপি বিধায়করা কিন্তু সেই যুক্তিতে গলা মেলাননি। তবে কোচবিহারের বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে বলেন, 'এটা স্লিপ অফ টাং। মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছে। আসলে আমরা তো সাধারণ মানুষের ক্ষোভ, যন্ত্রণার অংশীদার। মাঝেমধ্যে তাই তাদের কথা বলে ফেলি।'

ঘরোয়া আলাপচারিতায় অবশ্য বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'শিখাদি যা বলেছেন, সেটা আমাদের কথা। উন্নয়নের প্রশ্নে এই দাবি মানুষের।' নিজের মন্তব্যে অনড় থাকলেও শিখা মানছেন, পৃথক রাজ্যের দাবি তাঁর দল সমর্থন করে না। তবে বক্তব্য সম্পর্কে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়কের মন্তব্য, এটা 'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড হতে যাবে কেন? বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের কথা নয়। আমার কাজ সাধারণ মানুষের বক্তব্যকে বিধানসভায় পৌঁছে দেওয়া। আমি সেটাই করেছি।'

পুলিশি অভিযান

গয়েরকাটা, ২০ ফেব্রুয়ারি : বেআইনি মদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বড় সাফল্য পেল বানারহাট থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার শালবাড়ি-১ ও আংরাভাসা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মেচপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ২৫০ লিটার বেআইনি মদ ও ৩০০০ লিটার মদ তৈরির উপকরণ ফারমেন্টেড ওয়াশ নষ্ট করে দেয় পুলিশ।

লোকো নিয়ে ছুটবেন ক্ষুধার্ত চালকরা

রেলের সিদ্ধান্তে ক্ষোভ, শুরু হরতাল

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : রেলমন্ত্রকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তুলে ভুখা হরতাল শুরু করলেন লোকো পাইলটরা। অল ইন্ডিয়া লোকো রানিং স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা থেকে এনজেপি স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে অবস্থানে বসেন শতাধিক লোকো পাইলট। একইভাবে উত্তরবঙ্গের মালদা, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার সহ রাজ্য ও দেশব্যাপী এই কর্মসূচি চলছে।

শুক্রবার রাত আটটা পর্যন্ত এই ভুখা হরতাল ও অবস্থান কর্মসূচি চলবে বলে সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে। সংগঠনের এনএফ রেলওয়ে জোনের সম্পাদক প্রেমবন্ধু কুমারের হুঁশিয়ারি, 'কর্মসূচি চলাকালীন ক্ষুধার্ত অবস্থাতেই ডিউটি করবেন লোকো পাইলটরা। এর মাঝে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে সেই দায় রেল কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে।'

এনজেপিতে ভুখা হরতালে লোকো পাইলটরা।

লোকো পাইলটদের অভিযোগ, রেলমন্ত্রক তাঁদের সঙ্গে বঞ্চনা করছে, কেন্দ্রীয় হারে অন্য কর্মীদের সমান ডিএ দেওয়া হচ্ছে না। ওভারটাইম করানো হচ্ছে, ফলে বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। বিগত বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনার জন্য রেল কর্তৃপক্ষ লোকো পাইলটদের দায়ী করেছে বলে আক্ষেপ প্রকাশ করছেন তাঁরা।

সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি শিবশংকর ঠাকুর বলছেন, 'রেলের খামখেয়ালি সিদ্ধান্তের জন্য দীর্ঘ ৪০০-৫০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে লোকো পাইলটদের। এছাড়া রেলের অন্যান্য রানিং স্টাফদেরও একইভাবে কাজের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। বহুদিন থেকে সঠিকভাবে কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে না। এসবের ফলে কর্মীদের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি হচ্ছে।'

রেলের সিদ্ধান্তে শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন রানিং স্টাফরা, মত রামবিলাস যাদব, রামকিষানপ্রসাদ সিং, মিথিলেশ কুমারের মতো অনেকের। মিথিলেশ বলছেন, 'বহুদিন থেকে বিভিন্ন দাবি তোলা হলেও রেল সে সবে কর্ণপাত করেনি। সেই কারণে লোকো পাইলটরা ভুখা হরতালের পথ বেছে নিয়েছেন।'

অভিযোগের ঝুলি

- ৪০০-৫০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে লোকো পাইলটদের
- কাজের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে রানিং স্টাফদেরও
- অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওভারটাইম করানো
- কেন্দ্রীয় হারে অন্য কর্মীদের সমান ডিএ দেওয়া হচ্ছে না

এছাড়াও ট্রেনের ইঞ্জিনে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর তীব্র সমালোচনা করেছেন রাজ্য ও দেশের বিভিন্ন অংশের লোকো পাইলটরা। এই প্রসঙ্গে সংগঠনের এক কর্মকর্তার বক্তব্য, 'সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোয় গোপনীয়তা ভঙ্গ হচ্ছে।'

গত কয়েক বছরে প্রচুর নতুন ট্রেন চালু হয়েছে। আগের তুলনায় লোকো পাইলটদের যাত্রাপথ বেড়েছে অনেকটাই। সেই কারণে দুর্ঘটনার আশঙ্কাকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে শুরু করেছেন সংগঠনের সদস্যরা। প্রভাকর নায়ক নামে এক লোকো পাইলটের বক্তব্য, 'বন্দে ভারত, রাজধানী এক্সপ্রেসের মতো ট্রেনগুলিতে বহুদূর যাত্রা করতে হয়। এতে তো শারীরিকভাবে অসুবিধা হওয়ারই কথা।'

এনজেপির এডিআরএম অজয় সিং অবশ্য এই আন্দোলনকে তোয়াক্কাই করছেন না। তিনি বলছেন, 'কোনও সমস্যা নেই। আমাদের পরিষেবা ঠিকঠাকই চলছে।'

তিস্তা তোর্ষায় আগুন আতঙ্ক

সালার, ২০ ফেব্রুয়ারি : ফের ট্রেনে আগুন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মুর্শিদাবাদের সালার স্টেশনের কাছে আপ তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেসে এই ঘটনা। শিয়ালদা থেকে নিউ জলপাইগুড়ি যাওয়ার সময় ট্রেনে আগুন আতঙ্কে যাত্রীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ভয়ে অনেকে অনেকে ট্রেন থেকে নেমে পড়েন। প্রায় আধঘণ্টা পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে ট্রেনটি ফের যাত্রা শুরু করে। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ইঞ্জিন সংলগ্ন একটি অসংরক্ষিত কামরার পাইপে আগুন লেগেছিল। তবে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ায় বড় কোনও ঘটনা ঘটেনি।

জিতলেন গিল

প্রথম পাতার পর

রানআউট, স্টাম্প মিসের দৃষ্টিকটু প্রদর্শনী। উইকেটকিপিংয়ে অনিশ্চয়তা বাড়ালেন গম্ভীরের তথাকথিত 'এক নম্বর উইকেটকিপার' লোকেশ। শূন্যতে বেঁচে যাওয়া জাকেরের একারই গোটা তিনেক সুযোগ হাতছাড়া। তৌহিদ হৃদয়ের হাফ চান্সও কাজে লাগানো যায়নি। নিট ফল, ১৫৪ রানের জুটিতে একপেশে ম্যাচে উত্তেজনার পারদ। ৮.৩ ওভারে ৩৫/৫। ষষ্ঠ উইকেটের জন্য ৪৩তম ওভার পর্যন্ত অপেক্ষা। জাকেরকে (৬৮) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন সামি। যার সুবাদে মিচেল স্টার্ককে (৫৩৪০ বল) পিছনে ফেলে দ্রুততম ২০০ উইকেটের নজির। জাহির খানকে (৫৯) টপকে ভারতীয় বোলার হিসেবে আইসিসি ওডিআই টুর্নামেন্টে সবাধিক উইকেটের মালিকানাও।

তৌহিদ (১১৮ বলে ১০০) ফেরেন লড়াকু শতরানের পর। শেষদিকে পায়ের ক্র্যাম্পে ঠিকভাবে দাঁড়াতে পারছিলেন না। বারবার মাঠে ফিজিওকে দৌড়োতে হল। প্রতিকূলতা সরিয়ে একসময় একশোর মধ্যে গুটিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ভুগতে থাকা বাংলাদেশকে দুশো পার করে দেন। সামির পাঁচ শিকারের পাশে হর্ষিত তিনটি উইকেট নেন। ২২৯ রানের লক্ষ্যে শুভমানের নয়টি চার ও দুটি ছক্কায় সাজানো ইনিংসে জয় এলেও অনেক প্রশ্ন রেখে গেল এদিনের ম্যাচ। ঝোড়ো শুরু করেও ইনিংসকে লম্বা করতে না পারার রোহিতের বদ অভ্যাস ভারতকে বারবার ভোগাচ্ছে। বিরাটকে অফস্টাম্পের বাইরের বলে উইকেট দেওয়ার ভুল দ্রুত শুধরে নিতে হবে। দ্বিপাক্ষিক সিরিজ আর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফর্ম্যাট যে আলাদা—বুঝতে হবে শ্রেয়স, অক্ষরদের। নাহলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রোহিতের স্বপ্ন মুখ থুবড়ে পড়বে বাস্তবের মাটিতে। ২৩ তারিখ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মহারণে কতটা পরিবর্তন আসে রোহিত-বিরাটদের ভাবনা—আপাতত সেটাই দেখার।

পাঁচদিনের সিআইডি হেপাজতের নির্দেশ

সংখ্যালঘু বৃত্তির টাকা তছরুপে গ্রেপ্তার দুই

বিশ্বজিৎ সরকার ও বরুণ মজুমদার

করণদিঘি, ২০ ফেব্রুয়ারি: সংখ্যালঘু দপ্তরের কোটি কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগে ফের দুজনকে গ্রেপ্তার করল সিআইডি। বৃহস্পতিবার ভোররাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ও মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম পঞ্চু বসাক ও অশোক বসাক। বাড়ি করণদিঘি থানার মেহেন্দাবাড়ি গ্রামে। পেশায় গৃহশিক্ষকের পাশাপাশি এলাকার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও প্রভাবশালী বলে পরিচিত।

পঞ্চু বসাককে ২২ সালের ডিসেম্বর মাসে আরও একবার গ্রেপ্তার করেছিল সিআইডি। সেই সময় হায়াত আলি নামে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তখন পঞ্চু বসাকের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছিল ছয়শো দশটি বিভিন্ন ব্যাংকের এটিএম কার্ড।

স্কলারশিপ কাণ্ডে ও ট্যাব কেলেঙ্কারিতে জড়িত মূল মাথা মাঝিয়ালি হাইস্কুলের ধৃত ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মহম্মদ মুফতাজুল ইসলামকে জেরা করতে চায় সিআইডি। আপাতত তিনি ইসলামপুর মহকুমা সংশোধনাগারে বন্দি রয়েছেন। অবশ্য ট্যাব কাণ্ডে অভিযুক্তরা তৃণমূলের দাপুটে নেতা হওয়ায় সকলে পুলিশের জালে ধরা পড়েনি। গত বছরের ১৭ মে এই ঘটনায় দুই অভিযুক্ত আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। তাদের নাম মহম্মদ ফাইজুল রহমান ও আব্দুস সালাম। তাদের বাড়ি করণদিঘি থানার আলতাপুর দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের সাবধান গ্রামে। এরপর একে একে আরও গ্রেপ্তার করে সিআইডি। তাদের নাম শেখ জাকারিয়া, আব্দুল রশিদ, রাজিবুল ইসলাম তাদেরও বাড়ি আলতাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাবধান গ্রামে। এই নিয়ে মোট সাতজনকে গ্রেপ্তার করল সিআইডি।

ধৃতদের ফোন ট্র্যাক

পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি আইনেও মামলা রুজু হয়েছে। ওই ঘটনায় একটি ব্যাংকের চারটি গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র থেকে কোটি কোটি টাকা তোলা হয়। ২০১৬ সাল থেকে সাবধান হাইস্কুলের মাইনরিটি স্কলারশিপের টাকা ধাপে ধাপে তোলে তৃণমূলের এই দাপুটে নেতারা। বয়স্ক লোকেদের ছাত্র বানিয়ে এই দুষ্কর্ম চালায়। বেশ কয়েক বছর ধরে এই জালিয়াতি কাণ্ড ঘটিয়ে চলেছিল সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের তৎকালীন পঞ্চায়েতের প্রধানের স্বামী তথা তৃণমূলের দাপুটে নেতা। উল্লেখ্য বিভিন্ন সময় মেন্দাবাড়িতে পঞ্চু বসাকের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে অ্যাকাউন্ট খুলতে আসত গ্রাহকরা। ওই অ্যাকাউন্টের এটিএম কার্ড মূল শাখা থেকে পৌঁছাত সিএসপির কাছে। বিভিন্ন নামের অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হত স্কলারশিপ ফর্মে। মাইনরিটি সহ তপশিলি জাতি ও উপজাতি এবং বিশেষভাবে সক্ষম কোটার বৃত্তি পাওয়ার জন্য নানা কৌশলে টাকা তোলার কথা জানিয়েছিল সিআইডি।

ভবানী ভবন সূত্রের খবর, চক্রের মূল ৯ জন পান্ডার বিরুদ্ধে নিম্ন আদালতে জামিন নাকচ করার জন্য উচ্চআদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল গোয়েন্দা দপ্তর।

উচ্চআদালত পঞ্চু সহ একাধিক ব্যক্তির জামিন খারিজ করেছিল। তার পরেই অভিযান চালিয়ে বুধবার রাতে পঞ্চু বসাক ও অশোক বসাককে গ্রেপ্তার করেছে। এই মাইনরিটি মামলায় সাবধান স্কুলের এক পার্শ্বশিক্ষক সহ সাহা আলম জেল হেপাজতে রয়েছে।

পঞ্চু বসাক ও অশোক বসাক ভুয়ো কাগজপত্র দিয়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তৈরি করত।

এরপর অ্যাকাউন্টের এটিএম কার্ড হাতিয়ে মাইনরিটি স্কলারশিপের পোর্টালে ভুয়ো ছাত্রছাত্রীদের নাম এন্ট্রি করে লক্ষ লক্ষ টাকা বিভিন্ন এটিএম ব্যবহার করে তুলে আত্মসাৎ করত। ধৃতদের রায়গঞ্জ জেলা আদালতের ডিস্ট্রিক্ট সেশন জজ কোর্টে তোলা হলে পাঁচ দিনের সিআইডি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

জল্পেশে ফের টিকিটের দাম বদল

ময়নাগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : শিবরাত্রি থেকে পুরোনো দামেই ফিরছে জল্পেশ মন্দিরে প্রবেশের জন্য পুণ্যার্থীদের টিকিট। ১০০ টাকার বিশেষ টিকিটের পাশাপাশি থাকছে ২০ টাকার সাধারণ টিকিটের ব্যবস্থা। গত শ্রাবণীমেলার সময় ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে ৫০ টাকা দামের টিকিটের ব্যবস্থা করেছিল মন্দির ট্রাস্টি বোর্ড। সেই দাম শিবরাত্রি থেকে পরিবর্তন করা হচ্ছে। জল্পেশ ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক গিরীন্দ্রনাথ দেব বলেন, 'পুণ্যার্থীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে একাধিক টিকিট কাউন্টার খোলা হচ্ছে। সব কাউন্টারেই দুই রকম দামের টিকিট পাওয়া যাবে।' গত বছর শ্রাবণীমেলার সময় অতিরিক্ত ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয় জল্পেশে। মেলা চলাকালীনই তড়িঘড়ি ১০০ টাকার বিশেষ টিকিট ও ২০ টাকার সাধারণ টাকার টিকিট বাতিল করে পুণ্যার্থীদের জন্য ৫০ টাকার টিকিটের ব্যবস্থা করা হয়। বুধবার জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা জল্পেশ মন্দির পরিদর্শন করে দুর্ঘটনা এড়াতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেসময় মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের সঙ্গেও আলোচনা হয় প্রশাসনের কর্তাদের। ট্রাস্টি বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, পরীক্ষামূলকভাবে স্কাইওয়াক চালু হলে সেখান দিয়েই ১০০ টাকার বিশেষ টিকিটের পুণ্যার্থীদের মন্দিরে প্রবেশ করানো হবে। মূল গেট বন্ধ থাকায় বিকল্প গেট দিয়ে ২০ টাকার টিকিট কাটা পুণ্যার্থীরা মন্দিরে চত্বরে প্রবেশ করবেন।

খাবারে ভাগাভাগি

স্কুল থেক বাড়ি ফেরার পথে ।। বৃহস্পতিবার কোচবিহার দেবীবাড়ি রোডে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

গুরুত্বহীন

প্রথম পাতার পর

তুলনায় বেড়েছে। তবে এখানে যেটার সবচেয়ে বেশি অভাব তা হয় সাহিত্য নিয়ে আলোচনা। লেখালিখি নিয়ে আলোচন সভা যতক্ষণ না বাড়বে ততক্ষণ তার গুণমান বৃদ্ধি হওয়া সমস্যা।'

কোচবিহারের সাহিত্যিক রণজিৎ দেবের বক্তব্য, 'কোচবিহারে সাহিত্যচর্চা হলেও তার পরিধি বিস্তার হচ্ছে না। তাই চর্চার জন্য কলকাতাকেন্দ্রিক হয়ে থাকতে হয়। জেলাগুলিতে লিটল ম্যাগাজিন মেলা হওয়ায় লেখালিখির সুযোগ বেড়েছে ঠিকই। তবে প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে প্রকাশনী ব্যবস্থার উপর আরও জোর দিতে হবে।'

রাজবংশী তাস

প্রথম পাতার পর

উত্তরবঙ্গে থাকা বিজেপির ২৫ জন বিধায়কের মধ্যে ২৪ জন সই করেছেন। ইংরেজবাজারের শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী দিল্লিতে থাকায় সই করতে পারেননি। তবে দলবিরোধী কাজ করায় অভিযুক্ত এবং যার জেরে বিজেপির সক্রিয় সদস্যপদ না পাওয়া কার্সিয়াংয়ের বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা সই করেছেন। যদিও তাঁর দাবি, তিনি বিজেপিতে আছেন এবং থাকবেন।

শা-কে পাঠানো চিঠিতে অষ্টম তফশিলে রাজবংশী-কামতাপুরি ভাষার অন্তর্ভুক্তির যৌক্তিকতার ক্ষেত্রে পঞ্চানন বর্মা, চিলারায়ের অবদান যেমন তুলে ধরা হয়েছে, তেমনই ইতিহাসের পাতা থেকে নানান ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। যেমন বিআর আম্বেদকরের সঙ্গে সংবিধান রচনায় প্রাক্তন সাংসদ উপেন্দ্রনাথ রায়ের অংশগ্রহণ, শরৎচন্দ্র সিনহার অসমের মুখ্যমন্ত্রী থাকা। বাদ যায়নি ধর্মনারায়ণ বর্মা, নগেন্দ্রনাথ রায়, প্রতিমা বড়ুয়া সহ পদ্মশ্রী পাওয়া। আনন্দময়ের বক্তব্য, 'আমাদের সমাজে মণিমুক্তোর অভাব নেই। কিন্তু আক্ষেপ, ভাষার স্বীকৃতি পেলাম না। তবে এই দাবির সঙ্গে ভোটের কোনও সম্পর্ক নেই।'

নির্বাচনের সম্পর্ক যে আছে, তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় তুফানগঞ্জের বিধায়ক মালতী রাভার বক্তব্যে। তিনি বলছেন, 'রাজবংশী, কামতাপুরি ভাষা আকাদেমি এবং বিভিন্ন কমিটি গঠন করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তা আমাদের কোনও কাজেই আসছে না। তৃণমূল শুধু রাজনীতি করছে। রাজবংশীদের জন্য কিছু করলে, তা করবে বিজেপি।'

বৃহস্পতিবার বিধানসভায় রাজবংশীদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হয়েছে, এই অভিযোগ তুলে শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ বলছেন, 'আমাদের সুশীল বর্মন যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তখন তাঁর বাচনভঙ্গি নিয়ে কটাক্ষ করতে থাকেন তৃণমূল বিধায়করা। আমরা প্রতিবাদ করি। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য তাঁর দলের বিধায়কদের শান্ত করেন। কিন্তু রাজবংশীদের সম্পর্কে তৃণমূলের মনোভাব কী, এই ঘটনায় স্পষ্ট।' রাজবংশীদের এই দাবি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত বলে মনে করেন মালদার বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহাও।

বই ছিঁড়ে পরীক্ষা

প্রথম পাতার পর

ভেটাগুড়ি লালবাহাদুর শাস্ত্রী হাইস্কুলের ছাত্রী বর্ষা বর্মন ও সবুজপল্লি হাইস্কুলের ছাত্রী ঋষিতা বর্মন অসুস্থ হয়ে পড়লে স্কুলের তরফে তাদের দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকেই তারা পরীক্ষা দেয়। অন্যদিকে, পরীক্ষা শেষের পর দিনহাটা গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী স্বস্তিকা সাহা ও দিনহাটা গোসানিমারি হাইস্কুলের ছাত্রী সীমা বর্মন অসুস্থ হয়ে পড়লে স্কুলের তরফে তাদের দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দেওয়ানগঞ্জের পূজা বর্মন হলদিবাড়ি হাসপাতাল থেকে পরীক্ষা দেয়।

রাজ্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কোচবিহার জেলা কনভেনার সঞ্জয়কুমার সরকার বলেন, 'এদিনের পরীক্ষা নির্বিঘ্নে শেষ হয়েছে। ১৩ জন পরীক্ষার্থী এদিন হাসপাতাল থেকে পরীক্ষা দিয়েছে। তাদের মধ্যে পাঁচজন হাসপাতালে ভর্তি ছিল। বুধবার পাটছড়ায় পথ দুর্ঘটনায় আহত দুজন ছাত্রী এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। তারাও এদিন সেখানে পরীক্ষা দিয়েছে। আটজন নতুন করে এদিন হাসপাতালে ভর্তি হয়ে পরীক্ষা দেয়।'

আন্দোলন

প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি, দু'বছরের মধ্যে কলেজের হস্টেলে দুজন ডাক্তারি পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনায় সঠিক তদন্ত করা সহ পড়ুয়াদের নানা দাবি রয়েছে। বারবার অধ্যক্ষকে বলা হলেও তিনি কোনও ব্যবস্থা নেননি বলে অভিযোগ। সুরাহা না হওয়ায় মঙ্গলবার সকাল থেকে বেশকিছু প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে পড়ুয়াদের একাংশ আন্দোলন শুরু করেন। স্লোগান ওঠে, 'দফা এক দাবি এক, অধ্যক্ষের পদত্যাগ।' বেশকিছু পোস্টার ছাপিয়ে তা কলেজ ক্যাম্পাসে টাঙানো হয়। মঙ্গলবার অধ্যক্ষকে দিনভর ঘেরাও করে রাখা হলে বুধবার তিনি কলেজে যাননি। এদিন কলেজে যাওয়ার পর তাঁকে ঘিরে ফের আন্দোলন চলতে থাকে। এরপর দুপুরের দিকে অভিজিৎ সেখানে পৌঁছান। দীর্ঘক্ষণ বৈঠকের পর কাজ না হওয়ায় শেষে তাঁর মোবাইল ফোন থেকে শশী পাঁজার সঙ্গে আন্দোলনকারীদের কথা বলিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তাতেও কাজ হয়নি।

সন্ধ্যায় অধ্যক্ষ ও রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্য মেডিকেল কলেজ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর আন্দোলনকারী দ্বিতীয় বর্ষের ডাক্তারি পড়ুয়া সুপ্রতিম মিত্র বলেন, 'আমাদের যে দাবিগুলি ছিল তাঁর কোনও সুরাহা হয়নি। অধ্যক্ষ তাঁর দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না। উনি পদত্যাগ করুন। এদিন অনেক আলোচনা হয়েছে। তবে আমরা কোনও সদুত্তর পাইনি। তাই আমাদের বিক্ষোভ এখনও চলছে।' আরেক আন্দোলনকারী শাশ্বত দফাদারের বক্তব্য, 'অধ্যক্ষ আমাদের সঙ্গে কথাই বলতে চান না। আমরা অভিজিৎ দে ভৌমিকের কাছে আমাদের দাবিগুলি জানিয়েছি। নিরাপত্তা সম্পর্কিত আমাদের নানা দাবি রয়েছে।' যদিও এখন পর্যন্ত পড়ুয়াদের কাছ থেকে কোনও লিখিত অভিযোগ তিনি পাননি বলে অধ্যক্ষ স্পষ্ট করে জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'এখানকার অচলাবস্থা কাটানোর জন্য অভিজিৎবাবুর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তিনি নিজে এখানে এসেছেন। দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেছেন। আশা করছি সমস্যা মিটে যাবে।'

দুই নেতার মুখে ধর্ম, বিচারপতির মুখে

প্রথম পাতার পর

উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের সময় হিন্দুর পরিবর্তে এই শব্দটি চালু হয়। অথচ কয়েক বছর আগেও এর জনপ্রিয়তা ছিল না। এখন অনেকে বলছেন, হিন্দু শব্দটা আসলে ফারসি শব্দ। বিজেপি সংস্কৃতির হাত ধরে বরিষ্ঠ, কার্যকর্তা শব্দগুলোও ঢুকে পড়ছে বাংলা অভিধানে।

এইভাবে সনাতনী, ব্রাহ্মণ, সন্ত্রাসকারী, দাঙ্গাকারী, হিন্দুত্বের অপমান কথাগুলো রাজ্যের দুই প্রধান পার্টির সর্বোচ্চ নেতা ব্যবহার করে চলেছেন প্রকাশ্যে। স্রেফ লোককে বোঝাতে, দেখুন, দেখুন, আমি কতটা হিন্দু। এসব কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন সম্প্রীতির বাংলাকে? কত বছর পিছনে টেনে নিয়ে যেতে চাইছেন আসলে? এটা সেই ভিড় বাসে কনডাক্টরের সংলাপ হয়ে গেল, পিছনের দিকে এগিয়ে চলুন।

উন্নয়ন, পরিকাঠামো, দূর ভবিষ্যতের ভাবনার কথা নেতাদের মুখে নেই। শুধু ধর্ম, ধর্ম আর ধর্ম। বিবেকানন্দ, নেতাজি, গান্ধিজি সবার জন্মদিনে এখন সব নেতা ছবি পোস্ট করেন নিজের প্রোফাইলে। অথচ কেউই বলেন না, সবার ওপরে মানুষ সত্য, তাহার ওপর নাই। বরং কথা শুনে মনে হয়, সবার ওপরে ধর্ম সত্য।

মমতা ও শুভেন্দু, দুজনেরই একটা গুরুত্বপূর্ণ দায় রয়েছে। তাই হিন্দুত্ব নিয়ে 'তুই না মুই' যুদ্ধে। মমতাকে বোঝাতে হচ্ছে, তিনি শুধুই মুসলিম তোষণকারী নন। দিঘায় জগন্নাথ মন্দির বানাচ্ছেন পুরীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বরে স্কাইওয়াক করেছেন। শুভেন্দুকে বোঝাতে হয়, তৃণমূলের অনেকটা পাপের পিছনে তিনি নেই। দিল্লির বিজেপি নেতাদের বোঝাতে চান, দ্যাখো আমি একেবারে হিন্দুত্ব ছাড়া কিছুই বোঝাই না। সবচেয়ে রামভক্ত আমিই। কপালে লাল সিঁদুর মাস্ট, মাথায় তাই উত্তর ভারতীয় পদ্ম নেতাদের ঢংয়ে পাগড়ি।

দ্যাখো আমি বাড়ছি মাম্মি!

দুই বড় পার্টির আস্ফালন-হুংকারের পাশে সিপিএম বা কংগ্রেস এখনও ডুবজলে খাবি খাচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় তড়পানিতেই শেষ। আপনারা কি খেয়াল করেছেন, মমতা এবং শুভেন্দুর ধর্ম নিয়ে দড়ি টানাটানির দিনই বাংলার পরিকাঠামো নিয়ে কত বড় কামান দেগেছেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম? সেখানেও স্বধর্ম পালনের কথা বলা হয়েছে। এই ধর্ম বাঙালির রক্তে মিশে যাওয়া রবীন্দ্রনাথের ধর্মের মতো, আজকের নেতা-নেত্রীর ধর্মকথা নয়। 'ধর্ম যবে শঙ্খরবে করিবে আহ্বান/ নীরব হয়ে, নম্র হয়ে, পণ করিয়ো প্রাণ।'

তামিল শিবজ্ঞানমের অনেক পর্যবেক্ষণের সঙ্গে আক্ষেপ মিশে যায় অনেক বাঙালির। জনতার অধিকাংশেরই মনের কথা। তাতে কি মমতা বা শুভেন্দুর কিছু এসে যায়? যায় না।

এজলাসে প্রধান বিচারপতির আত্মোপলব্ধি মনে করিয়ে দেওয়া যাক। এসব তো আসলে বলা উচিত ছিল নেতাদের। ১) আপনারা পার্ক স্ট্রিটের আলোকসজ্জা নিয়ে গর্ব করেন। অথচ মথুরাপুরের হাসপাতালের পাইপ ভেঙে গিয়েছে। বাড়ি ভগ্নদশা। পুরো এলাকা অপরিচ্ছন্ন। ২) কেন মানুষকে করমণ্ডল এক্সপ্রেস ধরতে হবে? আমার হোমটাউন, স্টেট দেখে আসুন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কীরকম। ৩) আপনারা ভোট নিয়ে চিন্তিত, ভোটারদের নিয়ে নয়। মানুষ আপনাদের ক্ষমতায় বসিয়েছেন। আপনাদের উচিত, তাঁদের কিছু ফিরিয়ে দেওয়া। ৪) রাজনৈতিক সদিচ্ছা না থাকলে আমলাদের কাজ করতে সমস্যা হয়। ভক্তি ছাড়া রথ টানা কঠিন। ১৯৭৬ সালেও বাংলায় হাসপাতালে যত বেড ছিল, ২০২৫ সালে এসেও স্বাস্থ্যসচিব সেই সংখ্যার কথা বলছেন।

এর থেকে আরও কড়া কথা আর কী বলতে পারতেন প্রধান বিচারপতি? তিনি চন্দননগর, পুরুলিয়া ও মুর্শিদাবাদের বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কথা বলেছেন। মানুষ এ সব জানেন। মমতা, শুভেন্দু, সেলিম, অধীররা কি এসব জানেন না? এঁরা কিন্তু এই কথাগুলো টানা তুলে ধরেননি।

শিবজ্ঞানম কলকাতা এসেছিলেন ২০২১ সালের ২৫ অক্টোবর। প্রধান বিচারপতি হন ২০২৩ সালের ২১ মে। তিনি বাংলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অন্দরমহল নিয়ে যা জেনেছেন, তা অনেক বিপ্লবী ডাক্তারও জানেন না। তাঁরা ব্যস্ত ওই একমেবাদ্বিতীয়ম রাজনীতি নিয়ে।

যদি সত্যিই মনুষ্যসেবার তুলনায় ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপার প্রভুত্ব করে নেতাদের ওপর, তা হলে আরও সর্বনাশ অপেক্ষা করছে বাংলার জন্য। জোড়াফুল এবং পদ্মফুল, সবাই চেষ্টা করবে বাংলাদেশের টালমাটাল পরিস্থিতিকে ভোট প্রচারে কাজে লাগাতে। নেতারা কেউ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা আওড়ে বলবেন না, 'বারবার নষ্ট হয়ে যাই/ একবার আমাকে পবিত্র/করো প্রভু, যদি বাঁচাটাই/ মুখ্য, প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই'।

শক্তির এই চিরস্মরণীয় কবিতার নামও আজকের এই বাংলায় রীতিমতো প্রাসঙ্গিক। প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই।

রোহিতদের ম্যাচেও ফাঁকা গ্যালারি দুবাইয়ে!

প্রশ্নে ওডিআইয়ের ভবিষ্যৎ

দুবাই স্টেডিয়ামে শুনসান গ্যালারির সামনে চলছে ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচ।

দুবাই, ২০ ফেব্রুয়ারি : করাচির পর দুবাই। পাকিস্তানের পর ভারত।

ছবিটা একই। সঙ্গে প্রশ্নও একটাই। একদিনের ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা কি কমছে ক্রমশ?

জবাব সময়ের গর্ভে। তবে চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসর একদিনের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন ও জল্পনা উসকে দিয়েছে নতুনভাবে। বৃহস্পতিবার দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির অভিযান শুরু করল রোহিত শর্মার টিম ইন্ডিয়া। প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ। এহেন ম্যাচেও দুবাই ক্রিকেট স্টেডিয়ামের গ্যালারির একটা বড় অংশ খালি ছিল। শুরুতে মনে করা হয়েছিল, ছুটির দিন নয় বলে হয়তো গ্যালারি ফাঁকা। কিন্তু বাংলাদেশ ইনিংস শেষের পর রোহিতদের রান তাড়া শুরুর পরও ছবিটা তেমন বদলায়নি। অথচ, ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-র তরফে দিন কয়েক আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ভারতের সব ম্যাচের টিকিটই বিক্রি হয়ে গিয়েছে।

দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠের গ্যালারির দর্শকাসন ২৫ হাজার। দুনিয়ার যেখানেই টিম ইন্ডিয়ার খেলা হয়, শুরুর আগেই গ্যালারি ভর্তি হয়ে যায়। ব্যতিক্রমী হিসেবে হাজির হল দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম ম্যাচের আসর। রোহিত, বিরাট কোহলিদের দেখার জন্য ফাঁকা গ্যালারি, এমন ঘটনা বিরল। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, একদিনের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে। যদিও সেই প্রশ্নের জবাব আপাতত কোথাও নেই।

গতকাল করাচির ন্যাশানাল স্টেডিয়ামে পাকিস্তান বনাম নিউজিল্যান্ড ম্যাচ দিয়ে শুরু হয়েছিল চ্যাম্পিয়ান্স ট্রফি। ঘরের মাঠে বাবর আজমদের ম্যাচেও ছিল ফাঁকা গ্যালারি। যা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশ। আজ দুবাইয়ের মাঠে ভারত বনাম বাংলাদেশ ম্যাচের আসরে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখল দুনিয়া। সঙ্গে একদিনের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা চরমে পৌঁছে গেল। রবিবার দুবাইয়ে ভারত-পাক মহারণের আসরে ছবিটা বদলায় কিনা, সেটাই দেখার।

হ্যাটট্রিকের আনন্দে ছুটছেন কিলিয়ান এমবাপে। তাঁকে ছোঁয়ার চেষ্টায় সতীর্থ জুডে বেলিংহাম। মাদ্রিদে বুধবার।

এমবাপের হ্যাটট্রিকে প্রি-কোয়ার্টারে রিয়াল

সিটির বিদায়, সাত গোল পিএসজি-র

মাদ্রিদ ও প্যারিস, ২০ ফেব্রুয়ারি : এক তারকা বেঞ্চে বসে দলের আত্মসমর্পণ দেখলেন। আরেকজন হ্যাটট্রিক করে জেতালেন দলকে। প্রথম জন ম্যাঞ্চেস্টার সিটি'র আর্লিং ব্রাউট হালান্ড। আরেকজন কিলিয়ান এমবাপে।

ফলাফল

রিয়াল মাদ্রিদ ৩-১ ম্যাঞ্চেস্টার সিটি
প্যারিস সাঁ জাঁ ৭-১ ব্রেস্ট
পিএসভি আইন্দহোভেন ৩-১ জুভেন্তাস
বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ০-০ স্পোর্টিং লিসবন

মরশুমের শুরুতে তাঁকে ঘিরে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। সেই এমবাপেই বুধবার রাতে ঝড় তুললেন স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুর মাঠে। ফরাসি তারকার হ্যাটট্রিকেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগ প্লে-অফের দ্বিতীয় লেগে ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে ৩-১ গোলে হারাল রিয়াল মাদ্রিদ। আর দুই লেগ মিলিয়ে ৬-৩ ব্যবধানে জিতে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করল কার্লো আন্সেলোত্তির দল। বিদায় নিল নীল ম্যাঞ্চেস্টার। ৪, ৩৩ এবং ৬১ মিনিটে তিনটি গোল করলেন তিনি। উলটোদিকে ম্যাচের সংযুক্তি সময় সিটির হয়ে একমাত্র গোলটি করেন নিকো গঞ্জালেস। এদিকে, গত শনিবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে হাঁটুতে চোট পাওয়ায় এদিন প্রথম একাদশে ছিলেন না হাল্যান্ড। যদিও ম্যাচের পর তা নিয়ে কোনও অজুহাত দিতে চাননি ম্যান সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। বলেছেন, 'যোগ্য দল হিসাবেই জিতেছে রিয়াল মাদ্রিদ। এই মরশুমটা আমাদের সত্যিই খারাপ যাচ্ছে। হয়তো এটাই সবচেয়ে খারাপ মরশুম।' জয়ের নায়ক এমবাপে বলেছেন, 'রিয়াল চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোয় খেলবে, এটাই স্বাভাবিক। আমারও এই ক্লাবে ভালো খেলাই লক্ষ্য।'

ম্যাঞ্চেস্টার সিটির বিদায় নেওয়ার পর পেপ গুয়ার্দিওলা।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্য ম্যাচে দুর্বল ব্রেস্টকে ৭-০ গোলে হারাল প্যারিস সাঁ জাঁ। দুই লেগ মিলিয়ে ১০-০ ব্যবধানে জিতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোয় খেলা নিশ্চিত করল প্যারিসের ক্লাবটি। স্কোরশিটে নাম তুললেন সাতজন আলাদা আলাদা ফুটবলার। ম্যাচ শেষে পিএসজি কোচ লুইস এনরিকের ব্যাখ্যা, 'দলগত প্রচেষ্টাতেই এই সাফল্য।'

এখনই অবসর নিতে চাইছেন না ধোনি

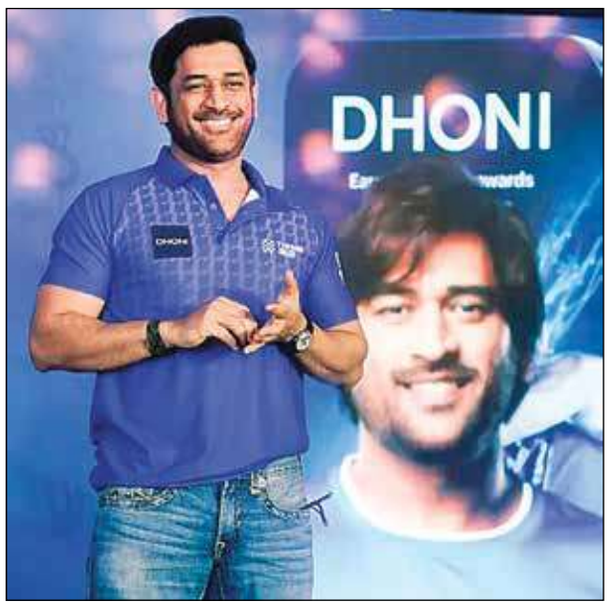

নিজের নামাঙ্কিত অ্যাপের প্রকাশ অনুষ্ঠানে মহেন্দ্র সিং ধোনি। মুম্বইয়ে।

মুম্বই, ২০ ফেব্রুয়ারি : আসন্ন আইপিএল সম্ভবত শেষ প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট আসর। তারপর ব্যাট তুলে রাখবেন। যদিও অবসর নিয়ে চলতি বিতর্কে নয়া মশালা যোগ করলেন স্বয়ং মহেন্দ্র সিং ধোনি। জানিয়ে দিলেন, ক্রিকেটকে এখনই বিদায় বলার ইচ্ছে তাঁর নেই। অবসরের কথা ভাবছেনও না! আর যতদিন খেলবেন, ছোটবেলার মতো ক্রিকেটকে উপভোগ করতে চান।

ভক্তদের জন্য নতুন অ্যাপের উদ্বোধনে এসে কিছুটা হেঁয়ালি রেখে ধোনি বলেছেন, '২০১৯ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছি। এরপর অনেকটা সময় কেটে গিয়েছে। আর যতদিন ক্রিকেট খেলতে পারব, যে কয়টা বছর খেলা সম্ভব হবে, ক্রিকেটকে পুরোপুরি উপভোগ করতে চাই।'

এরপর ছোটবেলার ক্রিকেট খেলার স্মৃতি উসকে নিয়ে আরও বলেছেন, 'স্কুলে পড়ার সময় যেভাবে ক্রিকেট উপভোগ করতাম, সেভাবেই এখন উপভোগ করতে চাই। তখন বিকেল চারটে থেকে খেলা শুরু করতাম। প্রতিদিন ঠিক ওই সময়ে নিয়ম করে মাঠে যেতাম। আবহাওয়া খারাপ হলে ফুটবল খেলতাম। যে শিশুসুলভ মানসিকতা নিয়ে তখন খেলতাম তখন বাকি কেরিয়ারে সেভাবেই খেলতে চাই। তবে বলা যতটা সহজ, তা করা ততটাই কঠিন।'

দেশের জার্সিতে বরাবর নিজের সেরাটা দিয়েছেন। অধিনায়ক হিসেবে দিশা দেখিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটকে। মাহির কথায়, 'জাতীয় দলের হয়ে খেলার সময় সর্বদা নিজের পুরোটা দেওয়া লক্ষ্য ছিল। সবাই দেশের হয়ে খেলার সুযোগ পায় না। ব্যক্তিগত প্রাপ্তি যাই হোক, যতই সাফল্য পাই না কেন, আসল কথা দেশকে কতটা গর্বিত করতে পারলাম, দেশের জন্য কতটা সাফল্য আনতে সক্ষম হলাম।'

আগামীর ক্রিকেটারদের উদ্দেশ্যেও 'ক্যাপটেন কুলের' বিশেষ পরামর্শ, নিজের জন্য কোনটা সবচেয়ে ভালো, তা খুঁজে বের করতে হবে। ক্রিকেটকে সবটুকু দিয়েছিলাম। কখন ঘুমোবো, কখন উঠব, এর প্রভাব ক্রিকেটে কতটা পড়বে, সবকিছু মাথায় রাখতেন। বন্ধুত্ব, মজা করার সময় অনেক মিলবে। কিন্তু লক্ষ্য স্থির করে এগোতে হবে। এই নিয়ে কোনরকম সমঝোতা চলে না। চাপটাকে কখনও চেপে বসতে দিও না। মুখে হাসি রেখে কঠিন সময় পেরোতে পারলে ঠিক লক্ষ্যে পৌঁছোনো সক্ষম।

> ২০১৯ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছি। এরপর অনেকটা সময় কেটে গিয়েছে। আর যতদিন ক্রিকেট খেলব, যে কয়টা বছর খেলা সম্ভব হবে, ক্রিকেটকে পুরোপুরি উপভোগ করতে চাই।
>
> **মহেন্দ্র সিং ধোনি**

অর্ধশতরান পেলেও সমালোচনার মুখে বাবর আজমের মন্থর ব্যাটিং।

স্বার্থপর ব্যাটিং, বাবরকে তোপ আক্রামদের

করাচি, ২০ ফেব্রুয়ারি : পাকিস্তান দল, সমর্থকদের আশঙ্কাই সত্যি। শুরুতেই বড় ধাক্কা। গোটা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকেই ছিটকে গেলেন তারকা ওপেনার ফখর জামান। বুধবার উদ্বোধনী ম্যাচে ফিল্ডিং করার সময় চোট পান। ফকরের বদলি হিসেবে দলে ঢুকছেন ইমাম-উল-হক।

২০২৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচ খেলেছিলেন ইমাম। ঘরোয়া ক্রিকেটে সাফল্য পেলেও ডাক পাননি। ফখর জামানের চোট দরজা খুলে দিল ইমামের। ছিটকে যাওয়ার পর সামাজিক মাধ্যমে ফখর জানিয়েছেন, ঘরের মাঠে আইসিসি টুর্নামেন্ট থেকে এভাবে ছিটকে যাওয়া মানতে পারছেন না। তবে উপরওয়ালার ওপর বিশ্বাস রয়েছে। আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরবেন।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বড় হারের পর প্রাক্তনদের তোপের মুখে মহম্মদ রিজওয়ানের দল। নির্বিষ বোলিং, নেতিবাচক ব্যাটিং নিয়ে ওয়াঘার ওপারে সমালোচনার ঢেউ। আঙুল উঠছে ৩২০ তাড়া করতে নেমে বাবর আজমের ঘুমপাড়ানি ব্যাটিং নিয়ে।

বুধবার ছিল উদ্বোধনী ম্যাচ। তিন দশক পর আইসিসি টুর্নামেন্ট আয়োজনের সুযোগ। করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়াম উৎসবের চেহারা নেয়। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি আসিফ আলি জারদারি। যদিও সেই উৎসবের জল ঢালে শাহিন শা আফ্রিদি, নাসিম শা, বাবর আজমদের পারফরমেন্স।

টুর্নামেন্ট থেকেই ছিটকে গেলেন ফখর, বদলি ইমাম

ওয়াসিম আক্রাম চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছেন। কিংবদন্তির তোপের মুখে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড, নির্বাচকরাও। দাবি, যোগ্যতা নয়, পছন্দে ক্রিকেটারদের অগ্রাধিকার দেওয়ার ফল চোখের সামনে।

আক্রম বলেছেন, 'পাক ক্রিকেট সংস্কৃতির কঠিন সত্যটা হল, কারওর সমালোচনা করা যাবে না। কিন্তু বাস্তব হল, যে সেরা, তাকে দলে রাখতে হবে। যদিও তা হয়নি। পছন্দের ক্রিকেটাররা ঢুকে পড়েছে। ১৫ জনের দল বাছতে ৫-৬ নির্বাচক! এরা সবকিছু জটিল করে দিচ্ছে। দরকার ঘরোয়া ক্রিকেটের খোলনলচে বদলানও।'

বাবরের মন্থর ব্যাটিং নিয়ে আক্রমের অভিযোগ, দলের সেরা ব্যাটারকে ৯০ বলে ৬০ রান করতে দেখাটা বিরক্তিকর। তার চেয়ে ৩০ বলে ৩৫ দলের জন্য অনেক বেশি কার্যকর। বর্তমান ক্রিকেটে এহেন মন্থর ব্যাটিং অচল। বাসিত আলির অভিযোগ, বাবর দল নয়, নিজের জন্য খেলছিল। এরপরও বাবরের সমালোচনা করলে, সমালোচকদেরই তুলোধোনা করা হয়।

চেতেশ্বর পূজারা আবার বাবরের টেকনিকে গলদ দেখছেন। জানিয়েছেন, স্পিনারদের বিরুদ্ধে ফুটওয়ার্ক ঠিক ছিল না। পায়ের ব্যবহার করছিলই না। আক্রমণাত্মক শটের বদলে খুচরো রানে যেভাবে বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছিল, তাতে তিনি অবাক। ব্যর্থতার জের পাকিস্তান দলের মধ্যেও। ম্যাচ চলাকালীনই অধিনায়ক রিজওয়ান আর শাহিনের মধ্যে ঝামেলা লেগে যায়। ৪৭তম ওভারের ঘটনা। উত্তেজিত হয়ে শাহিনকে কিছু বলতে দেখা যায় রিজওয়ানকে। পালটা দেন শাহিনও। জল বেশিদূর না গড়ালেও ঘটনাটি দলের মধ্যে ফাটল প্রকাশ্যে এনে দিয়েছে।

ঘরে ফের হার মহমেডানের

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-০ জামশেদপুর এফসি-২ (ঋত্বিক, নিখিল)

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : আইএসএলে হারের ধারাবাহিকতা বজায় রাখল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে জামশেদপুর এফসি-র কাছে ০-২ গোলে হারল তারা। এই ম্যাচ জিতে ২১ ম্যাচে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে সুপার সিক্স কার্যত নিশ্চিত করল খালিদ জামিলের দল।

এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই জামশেদপুর দুই প্রান্ত দিয়ে আক্রমণ শানিয়ে নাভিশ্বাস তুলে দেয় মহমেডান রক্ষণভাগের। ৫ মিনিটের মধ্যে প্রথম গোলটি পেয়ে যায় তারা। জটলার মধ্যে দিয়ে জাভি হার্নান্ডেজের শট গোললাইন থেকে ফিরিয়ে দেন ফ্লোরেন্ট ওগিয়ের। ফিরতি বলে গোল করে যান বঙ্গতনয় ঋত্বিক দাস। ১৫ মিনিটে জো জোহেরলিয়ানার ভুলে প্রায় গোল পেয়ে গিয়েছিলেন ঋত্বিক। পরিস্থিতি কোনওক্রমে সামাল দেন গোলরক্ষক পদম ছেত্রী। বস্তুতপক্ষে, এদিন ঋত্বিককে আটকাতে হিমসিম খেলেন ভানলালজুইডিকা চাকচুয়াকরা। ৫২ মিনিটে দ্বিতীয় গোল প্রায় পেয়েই গিয়েছিল জামশেদপুর। জাভিয়ের সিভেরিওর বাড়ানো পাস থেকে জর্ডন মারের শট ক্রসপিসে লেগে বেরিয়ে যায়। মিনিট দুয়েকের মধ্যে জাভির দুরন্ত শট ততোধিক দক্ষতায় বাঁচিয়ে দেন পদম। এদিন পদম না থাকলে বড় লজ্জার মুখে পড়তে হত মহমেডানকে। ম্যাচের ৮২ মিনিটে ইমরান খানের পাস থেকে দ্বিতীয় গোলটি করেন জামশেদপুরের নিখিল বারলা। এই গোলের ক্ষেত্রে দায় এড়াতে পারবেন না অধিনায়ক আদিঙ্গা।

কাজে এল না অ্যালেক্সিস গোমেজের চেষ্টা।

চলতি মরশুমে এখনও পর্যন্ত একটিও হোম ম্যাচ জিততে পারেনি মহমেডান। এই ম্যাচে পরাজয়ের পর ২১ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে সবার শেষেই থেকে গেল তারা।

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব : পদম, আদিঙ্গা, ফ্লোরেন্ট, জোহেরলিয়ানা, জুইডিকা, ইরশাদ, মাফেলা (মাকান), অ্যালেক্সিস, রেমসাঙ্গা (মনবীর), ফ্রাঙ্কা (জেরেমি) ও রবি (মার্ক)।

ড্র লিভারপুলের

লন্ডন, ২০ ফেব্রুয়ারি : অ্যাস্টন ভিলার বিরুদ্ধে পয়েন্ট নষ্ট করল লিভারপুল। প্রথমে এগিয়ে গিয়েও ২-২ গোলে ম্যাচ ড্র করে আর্নে স্লটের ছেলেরা। ২৯ মিনিটে মহম্মদ সালাহর গোলে এগিয়ে যায় তারা। ৩৮ মিনিটে সমতা ফেরান ইউরি টিয়েলেম্যান্স।

প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে ওলি ওয়াটকিন্সের গোলে ২-১ গোলে এগিয়ে যায় ভিলা। তবে ৬১ মিনিটে গোল করে লিভারপুলের হার বাঁচান ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড। এই নিয়ে টানা ২২ ম্যাচ অপরাজিত রয়েছে আর্নে স্লটের দল। আপাতত লিভারপুল ২৬ ম্যাচে ৬১ পয়েন্ট নিয়ে লিগশীর্ষে রয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা আর্সেনাল এক ম্যাচ কম খেলে ৫৩ পয়েন্ট পেয়েছে। শনিবার ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে জিতে লিভারপুলের সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান কমানোই লক্ষ্য তাদের।

বাভুমাদের আজ চমক দিতে চান আফগানরা

করাচি, ২০ ফেব্রুয়ারি : মাঠের ভিতরের বিষয়গুলিই শুধু নিয়ন্ত্রণ করতে পারি আমরা। আর সেটাই আমাদের কাজ।

বিকেলের দিকে করাচির ন্যাশানাল স্টেডিয়ামে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে আফগানিস্তান অধিনায়ক হাশমাতুল্লাহ শাহিদি যখন কথাগুলি বলছিলেন, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল তাঁর মনের অন্দরের যন্ত্রণার কথা। বেশ কয়েক বছর হয়ে গিয়েছে, নিয়মিত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলছে আফগানিস্তান। কিন্তু এখনও তারা তাদের যোগ্য সম্মান পায়নি। আফগানিস্তানে তালিবানি শাসন ব্যবস্থা নিয়ে বাকি দুনিয়ার প্রবল আপত্তিও রয়েছে। যার প্রমাণ, বিভিন্ন দেশের আফগানিস্তান সফর বয়কট করার মতো ঘটনা।

ছবিটা বদলানোর লক্ষ্যে বাইশ গজের যুদ্ধের মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকাকে চমক দিতে চাইছেন আফগানরা। সেই লক্ষ্যেই শুক্রবার করাচিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির অভিযান শুরু করছে আফগানিস্তান। ২০২৩ সালে একদিনের বিশ্বকাপের আসরে ইংল্যান্ড, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে চমক দিয়েছিলেন আফগানরা। শুক্রবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রথম ম্যাচে টেম্বা বাভুমাদের একইভাবে চমক দিকে বদ্ধপরিকর আফগানিস্তান।

CHAMPIONS TROPHY 2025 • PAKISTAN | **চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আজ**

আফগানিস্তান বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা

সময় : দুপুর ২.৩০ মিনিট, **স্থান :** করাচি

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিওহটস্টার

বদলার অপেক্ষায় বিদর্ভ

নাগপুর ও আহমেদাবাদ, ২০ ফেব্রুয়ারি : রনজি ট্রফির সেমিফাইনালে চতুর্থ দিনের শেষেও চাপ কাটাতে পারল না মুম্বই।

গতবার রনজি ফাইনালে মুম্বইয়ের কাছে হেরেই স্বপ্নভঙ্গ হয় বিদর্ভের। সেই বিদর্ভই এবার প্রতিশোধের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। সেমিফাইনালে মুম্বইকে হারাতে শেষদিনে তাদের প্রয়োজন ৭ উইকেট। চতুর্থ দিনের শুরুতে ইনিংসে আরও ১৪৫ রান যোগ করে বিদর্ভ। সব মিলিয়ে ২৯২ রান করে তারা। আগের ইনিংসে বিদর্ভের ১১৩ রানের লিড ছিল। দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫১ রান করেন যশ রাঠোর। ফলে মুম্বইয়ের সামনে লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ৪০৬। দিনের শেষে মুম্বইয়ের স্কোর ৮৩/৩। জয়ের জন্য প্রয়োজন ৭ উইকেটে ৩২৩ রান। যা মোটেও সহজ নয়। প্রথম ইনিংসে এই মুম্বই যে তিনশো রানের গণ্ডিও পেরোতে পারেনি। অন্য সেমিফাইনালে চতুর্থ দিনের শেষেও লড়াই জারি রেখেছে গুজরাট। কেরলের ৪৫৭ রানের জবাবে দিনের শেষে তাদের স্কোর ৪২৯/৭। গুজরাট এখনও পিছিয়ে ২৮ রানে।

মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে শতরান করে বিদর্ভের যশ রাঠোর। বৃহস্পতিবার।

ভারতের মেয়েদের জয়

শারজা, ২০ ফেব্রুয়ারি : দাপুটে জয় দিয়ে পিঙ্ক লেডিস কাপে অভিযান শুরু করল ভারতের মহিলা ফুটবল দল। প্রথম ম্যাচেই জর্ডনকে ২-০ গোলে হারাল ভারতের মেয়েরা। ম্যাচের দুই অর্ধে দুইটি গোল করেন নাওরেম প্রিয়াংকা দেবী ও মনীষা। বুধবার এই টুর্নামেন্টের অনূর্ধ্ব-২০ বিভাগেও জর্ডনকে ২-১ গোলে হারিয়েছে ভারত।

ফিট মনবীর অনুশীলনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের নকআউট পর্যায়ে কি খেলতে পারবেন ক্লেইটন সিলভা?

এখনও পর্যন্ত আইএসএল এবং এএফসি-র ম্যাচ নিয়ে রীতিমতো চিন্তায় লাল-হলুদ শিবির। কারণ ৫ মার্চ ঘরের মাঠে তুর্কমেনিস্তানের এফকে আর্কাদাগের বিরুদ্ধে খেলার তিনদিনের মধ্যে ইস্টবেঙ্গলকে আইএসএলের ম্যাচ খেলতে শিলংয়ে যেতে হবে। ফিরতি এএফসি-র ম্যাচ ১২ তারিখ তুর্কমেনিস্তানে। শিলং থেকে কলকাতায় ফিরে যাওয়া নিয়েই এখন ভাবনায় অস্কার ব্রুজোঁ। ক্লাব সূত্রের খবর, তিনি গুয়াহাটি হয়ে দিল্লি যেতে নারাজ। কারণ তাতে শিলং থেকে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা বাস সফর করতে হবে। ইস্টবেঙ্গল কোচ সেটা চাইছেন না। ইতিমধ্যেই ৮ মার্চের ম্যাচ পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন করেছে। কিন্তু তাতে এখনও কর্ণপাত করেনি এফএসডিএল। আইএসএল সূত্রে খবর নিয়ে জানা যাচ্ছে, সূচি বদলের কোনও সম্ভাবনা এখনও পর্যন্ত নেই। যা নিয়ে এদিন অসন্তোষও প্রকাশ করেন অস্কার। কারণ এদেশ থেকে তুর্কমেনিস্তান যেতে অনেকটা সময় লেগে যায়। তবে ওই ম্যাচ নিয়ে যে ভাবনাচিন্তা শুরু করে দিয়েছেন, সেটা পরিষ্কার হয়ে যায় যখন বলেছেন, 'ক্লেইটনকে খেলানোর চেষ্টা করছি। আশা করি ও দ্রুত ফিট হয়ে যাবে। ওর মতো একজন ফুটবলারকে প্রয়োজন দলে।' টানা কয়েকদিনের অনুপস্থিতির পর এদিনের অনুশীলনে আসেন ক্লেইটনও। তবে মাঠে নামেননি। বলেছেন, 'আরও দুই-তিনদিন লাগবে চোট কী অবস্থায় আছে সেটা জানতে। তবে আশা করছি, এএফসি-র ম্যাচে মাঠে নামতে পারব।' আপাতত আইএসএল নিয়ে আর ভাবছেন না কোচ-ফুটবলাররা কেউই। সাউল ক্রেসপোও স্বীকার করলেন, 'পাঞ্জাব এফসি ম্যাচ না জিততে পারলে আমাদের যাবতীয় আশা শেষ হয়ে যাবে। তাই এই ম্যাচ জিততেই হবে। তারপর তাকিয়ে থাকতে হবে অন্যদের দিকে।'

এএফসি-তে খেলতে চান ক্লেইটন

এদিকে, এদিন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট শিবিরে স্বস্তি ফেরে মনবীর সিং দলের সঙ্গে অনুশীলনে নেমে পড়ায়। তাঁকে রেখেই হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা দল সাজাচ্ছে বলে মনে হয়েছে। এর অর্থ সাহাল আবদুল সামাদ ছাড়া ওডিশা এফসি-র বিপক্ষে সবাইকেই পাচ্ছেন মোলিনা।

সুপার কাপ নিয়ে ধোঁয়াশা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : আগামী সোমবার কি সুপার কাপ নিয়ে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারবে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। বলা মুশকিল। উত্তরাখণ্ড সরকারকে রাজি করাতে ওখানে পৌঁছে যান সভাপতি কল্যাণ চৌবে। জাতীয় গেমস হওয়ায় ওখানে মাঠ এখন তৈরি। কিন্তু সমস্যা বেঁধেছে অন্য জায়গায়। এক তো ওখানে এতগুলো দলের জন্য প্রয়োজনীয় অনুশীলনের মাঠ দরকার। আর তার সঙ্গে প্রয়োজন একাধিক পাঁচতারা হোটেল। কারণ আইএসএলের দলগুলো তো বটেই, আই লিগের দলেরাও এখন পাঁচতারা হোটেল ছাড়া দল রাখে না। আগে ঠিক ছিল, গোয়ায় হবে সুপার কাপ। কিন্তু গোয়া সরকার টুর্নামেন্ট করতে রাজি থাকলেও আর্থিক সহায়তা করার ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়নি। গত মরশুমে ওডিশা সরকার এই টুর্নামেন্ট বাবদ ৩ কোটি টাকা দেওয়ায় সফলভাবে হয় সুপার কাপ। কিন্তু এবার সেখানে নতুন সরকার আসায় তারাও হাত তুলে নিয়েছে। এখন তাই এআইএফএফ চেষ্টা করছে উত্তরাখণ্ড সরকারকে এই বিষয়ে রাজি করাতে। ফলে মাত্র মাস দেড়েক বাকি থাকলেও কোথায় হবে ফেডারেশনের একমাত্র নকআউট টুর্নামেন্ট। তা নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই যাচ্ছে। এদিকে, তুরস্কে এদিন পিঙ্ক লেডিস কাপে জর্ডনের বিপক্ষে ২-১ গোলে জয়ী হল অনূর্ধ্ব-২০ ভারতীয় মেয়ে দল।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ হেসে খেলে কুশল তুমি করলে দ্বাদশ বছর পার। এরূপভাবে তোমার জীবনে জন্মদিন আসুক শতবার। - বাবা, মা, ঠাকুরদা, ঠাকুমা, দাদু, দিদা ও লাল ঠাকুরের আশীর্বাদ।

৩ উইকেট পার্থর

তুফানগঞ্জ, ২০ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেটে সুপার লিগে বৃহস্পতিবার বিবেকানন্দ ক্লাব ১ উইকেটে বিবেকানন্দ ক্লাব ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। সংস্থার মাঠে টসে জিতে বিবেকানন্দ অ্যাকাডেমি ৩৩.১ ওভারে ১৫৯ রানে অল আউট হয়। ২৪ রান করেন বিশ্বদীপ সাহা। পার্থ বর্মন ১৮ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। জবাবে ৩২.৪ ওভারে ৯ উইকেটে ১৬০ রান তুলে নেয় বিবেকানন্দ ক্লাব। সৈকত সূত্রধর ৩৩ রান করেন। শুক্রবার খেলবে সিনিয়ার ক্রিকেট একাদশ ও রসিকবিল বয়েজ ক্লাব।

জয়ী অভিযান

রায়গঞ্জ, ২০ ফেব্রুয়ারি : আইডলস ক্রিকেট ক্লাবের পরিচালনায় এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহযোগিতায় আশিস গুপ্ত, অভিজিৎ পাল ও অলোক মুখার্জি ট্রফি টি২০ ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার অভিযান ২৮ রানে মালদার এসএমএমসিসি ক্লাবকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে প্রথমে অভিযান ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ২৪৩ রান তোলে। ১০০ রান করেন সুমন দাস। জবাবে এসএমএমসিসি ২১৫ রানে গুটিয়ে যায়।

অন্য ম্যাচে আইডলস ক্রিকেট ক্লাব ১৫ রানে চাঁচলের বিরুদ্ধে জয় পায়। আইডলস ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৫৮ রান তোলে। ৩৪ রান করেন অর্ক দাস। জবাবে চাঁচল ৭ উইকেটে ১৪৩ রানে আটকে যায়। ৬১ রান করেন মানস রায়।

মনে হয়েছিল আর খেলতে পারব না সামি

৫ উইকেট নিয়ে উচ্ছ্বাস মহম্মদ সামির।

দুবাই, ২০ ফেব্রুয়ারি : আরও একটা আইসিসি টুর্নামেন্ট। মেগা ইভেন্টে আবারও স্বমেজাজে মহম্মদ সামি। ২০২৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপে যেখানে শেষ করেছিলেন, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির শুরুটা সেখান থেকেই। প্রথম স্পেলে জোড়া শিকারে বাংলাদেশের টপ অর্ডারকে টলিয়ে দেন মহম্মদ সামি। জাঁকিয়ে বসা জাকের আলিকে সরিয়ে ওডিআই ফরম্যাটে ২০০ উইকেট প্রাপ্তি। ম্যাচে পাঁচ শিকার।

অথচ, ২০২৩ বিশ্বকাপের পর অস্ত্রোপচার, প্রায় দেড় বছর মাঠে বাইরে থাকার জেরে হতাশা ঘিরে ধরেছিল। সংশয় ছিল, ফের জাতীয় দলের জার্সি চাপিয়ে মাঠে নামতে পারবেন কি না। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির অভিযানে নামার আগে সেই কঠিন সময়ের স্মৃতি রোমন্থনে আবেগতাড়িত সামি।

আইসিসি ওয়েবসাইটকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'বিশ্বকাপে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা থেকে রাতারাতি অপারেশন টেবিলে নিজেকে খুঁজে পাওয়া, দুর্দান্ত ফর্ম থেকে চোটের জন্য লম্বা সময় মাঠের বাইরে ছিটকে যাওয়া কঠিন ছিল আমার জন্য। শুরুর দিকে নিজেরই সন্দেহ হত, আবার খেলতে পারব তো। এই ধরনের চোট কাটিয়ে ১৪ মাস পরে ফেরা মোটেই সহজ ছিল না।'

চিকিৎসকদের কাছে সামির প্রথম প্রশ্নই ছিল- কবে মাঠে ফিরবেন। আরও জানান, 'চিকিৎসকরা বলেছিল, আগে তো হাঁটা। তারপর জগিং। তারপর দৌড় শুরুর ব্যাপার। সময় সাপেক্ষ। সত্যি কথা বলতে, ওই সময় মাঠে ফেরা মনে হচ্ছিল অনেক দূরের ব্যাপার। অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। হাজারো প্রশ্ন ভিড় করত। ক্রাচ ছেড়ে মাঠে ফিরতে পারব, নাকি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই হাঁটতে হবে?'

প্রায় মাস দুয়েক বিছানায় শুয়ে কাটানো। ৬০ দিন পর মাটিতে প্রথম পা ফেলা। চিকিৎসকরা যখন বলে, এবার পা মাটিতে ফেলতে পারবে, কিছুটা ভয়ের মধ্যে ছিলেন সামি। পড়ে যাওয়ার ভয়। সেখান থেকে আস্তে আস্তে ছোট্ট বাচ্চার মতো করে নতুনভাবে হাঁটতে শেখা। দেশের হয়ে আবার খেলার ইচ্ছেটাই সাহস জুগিয়েছে সামিকে। সামির কথায়, 'দেশের হয়ে খেলা আমার কাছে সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা ছিল। কঠিন সময়ে আমাকে যা লড়াই করতে সাহস জুগিয়েছে।'

দ্রুততম ২০০ ওডিআই উইকেট
(বলের নিরিখে)

বল	ক্রিকেটার
৫১২৬	মহম্মদ সামি
৫২৪০	মিচেল স্টার্ক
৫৪৫১	সাকলিন মুস্তাক
৫৬৪০	ব্রেট লি
৫৭৮৩	ট্রেন্ট বোল্ট
৫৮৮৩	ওয়াকার ইউনিস

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সেরা বোলিং ফিগার (ভারতের)

বোলিং ফিগার	ক্রিকেটার	প্রতিপক্ষ	সাল
৩৬/৫	রবীন্দ্র জাদেজা	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	২০১৩
৫৩/৫	মহম্মদ সামি	বাংলাদেশ	২০২৫
৩৮/৪	শচীন তেন্ডুলকার	অস্ট্রেলিয়া	১৯৯৮
৪৫/৪	জাহির খান	জিম্বাবোয়ে	২০০২

জাতীয় গেমসে সফল বাংলার ক্রীড়াবিদদের বৃহস্পতিবার সংবর্ধনা দিল কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাব। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বিওএ সচিব জহর দাস, সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, আইএএফ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সচিব অনির্বাণ দত্ত সহ বিশিষ্টরা।

৪ উইকেট অনুপমের

কোচবিহার, ২০ ফেব্রুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বৃহস্পতিবার রাজারহাট ফ্রেন্ডস ক্লাব ৫ উইকেটে ধলুয়াবাড়ি শংকর ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে শংকর ৩৫.৫ ওভারে ১৪৮ রানে অল আউট হয়। অনীক পালের অবদান ৪৪ রান। ম্যাচের সেরা অনুপম ঘোষ ২০ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে ফ্রেন্ডস ৩৩.৫ ওভারে ৫ উইকেটে ১৫২ রান তুলে নেয়। তন্ময় ধর ৫৪ রান করেন। অমিত চন্দ ১৮ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। শনিবার ফ্রেন্ডসের বিরুদ্ধে খেলবে ভারতমাতা ক্লাব।

ম্যাচের সেরা অনুপম ঘোষ।

ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

দ্রুততম ১১ হাজার ওডিআই রান
(ইনিংসের নিরিখে)

ইনিংস	ক্রিকেটার
২২২	বিরাট কোহলি
২৬১	রোহিত শর্মা
২৭৬	শচীন তেন্ডুলকার
২৮৬	রিকি পন্টিং
২৮৮	সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

৩৬ বলে ৪১ রানের পথে বৃহস্পতিবার নতুন কীর্তি গড়লেন রোহিত শর্মা।

ষষ্ঠ বা নীচের উইকেটে সর্বাধিক জুটি
(চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে)

রান	ক্রিকেটার	প্রতিপক্ষ	সাল
১৫৪	তৌহিদ হৃদয়-জাকের আলি	ভারত	২০২৫
১৩১	জাস্টিন কেম্প-মার্ক বাউচার	পাকিস্তান	২০০৬
১২২	ক্রিস কেয়ার্নস-ক্রিস হ্যারিস	ভারত	২০০০
১১৭	রাহুল দ্রাবিড়-মহম্মদ কাইফ	জিম্বাবোয়ে	২০০২

শতরানের পর বাংলাদেশের তৌহিদ হৃদয়। দুবাইয়ে বৃহস্পতিবার।

৪ উইকেট রুদ্রনীলের

বালুরঘাট, ২০ ফেব্রুয়ারি : আন্তঃজেলা অনূর্ধ্ব-১৫ দুইদিনের ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার মেদিনীপুর ৩০৩ রানে বাঁকুড়াকে হারিয়েছে। বুধবার বালুরঘাট স্টেডিয়ামে মেদিনীপুর ৭৯.৪ ওভারে ৩৫২ রান তোলে। অংশ ঘোষ ১১৪ রান করে। রাজ গুপ্ত কবিরাজ ৬৬ রানে ৪ উইকেট নিয়েছে। জবাবে বৃহস্পতিবার বাঁকুড়া ২২.৫ ওভারে ৪৯ রানে গুটিয়ে যায়। দীপ ভট্টাচার্য ১৬ রান করে। রুদ্রনীল ভগত ৭ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট।

জিতল ডুয়ার্স

আলিপুরদুয়ার, ২০ ফেব্রুয়ারি : ডুয়ার্স কাপ মহিলা টি২০ ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ২ উইকেটে বেলুড়ের শ্রীগুরু সংঘ ক্রিকেট কোচং সেন্টারকে হারিয়েছে। টাউনের মাঠে বেলুড় টসে জিতে ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৩৫ রান তোলে।

সন্ধান চাই

আমার মেয়ে **চুমকি ইন্দ্রনীল দাস** গত 4/02/2025 তারিখে রাত্রি 6.30 P.M.-এর পর থেকে শিলিগুড়ি, রবীন্দ্রনগর, দাসপাড়া (Ward No-21) থেকে আমার মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বয়স 44 বছর, উচ্চতা 5'-1", ফর্সা। যদি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি দেখে থাকেন দয়া করে যোগাযোগ করুন, **রবি দাস, M: 9320049545.**